

ব্যবস্থাসার সংগ্রহ

অর্থাৎ

স্মার্ত ও হরিভক্তি বিলাসাদি দ্বিত প্রমাণ সম্বলিত

স্মৃতি সংগ্রহ ।

শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র গোস্বামি সঙ্কলিত ।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায়

প্রকাশিত ।

শ্রী নতিলাল মণ্ডল কর্তৃক গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত ।

২২১, কৰ্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা ।

১২৮৮ সাল ।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা ।

বিজ্ঞাপন

প্রতি অশ্বদেশে আখ্যাধর্মের লোপ হইবার বিলক্ষণ উপক্রম হইয়াছে, একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, বোধ হয় কেবলমাত্র ধর্মশাস্ত্র চর্চার বিরহ।

এই শব্দে প্রথমতঃ বেদকেই বুঝায়। কিন্তু উহা অত্যন্ত ছুঁছুঁ, এই মত মনু, অত্রি, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ইহার সহজে ঐ বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উহার নাম স্মৃতি, ও এক্ষণে প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। প্রাচীন গ্রন্থাদি দ্বাবাও বেদার্থ নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া, উহাকেও স্মৃতি শব্দে প্রকাশ থাকেন। পূর্ব পূর্ব মহাভাগ্য ঐ সকল শাস্ত্র চর্চাদ্বারা ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধান হইয়া, অনায়াসেই ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু কালক্রমে ক্রমশঃ উহা অবসন্নপ্রায় হইতে লাগিল দেখিয়া।

বঙ্গদেশে পণ্ডিতবরেণ্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পূর্বোক্ত প্রাচীন স্মৃতি সংগ্রহ ও প্রাচীন সকলের বচন অবলম্বন পূর্বক তিথি, প্রায়শ্চিত্ত, উদাহ, ইত্যাদি বিষয়ে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব, এক খানি স্মৃতি সংগ্রহ করিলেন। অশ্বদেশে প্রচলিত বৈধ সমস্ত কার্যই প্রায় উহার সাপেক্ষ। কিন্তু পূর্বোক্ত ই বলিয়াছি ক্রমশঃ উহাও অবসন্নপ্রায় হইতেছে, দেখিয়া আমরা একখানি “অশ্বদেশ সারসংগ্রহ” নামে স্মৃতি সংগ্রহপূর্বক বাঙ্গালা অনুবাদ প্রণয়ন মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে সংক্ষেপে সমস্ত ধর্মমর্শ অনায়াসেই অবগত হইতে পারা যাইবে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব পরিভুক্তি বিলাসাদি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইয়া এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল অধিকন্তু হরিভক্তি বিলাসের মত সন্নিবেশিত থাকায় ব্রহ্ম সম্প্রদায়েব বিশেষ রূপ উপকার হইতে পারিবে। এক্ষণে সাধারণে প্রস্তুত করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করি।

নন্দরাম সেনের গলি
শোভাবাজার ; কলিকাতা,
৩০ আষাঢ় সন ১২৮৮ ।

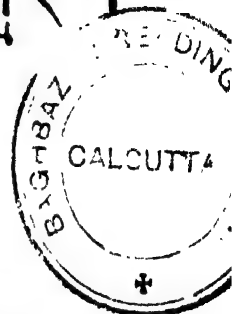
শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামিনঃ ।

নিৰ্ঘণ্ট পত্ৰ

প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা	প্ৰকৰণ	পৃষ্ঠা
অথ তিথি নিৰ্ণয় ...	১	অথ বৈষ্ণবমতে শ্ৰবণছাদশী ব্যবস্থা ৫৮	
„ জন্ম তিথিৰ ব্যবস্থা ...	২	„ ত্ৰয়োদশী ...	৬২
„ প্ৰতিপদ ...	৭	„ চতুৰ্দশী ...	৬৭
„ দ্বিতীয়া ...	১০	„ বৈষ্ণব মতে শিবরাত্ৰি ব্যবস্থা ৭২	
„ তৃতীয়া ...	১৩	„ পূৰ্ণিমা ...	৭৩
„ চতুৰ্থী ...	১৫	„ অমাবস্যা ...	৭৮
„ পঞ্চমী ...	১৭	„ শ্ৰাদ্ধকৃত্য ...	৮০
„ ষষ্ঠী ...	১৯	„ সংক্ৰান্তি ...	৯২
„ সপ্তমী ...	২০	„ গ্ৰহণ ...	৯৯
„ অষ্টমী ...	২৪	„ সপ্তমীশোচ ...	১০২
„ নবমী ...	৩২	„ অশোচ সঙ্কর ...	১০৩
„ দশমী ...	৩৫	„ গৰ্ভজ্ঞানশোচ ...	১০৫
„ একাদশী ...	৩৭	„ দ্ব্যশোচ ...	১০৬
„ বৈষ্ণবমতে একাদশীৰ ব্যবস্থা ...	৪০	কন্যা পুত্ৰ জন্মে মাতাৰ অশোচ ১০৭	
„ উন্নীলনী ...	৫০	„ বালাদ্যশোচ ...	১০৮
„ বজ্জলী ...	৫১	„ বিদেশস্থশোচ ...	১১১
„ ত্ৰিঙ্গল ...	৫১	„ অসপ্তমীশোচ ...	১১২
„ পক্ষ-বৰ্দ্ধিনী ...	৫১	„ মৃত্যু বিশেষশোচ ...	১১৫
„ জয়া ...	৫১	„ সদ্যঃশোচাদি ...	১১৮
„ বিজয়া ...	৫২	„ অশোচে কৰ্তব্যকৰ্তব্য ...	১১৯
„ জয়ন্তী ...	৫২	„ শবাহুগমনাদ্যশোচ ...	১২১
„ পাপনাশিনী ...	৫২	„ দ্ৰব্যশুদ্ধি ...	১২৬
„ ছাদশী ...	৫৫	„ মৃত্যু মৃতকৃত্য ...	১২৮
		„ অধিকারিনিৰ্ণয় ...	১৩২

ଆକରଣ	ପୃଷ୍ଠା	ଆକରଣ	ପୃଷ୍ଠା
ଅଥ ଅଶୌଚାନ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ କୃତ୍ୟ	୧୫୫	ଅଥ ଚାଣୁଲାଦାୟ ଭକ୍ଷଣ ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	୧୬୫
,, ଉଷାହୃତ୍ୟ	... ୧୭୭	,, ଅନ୍ତ୍ୟାଜ୍ଞା ଜ୍ଞିଗମନ ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	୧୬୯
,, ଗର୍ଭାଧାନ	... ୧୮୦	,, ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	୧୭୦
,, ପୁଂସବନ	... ୧୮୫	,, ସ୍ପର୍ଶନ ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	... ୧୭୧
,, ଜୈମନ୍ତୋନ୍ମୟନ	... ୧	,, ବ୍ରାହ୍ମଚରୀମାନ ମହାପାତକ	
,, ଜାତକର୍ମ	... ୧୮୧	ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	... ୧୭୩
,, ନାୟକରଣ	... ୧୮୬	,, ନାନାବିଧ ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	... ୧୭୫
,, ନିକ୍ରମଣ	... ୧	,, ପୂର୍ବଜନ୍ମକୃତାପାତକାଦି	
,, ଅଗ୍ନିପ୍ରାଣନ	... ୧୮୭	ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	... ୧୭୭
,, ଚୂଡ଼ାକବଣ	... ୧	,, ଆଞ୍ଜିକକୃତ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ	... ୧୭୯
,, ଉପନୟନ	... ୧୮୮	,, ସାମଗ୍ରୀମୟା ପ୍ରେୟାଗ	... ୧୮୦
,, ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ କୃତ୍ୟ	... ୧୮୯	,, ଦୀକ୍ଷାକୃତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	... ୧୮୧
,, ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ ପୂର୍ବାହୃତ୍ୟ	... ୧୯୦	,, ଦୀକ୍ଷାକାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	... ୧୮୨
,, ବାଳାଦି ଭେଦେ ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ		,, ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରେୟାଗ	... ୧୮୩
ନିର୍ଣ୍ଣୟ	... ୧୯୧	,, ଦାୟତାଗ ତତ୍ତ୍ଵ	... ୧୮୪
,, ଧେନୁ ମୂଳା ନିର୍ଣ୍ଣୟ	... ୧୯୨	,, ପିତୃକୃତ ବିଭାଗ	... ୧
,, ଜ୍ଞାନ କୃତ୍ୟାଦି ନିରୂପଣ	... ୧୯୩	,, ଜନକାତ୍ମାବେ ଲାଭକୃତ ବିଭାଗ	... ୧୮୫
,, ବିପ୍ରାଦି ସ୍ଵାମିକ ଗୋବଧ		,, ବିଭାଗାନାମିକାରୀ	... ୧୮୬
ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	... ୧୯୪	,, ବିଭାଗାବିଭାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	... ୧୮୭
,, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ଵାମିକ ଗୋବଧ		,, ବ୍ରତ ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	... ୧୮୮
ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	... ୧୯୫	,, ଚିତ୍ର ପ୍ରୋଷିତାଗତ	... ୧୮୯
,, ଶୈବାସ୍ଵାମିକ ଗୋବଧ ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	... ୧୯୬	ବଂଶେବ ବିଭାଗ	... ୧୯୦
,, ଶୂଦ୍ରସ୍ଵାମିକ ଗୋବଧ ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	... ୧୯୭	,, ବିଭାଗ କାଳେ ଶୁଣ୍ଠି ପଞ୍ଚା-	
,, ରୋଧାଦି ନିମିତ୍ତକ ଗୋବଧ		ଦବଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଭାଗ	... ୧୯୧
ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	... ୧୯୮	,, ଜ୍ଞାନନିର୍ଣ୍ଣୟ	... ୧୯୨
,, ଅପାଳନାଦି ନିମିତ୍ତ ଗୋ-		,, ଜ୍ଞାନନାମିକାରିନିର୍ଣ୍ଣୟ	... ୧୯୩
ବଧ ଆୟଶ୍ଚିତ୍ତ	... ୧୯୯	,, ଅପୂର୍ବ ଧନାମିକାରିନିର୍ଣ୍ଣୟ	... ୧୯୪

ব্যবস্থাসার সংগ্রহ ।



অথ তিথিনির্ণয় ।

শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দঃ নহা সংকলয়াম্যহং ।

সর্বেষাং সুখবোধায় ব্যবস্থাসারসংগ্রহং ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ প্রতিপদাদি তিথি নিরূপণের অগ্রে, তিথি কাহাকে বলে তাহা নির্ণয় করা উচিত। অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই ষোলটিকে তিথি বলে।

তথাচ ।

“অমাবসৌড়শভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা ।

সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী ॥

অমাদিপৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিনঃ কলাঃ ।

তিথয়ন্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে ॥”

চন্দ্রমণ্ডলের ষোলভাগে পরিমিত যে অমা তাহাকেই মহাকলা বলে। তদতিরিক্ত পনেরটি কলাকেই প্রতিপৎআদি পনেরটি তিথি শব্দে কহিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমটি প্রতিপৎ, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়া ইত্যাদি পূর্ণিমা পর্যন্ত পনেরটি তিথি হইয়া থাকে। এবং ঐ প্রতিপৎআদি তিথি যখন বৃদ্ধিরূপ হয়, তখন শুক্ল, ও যখন হ্রাস রূপ হয়, তখন কৃষ্ণ, এইরূপে দুইটি পক্ষ হয়।
প্রমাণ । যথা—

“তত্র পক্ষাবুভৌ মাসে শুক্লকৃষ্ণৌ ক্রমেণ হি ।

চন্দ্রবৃদ্ধিকরঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চন্দ্রক্ষয়ান্নকঃ ॥

*পক্ষত্যাধ্যাস্তু তিথয়ঃ ক্রমাৎ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ।

দর্শান্তাঃ কৃষ্ণপক্ষে তাঃ পূর্ণিমাস্তাশ্চ শুক্লকে” ॥ ইতি ।

প্রতিমাসে শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটি পক্ষ ক্রমান্বয়ে হয় । যাহাতে চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্ল, ও যাহাতে ক্ষয়, তাহাকে কৃষ্ণ পক্ষ বলে । এবং ঐ প্রতিপৎআদি পনেরটি তিথির, কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যাতে শেষ, ও শুক্লপক্ষে পূর্ণিমায় শেষ পরিগণিত হইয়া থাকে ।

অথ জন্মতিথির ব্যবস্থা ।

প্রতিবৎসরেই জন্মতিথিপূজার বিধান আছে । কিন্তু জন্মতিথি পূজা মল-মাসে করিবেনা

তথাচ—

“তচ্চ মলমাসে ন কর্তব্যং চান্দ্রমাসীয়ত্বেন

সাবকাশত্বাৎ ॥ ইতি ।

এবং জন্মতিথি দিবসে শুক্ল দেবতা নক্ষত্র প্রভৃতির পূজা করিতে হয় ।

প্রমাণ । যথা ।—

“সর্বৈশ্চ জন্মদিবসে স্নাতৈ মঙ্গলপানিভিঃ ।

গুরুদেবাগ্নিবিপ্রাশ্চ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ।

স্বনক্ষত্রঞ্চ পিতরৌ তথাদেবঃ প্রজাপতিঃ ।

প্রতিসম্বৎসরঞ্চৈব কর্তব্যশ্চ মহোৎসবঃ ॥” ইতি ।

অর্থাৎ জন্মদিবসে সকলেই স্নাত, ও মঙ্গল দ্রব্য হস্তে ধারণ করতঃ, গুরু দেবতা অগ্নি ও ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। এবং জন্ম নক্ষত্র ও পিতামাতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। প্রতিবৎসরই এইরূপে পূজাকরিয়া মহোৎসব করা কর্তব্যে।

পূর্বোক্ত মঙ্গল দ্রব্য শব্দে এখানে দুর্বা গোরোচনা গুগ্গুল প্রভৃতি ও জন্মগ্রহি হস্তে ধারণ করা বুঝাইবে।

প্রমাণ যথা—

“গুড়ুতুঞ্চ তিলানদ্যাজ্জন্ম গ্রহেচ্চ বন্ধনং ।

গুগ্গুলং নিম্ব সিদ্ধার্থং দুর্বা গোরোচনা যুতং॥” ইতি ।

জন্মতিথিতে গুড়, তুঞ্চ, তিল একত্রে ভোজন করিবে। আর গুগ্গুল নিম্ব ও সিদ্ধার্থ ও দুর্বা গোরোচনা যুক্ত জন্মগ্রহি হস্তে ধারণ করা কর্তব্য।

এবং জন্মতিথি দিবসে ষট্‌তিলী হইবে। অর্থাৎ তিলমর্দনপূর্বক গাত্রে বিলেপন (১) তিলযুক্ত জলে স্নান (২) তিলদ্বারা হোম (৩) তিলপ্রদান (৪) তিল ভক্ষণ (৫) তিলবপন (৬) করিবে।

প্রমাণ যথা—

“তিলোদত্তী তিলস্নায়ী তিলহোমী তিলপ্রদঃ ।

তিলভুক্ তিলবাপী চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি ॥” ইতি ।

এবং নূতন বস্ত্র পরিধান পূর্বক সূর্য্য ও গণেশ পূজা করিয়া মার্কণ্ডেয় নিকটে এইমন্ত্রে প্রার্থনা করত তাঁহার পূজাকরিবে।

প্রার্থনামন্ত্র । যথা—

“চিরজীবী যথা স্বংভো ভবিষ্যামি তথা মুনে ।

রূপবান্ বিত্তবাংশৈশ্চব শ্রিয়াযুক্তশ্চ সর্বদা ॥

মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন ।

আয়ুরিচ্ছার্থসিদ্ধার্থ মম্মাকং বরদো ভব ॥” ইতি ।

তদনন্তর চিরজীবদিগের পূজা করিবে ।

যথা—

“ততো দীর্ঘায়ুষং ব্যাসং রামং*দ্রৌণিং†কৃপং বলিং ।

প্রহ্লাদং চ হনুমন্তং বিভীষণমথার্কয়েৎ ॥” ইতি ।

এবং জন্মনক্ষত্র ও ষষ্ঠী দেবীর পূজা কর্তব্য ।

প্রমাণ । যথা—

“স্বনক্ষত্রং জন্মতিথিং প্রাপ্য সংপূজয়েন্নরঃ ।

ষষ্ঠীং চ দধিভোক্তন বর্ষে বর্ষে পুনঃ পুনঃ ॥” ইতি ।

এবং স্নানাদি কার্যে সর্বদা ভগবান্ নারায়ণের ধ্যান করিবে, ও “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীষ চক্ষুরাততং” এই মন্ত্র—
পাঠপূর্বক স্নান করিবে ‡ ।

প্রমাণ যথা—

“ধ্যায়েন্নারায়ণং নিত্যং স্নানাদিষু চ কশ্মলং ।

তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ স্নায়াদপ্সু পুনঃ পুনঃ ॥” ইতি ।

সর্বপ্রাণে ভগবন্নারায়ণের অর্চনা কর্তব্য, নারায়ণ পূজাব্যতিরেকে কোন-
কার্য সফল হয়না । এবং সঙ্কল্প করাও উচিত ।

প্রমাণ যথা—

* পরশুরাম ।

† অশ্বথামা ।

‡ কিন্তু শূদ্রের মন্ত্র বিশেষে অধিকার না থাকায়, স্বয়ং মন্ত্রাদি পাঠ
করিবেনা, ব্রাহ্মণ দ্বারা উপযুক্ত কার্য্য করাইবে ।

প্রমাণ যথা—

“অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং মন্ত্রবর্জিতঃ ।

অমন্ত্রস্য তু শূদ্রস্য বিপ্রো মন্ত্রেণ গৃহতে ॥” ইতি ।

তিথিকৃত্য ।

“সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকৰ্ম্মাণি কারয়েৎ ॥

সঙ্কল্লেন বিনা রাজন্ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ ॥ •

ফলং চান্নান্নকং তস্য ধৰ্ম্মস্যার্কক্ষয়ো ভবেৎ ॥” ইতি ।

কিন্তু জন্মতিথি পূজায় বিশেষ এই, অৰ্য্যের পর পাদ্য প্রদান করিতে হইবে ।

প্রমাণ যথা—

“অৰ্য্যাপাদ্যাদিকং তত্র মধুপৰ্কং প্রযোজয়েৎ” ॥ ইতি ।

পূজানন্তর পূজিত দেবতাদিগের তিলদ্বারা হোম করা কর্তব্য ।

প্রমাণ । যথা—

“একৈকাং দেবতাং রাম সমুদ্दिश्या यथाविधि ।

चतुर्थ्यन्तेन धर्म्यं नान्ना च प्रणवादिना ॥ ॥

होम द्रव्य मथैकैकं शतसंख्यं होमयेत् ॥” ইতি ।

এবং জন্মতিথি দিবসে নখ ও কেশের খণ্ডন, মৈথুন, দূরপথেগমন, আমিষ ভক্ষণ, কলহ ও হিংসা নিষিদ্ধ, এবং উষ্ণজলে স্নানও নিষিদ্ধ ।

প্রমাণ যথা—

“খণ্ডনং নখকেশানাং মৈথুনাধ্বানমেব চ ।

আমিষং কলহং হিংসাং বর্ষবৃদ্ধৌ বিবর্জয়েৎ” ॥

“নস্নায়াতুষ্ণবারিণা ॥” ইতি ।

।বং

স্নান জন্মদিনে স্ত্রিয়ং পরিহরন্ প্রাপ্নোত্যভীষ্টাং শ্রিয়ং,
অংস্থান্ মোচয়তো দ্বিজায় দদতোহপ্যায়ুঃশিরং বর্দ্ধতে ।

শত্রুন্ খাদতি যন্ত তস্য রিপবো নাশং প্রয়াস্তি ধ্রুবং,
ভুংক্তে যন্ত নিরামিষং সহি ভবেজ্জন্মান্তরে পণ্ডিতঃ ॥” ইতি ।

জন্মতিথিতে জীসঙ্গ পরিত্যাগ করিলে অভিলষিত জী লাভ হয় । জলে মৎস্য ছাড়িলে ও ব্রাহ্মণকে দান করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয় । এবং যিনি, শত্রু (অর্থাৎ ছাতু) ভক্ষণ করেন, তাহার শত্রুগণ সমূলে নাশ প্রাপ্ত হয় । আর জন্মতিথিতে নিরামিষ ভোজন করিলে জন্মান্তরে পণ্ডিত হয় ।

যাহার জন্মতিথিতে জন্মনক্ষত্র প্রাপ্ত হয়, তাহার সেবৎসর, বহুবিধ সুখ, সম্মান ও নিরোগিতা হয় ।

প্রমাণ যথা,—

“জন্মক্ষয়ুক্তা যদি জন্মমাসে যস্য ধ্রুবং জন্মতিথি ভবেচ্চ ।
ভবন্তি তদ্বৎসরমেব যাবন্মৈরুজ্যসন্মান স্থানানি তস্য ॥”
ইতি ।

কিন্তু জন্ম নক্ষত্র প্রাপ্ত না হইয়া, যদি শনি, কিম্বা মঙ্গলবারে জন্মতিথি হয়, তাহা হইলে, সেবৎসর পদে পদে নানা বিধ বিষ ঘটবে ।

প্রমাণ যথা,—

“কৃতান্তকুজয়ো বারে যস্য জন্মদিনং ভবেৎ ।
অনুক্ষযোগসংপ্রাপ্তৌ বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥” ইতি ।

অতএব উহাব শাস্তি নিমিত্ত এই সকল কার্য্য করিবে ।

যথা,—

“তস্য সর্কৌষধিস্নানং গ্রহবিপ্রস্মরার্চনং ।
গ্রহানুদ্দিশ্য হোমো বা গ্রহাণাং প্রীতিমিচ্ছতা ॥
সৌরারয়ো দ্বিনে মুক্তা দেয়ানৃক্ষে তু ক্লান্ধনং ॥ ইতি ।

তিথিকৃত্য ।

সর্কৌষধিযুক্ত জলেস্নান, ও গ্রহ বিপ্র দেবতার পূজা, এবং গ্রহগণের
প্রীতিজন্য, তাঁহাদিগের হোম কর্তব্য । এবং শনি, কিম্বা মঙ্গলবারে মুক্তা
প্রদান করিতে হয়, আর জন্ম নক্ষত্র যোগ না হইলে কাঞ্চন প্রদান করিবে ।

এক্ষণে সর্কৌষধি শব্দে যেসকল দ্রব্য বুঝায় তাহা কথিত হইতেছে ।

যথা,—

“মুরামাংসী বচাকুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্রয়ং ।

শঠীচম্পকমুস্তঞ্চ সর্কৌষধিগণঃ স্মৃতঃ ॥” ইতি ।

অথ প্রতিপৎ ।

শুক্লপক্ষে অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদে দৈবাদি কৰ্ম্ম করিবে ।

প্রমাণ যথা,—

“যুগ্মাশ্বিকৃতভূতানি ষণ্মুন্যো বস্মরক্ষুয়োঃ ।

রুদ্রেণ দ্বাদশীযুক্তা চতুর্দশ্যাথ পূর্ণিমা ॥

প্রতিপদপ্যমাবস্যা তিথ্যোযুগ্মং মহাফলং ॥

এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥” ইতি ।

অর্থাৎ

দ্বিতীয়া তৃতীয়া, চতুর্থী পঞ্চমী, ষষ্ঠী সপ্তমী, অষ্টমী নবমী, একাদশী
দ্বাদশী, চতুর্দশী পূর্ণিমা, প্রতিপৎ অমাবস্যা, এই তিথি গণের যে মেলন
সেই সেই তিথিমাতে বিহিত যে কৰ্ম্ম তাহাতে মহাফলজনক হয় ॥ ইতি ।

আর কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া যুক্তা প্রতিপদে দৈবাদি কৰ্ম্ম করিবে । কিন্তু
দ্বিতীয়া যুক্তা কৃষ্ণা প্রতিপদে উপবাস করিবেনা । অর্থাৎ পূর্ণিমাযুক্তাতে
উপবাস করিবে ।

প্রমাণ যথা,— .

“প্রতিপৎ সন্ধিতীয়া ম্যাৎ ॥” ইতি ।

দ্বিতীয়া পঞ্চমী বেধাদ্বাদশী চ ত্রয়োদশী ।

• চতুর্দশী চোপবাসে হন্যুঃ পূর্বোত্তরে তিথী ॥” ইতি ।

অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ দ্বিতীয়া যুক্তা গ্রাহ্য । কিন্তু উপবাসস্থলে দ্বিতীয়া যোগে পরিত্যজ্য হয় । কারণ, দ্বিতীয়া পঞ্চমী, দ্বাদশী, ও চতুর্দশী এই সকল তিথির যোগে, ইহাদিগের পূর্ব ও উত্তর তিথিদিগকে হত করে । অর্থাৎ সেই সেই তিথিতে উপবাস করিলে, কৰ্ম্ম জন্য শুভ অদৃষ্টের ব্যাঘাত জন্মায় ।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদে গোবর্দ্ধন পূজা হইয়া থাকে ।

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসধৃত স্বল্প পুরাণ,

যথা,—

“প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্য স্মৃতঞ্চৈব সমাচরেৎ ।

ভূষণীয়ান্তথা গাবঃ পূজ্যাশ্চ দোহবাহনাঃ ॥”

অর্থাৎ কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপৎ প্রভাতে গোবর্দ্ধন পূজা অবশ্য কর্তব্য । এবং গাভিগণেরও উত্তম বেশভূষণাদি করিয়া দিবে, দোহনাদি করিবে না ।

এবং এই কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপৎকে বীর প্রতিপৎ নামে कहিয়া থাকে, ইহাতে বলিরাজারও পূজা হয় ।

প্রমাণ । যথা—

“বীরপ্রতিপদা নাম তব ভাবী মহোৎসবঃ ।

অত্র ত্বাং নরশাদূল হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥

পুষ্পদীপপ্রদানেন পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥”

অর্থাৎ বলিরাজাকে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, হে নরশাদূল ! এই কার্ত্তিক-শুক্ল প্রতিপৎকে বীর প্রতিপৎ নামে বলিবে, এবং ইহাতে সকললোক, হৃষ্ট, পুষ্ট ও অলঙ্কৃত হইয়া, পুষ্প ও দীপাদি দ্বারা তোমার পূজা করিবে ।

কিন্তু এই বলিরাজার পূজা প্রদোষ সময়ে করিতে হয় ।
প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে, যথা,—

“লিখিত্বা শ্রীবলিং পট্টে বিদ্যাবল্যাস্বিতং মুদা ।
প্রদোষে তৎপ্রতিপদো ভগবদ্ভক্তমর্চয়েৎ ॥”

ভগবদ্ভক্ত বলিরাজাকে, বিদ্যাবলির সহিত লিখিয়া, প্রদোষ সময়ে
পূজা করিবে ।

এবং ঐ প্রতিমূর্তি পঞ্চবর্ণ বর্ণক* দ্বারা লিখিতে হইবে ।
যথা,—

“বলিমালিখ্য দৈত্যেন্দ্রং বর্ণকৈঃ পঞ্চরঙ্গকৈঃ ॥” ইতি ।

এবং এই কার্তিক শুক্ল প্রতিপদে, দ্যুত ক্রীড়ায় জয় হইলে, সম্বৎসর সর্বত্র
জয়লাভ হয় ।

প্রমাণ । যথা,—

“তস্মিন্ দ্যুতে জয়ো যস্য তস্য সম্বৎসরঃ শুভঃ ।
পরাজয়ো বিরুদ্ধস্ত লঙ্কনাশকরো ভবেৎ ॥” ইতি ।

এই প্রতিপদে দ্যুত ক্রীড়ায়, যাহার জয় হইবে, তাহার সম্বৎসর সর্বত্র
শুভ । এবং পরাজয় হইলে, সমস্ত বৎসর অশুভ ও লঙ্ক বস্তুরও নাশ হয় ।

কার্তিকী পূর্ণিমার পর যে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ প্রতিপৎ, তাহাতে
রোহিণী নক্ষত্র যোগে গঙ্গান্নান করিলে বহুশত স্বর্গ্যগ্রহণ জন্য গঙ্গান্নানের
যে ফল, তাহার সমান ফললাভ হয় ।

প্রমাণ । যথা,—

“রোহিণ্যাং প্রতিপদ্যুক্তা মার্গে মাসি সিতেতরা ।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা ॥” ইতি ।

* শুঁড়ি ইতি ভাষা ।

অথ দ্বিতীয়া ।

কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া যদি প্রতিপৎযুক্ত হয় তবে তাহাই দৈবাদি কৰ্ম্মে গ্রাহ্য ।

প্রমাণ । যথা,—

“প্রতিপৎ সদ্ধিতীয়া স্যাৎ দ্বিতীয়া প্রতিপদযুক্তা ॥” ইতি ।

আর শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তৃতীয়াযুক্তা গ্রাহ্য ।

প্রমাণ । যথা,—

“যুগ্মাগ্নি” ইত্যাদি ।

কিস্ত উপবাসস্থলে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া পূৰ্ব্বযুক্তা (অর্থাৎ প্রতিপৎযুক্তা) গ্রাহ্যা, আর শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া, পরযুক্তা (অর্থাৎ তৃতীয়া যুক্তা) গ্রাহ্যা ।

প্রমাণ । যথা,—

“দ্বিতীয়ৈকাদশী যষ্ঠী তথা চৈবাক্টমী তিথিঃ
বেধাদধস্তান্নন্যস্তা উপবাসে তিথীস্থিমাঃ ॥”

“একাদশ্যাক্টমী যষ্ঠী দ্বিতীয়া চ চতুর্দশী ।

ত্রয়োদশ্যপ্যমাবস্যা উপোষ্যাঃস্ত্যঃ পরান্বিতাঃ ॥” ইতি ।

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার নাম রথ দ্বিতীয়া, ইহা পুষ্যানক্ষত্র যোগে অত্যন্ত প্রশস্তা হয়, বিনা নক্ষত্রযোগে ও ইহাতে ভগবানের রথযাত্রা হইয়া থাকে ।

প্রমাণ । যথা,—

“আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুক্তা ।

তস্যাত্ রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ ॥

যাত্রোৎসবং শ্রবৃত্ত্যর্থং প্রীনয়েচ্ছ দ্বিজান্ বহুন ।

“ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম ॥” ইতি ।

এবং কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার নাম যমদ্বিতীয়া । ইহাতে যমের পূজা কর্তব্য, এবং যমুনায় স্নান করিলে বিশেষ ফললাভ হয় ।

প্রমাণ । শ্রীহরিভক্তি বিলাসে যথা,—

“উর্জে শুক্লদ্বিতীয়ায়াং মধ্যাহ্নে যমমর্চয়েৎ ।

স্নানংকৃত্বা ভানুজায়াং* যমলোকং ন পশ্যতি ॥” ইতি ।

এই দ্বিতীয়াকে ভাতৃদ্বিতীয়া নামেও कहিয়া থাকে । ইহাতে ভাতৃ-পূজন কর্তব্য, যে স্ত্রীলোক এই দিন ভাতৃপূজা না করেন, তাহার সপ্তজন্ম ভাতৃ-বিনাশ হয় ।

প্রমাণ । লিঙ্গ পুরাণে যথা,—

“কার্তিকে তু দ্বিতীয়ায়াং শুক্লায়াং ভাতৃপূজনং ।

যা ন কুর্য্যাৎ বিনশ্যন্তি ভাতরঃ সপ্তজন্মনি ॥” ইতি ।

এবং ভাতারও এই দিন ভগিনী-হস্তে ভোজন করা কর্তব্য, কারণ নিজ-গৃহে ভোজন নিষিদ্ধ । আর ভগিনীকেও বস্ত্র অলঙ্কারাদি প্রদান করিতে হয় ।

প্রমাণ । মহাভারতে যথা,—

“কার্তিকে শুক্লপক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠির ।

যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহে স্বয়ং ॥

তস্মান্নিজগৃহে পার্থ । নভোক্তব্যংতোবুধৈঃ ।

যত্নেন ভগিনীহস্তাদ্ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনং ॥

দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিশেষতঃ ॥” ইতি ।

এবং ভাতা ও ভগিনী উভয়েই যম ও যমুনা পূজানন্তর এই মন্ত্র পাঠপূর্বক
নমস্কার করিবে।

যমের প্রণাম মন্ত্র, যথা,—

“ধর্মরাজ ! নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ ।

পাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্কিং সূর্য্যপুত্র নমোহস্ত তে ॥

যমুনার প্রণাম মন্ত্র, যথা,—

“যমস্বসর্নমস্তেহস্ত যমুনে লোকপূজিতে ! ।

বরদা ভব মে নীত্যং সূর্য্যপুত্রি ! নমোহস্ত তে ॥ ইতি ।

আর ভাতাকে অন্নদান করিয়া, ভগিনী এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

“ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষু ভুক্তমিদং শুভং ।

প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ ॥

যদি জ্যেষ্ঠা ভগিনী হয়, তবে প্রথম চরণটি এইরূপ পড়িবে,

“ভ্রাত স্তবগ্রজাতাহং ইত্যাদি ।

এই ভোজনের কাল, দিবসকে আট ভাগ করিয়া তাহার পঞ্চম ভাগ,
ইহাই মুখ্য কাল, তদভাবে সামান্য কালও গ্রাহ্য ।

প্রমাণ । দক্ষ যথা,—

“পঞ্চমে চ তথাভাগে সন্নিভাগো * যথার্থতঃ ।

পিতৃদেব মনুষ্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে ॥

সন্নিভাগং ততঃ কৃদ্ধা গৃহস্থঃ শেষভুগ্ভবেৎ ॥” ইতি ।

* সন্নিভাগঃ—বিভজ্যানপ্রতিপাদনং

আর এই ষ্মদ্বিতীয়াতে যাত্রা নিষিদ্ধ । কারণ উহাতে যাত্রা করিলে মৃত্যু হয় ।

প্রমাণ । জ্যোতিষে যথা,—

‘যমদ্বিতীয়ায়াং যাত্রায়াং মরণং ভবেৎ ।’ ইতি

এবং এই সকল দ্বিতীয়াতে অধ্যয়ন করিতে নাই, অর্থাৎ প্রেতপক্ষ গত হইলে, যে শুক্লাদ্বিতীয়া, ও কোজাগর পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, আর, চৈত্র পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, এবং দ্বাদশী পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, এই সকল দ্বিতীয়াতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ।

প্রমাণ । রাজমার্তণ্ডে যথা,—

“প্ৰেকোচৈচা দ্বিতীয়াস্তাঃ প্রেতপক্ষে গতে তু যা ।

যাতু কোজাগরে যাতে চৈত্র্যাবল্যাঃ পরেপি চ

চাতুর্মাশ্যে সমাপ্তে চ দ্বিতীয়া যা ভবেৎ তিথিঃ ॥

পরাস্থেতাস্থনধ্যায়ঃ পুরাণৈঃ পরিকীর্তিতঃ ॥” ইতি ।

অথ তৃতীয়া ।

রস্ত্রাত্রত ব্যতিরিক্ত দৈবাদি কর্মে, চতুর্থীযুক্তা তৃতীয়া সর্বত্র গ্রাহ্য ।

• প্রমাণ । ব্রহ্মবৈবর্তে যথা,—

“রস্ত্রাখ্যাং বর্জয়িত্বা তু তৃতীয়াং মুনিসত্তম ।

অন্যেষু সর্বকারণ্যেষু গণযুক্তা * প্রশস্ততে ॥” ইতি ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু তৃতীয়াতে রস্ত্রাত্রত বিহিত আছে ।

* গণযুক্তা অর্থাৎ চতুর্থীযুক্তা, গণশব্দে গণপতি, তাঁহার তিথি চতুর্থী, তদযুক্তা ।

প্রমাণ । ভবিষ্যোক্তরে যথা,—

“ভদ্রে । কুরু প্রযত্নেন রস্তাখ্যং ব্রতমুক্তমং ।

জ্যৈষ্ঠশুক্রতৃতীয়ায়াং স্নাতা নিয়মতৎপর৷” ইতি ।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ার নাম অক্ষয়তৃতীয়া, উহাতে যদি কৃত্তিকা, কিম্বা রোহিণীনক্ষত্র যোগ হয়, তবে অত্যন্ত প্রশস্ত হয় । এবং এই অক্ষয়তৃতীয়াতেই সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব ইহাকে কৃতযুগাদ্যাও কহে । এবং ইহাতে স্নানদানাদি কর্তব্য ।

প্রমাণ । স্মৃতি যথা,—

“বৈশাখে মাসি রাজেন্দ্র ! শুক্লপক্ষে তৃতীয়িকা ।

অক্ষয়া সা তিথিঃপ্রোক্তা কৃত্তিকারোহিনীযুতা ॥”

তস্যাং দানাদিকং পুণ্য মক্ষয়ং সমুদাহৃতং ॥” ইতি ।

এবং ব্রহ্ম পুরাণ যথা,—

“বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং জনার্দনঃ ।

যবানুৎপাদয়ামাস যুগধারকবান্ কৃতং ॥” ইতি ।

এবং হরিভক্তি বিলাসদ্বত পাদ্মে যথা,—

“যেহর্চয়ন্তি যবৈর্বিষ্ণুং শ্রাদ্ধং কুর্বন্তি যত্নতঃ ।

তস্যাং দদতি দানানি ধন্যাস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ ॥” ইতি ।

এবং ইহাতে জলপূর্ণ কলসদানে পরম ফললাভ হয় ।

প্রমাণ । ভবিষ্যে, যথা,—

“যা শুক্লা কুরুশার্দূল ! বৈশাখে মাসি বৈ তিথিঃ ।

তৃতীয়া সাক্ষয়া লোকে গার্ব্বাণৈরভিবন্দিতা ।

যোহস্যাং দদতি করকান্ বারিবাজ*সমম্বিতান্ ॥

স যাতি পুরুষো বীর ! লোকান্ বৈ হেমমালিনঃ ॥”
ইতি ।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়ার নাম অক্ষয়াতৃতীয়া, এই তৃতীয়াকে দেবতারাও সম্মান করিয়া থাকেন । ইহাতে যে ব্যক্তি, অন্ন ও জলপূর্ণকুম্ভ দান করে, হে বীর ! সে ব্যক্তি, দেহান্তে স্বর্গলোকে গমন করে ।

এবং এই অক্ষয়াতৃতীয়াতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গাত্রে চন্দনাди লেপন করিয়া দর্শন করিলে তাঁহার লোক প্রাপ্তি হয় ।

প্রমাণ । ব্রহ্ম পুরাণ, যথা,—

“যঃপশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনরুষিতং * ।

বৈশাখস্য সিতেপক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরং ॥” ইতি ।

এবং চৈত্র, ও ভাদ্রমাসের শুক্লাতৃতীয়া মন্বন্তরা ।

অথ চ

দৈবাদি কশ্মে পঞ্চমীযুক্তা চতুর্থী গ্রহণ করিবে

প্রমাণ । যথা—

“যুগ্মাশ্লিষ্ট ভূতানি”—ইত্যাদি যুগ্মাদয় বচন ।

এবং অগ্নিপুৰাণ যথা,—

“একাদশ্যক্টমী যষ্ঠী অমাবাস্যা চতুর্থিকা ।

উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তাঃ পরাঃপূৰ্বেণ সংযুক্তাঃ ॥” ইতি ।

একাদশী, অষ্টমী, ও ষষ্ঠী, এবং চতুর্থী, এই কয়েকটা তিথি, উপবাসস্থলে, ইহাদিগের পর পর তিথিযুক্ত গ্রাহ্য, এতদ্ভিন্ন তিথি সকল, পূর্ব পূর্ব তিথি সংযোগে গ্রাহ্য। .

কিন্তু গণেশব্রত বিষয়ে, কেবল তৃতীয়াযুক্তা চতুর্থী গ্রহণ করিবে।

প্রমাণ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, যথা,—

“চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা তৃতীয়া চ চতুর্থিকা।

তৃতীয়য়া যুতা নৈব পঞ্চম্যা কারয়েৎ কচিৎ ॥” ইতি।

আর মঙ্গলবারে শুক্রাচতুর্থী হইলে, অক্ষয়া হয়।

প্রমাণ। ভবিষ্যে যথা,—

“অমা বৈ সোমবারেণ রবিবারেণ সপ্তমী।

চতুর্থী ভৌমবারেণ অক্ষয়াদপি চাক্ষয়া ॥” ইতি।

মঙ্গলবারে চতুর্থী, রবিবারে সপ্তমী, এবং সোমবারে অমাবস্যা হইলে অক্ষয়রূপে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ ইহাতে স্নানদানাদি করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়।

আর চতুর্থী, ও অপর কয়েকটা তিথি, অর্থাৎ সপ্তমী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, এই সকল তিথির প্রদোষ সময়ে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ।

প্রমাণ। স্মৃতি যথা,—

“ত্রয়োদশ্যাশ্চতুর্থ্যাশ্চ সপ্তম্যা দ্বাদশীতিথেঃ।

প্রদোষেহধ্যয়নং ধীমান্ ন কুর্বীত যথাক্রমং ॥” ইতি।

ভাদ্রমাসের, শুক্লা, ও কৃষ্ণা, উভয় চতুর্থীতেই চন্দ্র দর্শন করিতে নাই।

প্রমাণ যথা,—

“পঞ্চাননগতে ভানৌ পক্ষয়োরুভয়োরপি।

চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রে নেক্ষিতব্যঃ কদাচন ॥” ইতি।

যদি দৈবাৎ অনবধানবশতঃ, কেহ চন্দ্র দর্শন করে, তবে ধাত্রেয়িকাবাক্য পাঠপূর্বক জলপান করিবে।

প্রমাণ। ব্রহ্ম পুরাণ, যথা,—

“অতশ্চতুর্থ্যাং চন্দ্রস্ত প্রমাদাদবীক্ষ্য মানবঃ।

পঠেদ্ধাত্রেয়িকাবাক্যং প্রাঙ্‌মুখো বাপ্যদঙ্‌মুখঃ ॥”

ইতি।

ধাত্রেয়িকাবাক্য, যথা,—বিষ্ণু পুরাণে।

“সিংহঃ প্রসেনগবদীং সিংহো জাম্ববতা হতঃ।

হুকুমারক। মা রোদীস্তব হোষ স্যামন্তকঃ ॥” ইতি।

এবং মাঘনাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীর নাম বরদা চতুর্থী, ইহাতে গৌরী-পূজা কর্তব্য।

ইহার প্রমাণ স্থানান্তরে বক্তব্য হইবে।

অথ পঞ্চমী।

দৈবাদি কশ্মে চতুর্থীবৃক্তা পঞ্চমীই গ্রহণ করিবে।

প্রমাণ

“যুগ্মাগ্নি—ইত্যাদি যুগ্ম বচন।

এবং ব্রহ্ম পুরাণে যথা,—

“পঞ্চমী চ প্রকর্তব্য চতুর্থীসহিতা বিভো ॥” ইতি।

আষাঢ়মাসের, হরিশয়নের পর যে কৃষ্ণাপঞ্চমী, তাহাকে নাগ পঞ্চমী কহে। এই পঞ্চমীতে মনসাদেবীর পূজা করিতে হয়।

প্রমাণ। দেবী-পুরাণে, যথা,—

“সুপ্তে জনার্দনে কৃষে পঞ্চম্যাং ভবনাস্কনে ।

পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহীবিটপঃ সৎস্থিতাং

হরিশয়নের পর পঞ্চমীতিথিতে অঙ্গনে (অর্থাৎ উঠানে) মনসাবৃক্ষেতে মনসাদেবীর পূজা করিবে ।

এবং মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমীকে ত্রীপঞ্চমী কহে । আর ইহার পূর্বদিবসের চতুর্থীকে বরদা চতুর্থী কহে, ইহাতে গৌরী পূজা করিতে হয় । উহার ও ত্রীপঞ্চমীর প্রমাণ এক ত্রীপঞ্চমী প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে ।
যথা,—ভবিষ্যোত্তরে ।

“চতুর্থী বরদা নাম তস্যাং গৌরী সুপূজিতা ।

সৌভাগ্যমতুলং কুর্যাৎ পঞ্চম্যাং ত্রীরপি শ্রিয়ং ॥”

ইতি ।

এই ত্রীপঞ্চমী দিবস, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মন্ত্রাদার ও লেখনীর পূজা করিতে হয় । লিখিতে নাই এবং পূর্বাচ্ছই উৎসব কর্তব্য ।

প্রমাণ । সৎসরপ্রদীপে, যথা,—

‘পঞ্চম্যাং পূজয়েন্লক্ষ্মীং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ ।

মন্ত্রাধারং লেখনীক পূজয়েন্ লিখেং ততঃ ॥”

‘মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী বা শ্রিয়ঃ প্রিয়া ।

তস্যাঃপূর্বাচ্ছ এবাহ কার্য্যঃ সারস্বতোৎসবঃ ॥”

ইতি ।

এবং এই মাঘ শুক্লাপঞ্চমীতে, অভিনব পল্লব, পুষ্প, ও অমুলেপাদি দ্বারা, ভগবানের মহাপূজাপূর্বক, উৎসবাদি করিতে হয় ।

প্রমাণ । যথা,—হরিভক্তি-বিনাসে,

“নাঘস্য শুক্লপঙ্কম্যাং মহাপূজাং সমাচরেৎ ।

নবৈঃ প্রবালৈঃ কুসুমৈ রত্নলৈর্পৈর্বিশেষতঃ ॥

• নীরাজনোৎসবং কৃত্বা ভক্ত্যা সংমান্য বৈষ্ণবান্ ।

বসন্তরাগং জনয়ন্ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ ॥” ইতি

অথ যষ্ঠী

সপ্তমী সংযুক্তা যষ্ঠীই গ্রহণ করিতে হইবে ।

প্রমাণ । যুগ্মবাক্য ।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাযষ্ঠীর নাম অরণ্য যষ্ঠী । ইহাতে জীলোকেরা হস্তে পাকা দইয়া, বনেতে যষ্ঠী পূজা করিবে ।

প্রমাণ । রাজমার্ভণ্ডে, যথা,—

“জৈষ্ঠ্যে মাসি মিতে পক্ষে যষ্ঠী চারণ্যসংজিতা ।

ব্যজনৈককরাস্তম্যা মটন্তি বিপিনে স্ত্রিয়ঃ ॥

তাং বিদ্যাবাসিনীং স্কন্দ যষ্ঠীমারাধয়ন্তি চ ॥” ইতি ।

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় যষ্ঠীকে অক্ষয়া বলে । প্রমাণ স্থানান্তরে বক্তব্য ।

• আশ্বিনমাসের শুক্লাযষ্ঠীতে সায়াংকালে হুর্গাদেবীর বোধন করিতে হয় ।

প্রমাণ । যথা,—

“যষ্ঠ্যাং বিদ্বতরোর্বোধং সায়াংসম্ভ্যাহু কারয়েৎ ।”

ইতি ।

অগ্রহায়ণমাসের শুক্লাযষ্ঠীর নাম গৃহযষ্ঠী ।

প্রমাণ । ভবিষ্যে, যথা,—

ব্যবস্থাসার সংগ্রহে

“যেয়ং মার্গশিরে মাসি ষষ্ঠী ভরতসত্তম

পুণ্য পাপহরা ধন্যা শিবা শান্তা

ইতি ।

এবং চৈত্রমাসের শুক্লাষষ্ঠী স্কন্দষষ্ঠী নামে খ্যাতা । ইহাতে কার্তিকেয়-
পূজা করিতে হয় ।

প্রমাণ । দেবীপুরাণে, যথা,—

“ষষ্ঠ্যাং স্কন্দস্য কর্তব্য পূজা সর্বোপচারিকা ।”

ইতি ।

কিন্তু এই স্কন্দষষ্ঠী, পঞ্চমীযুক্তা গ্রাহ্য ।

প্রমাণ । ব্রহ্ম বৈবর্তে, যথা,—

“কৃষ্ণাষ্টমী স্কন্দষষ্ঠী শিবরাত্রি চতুর্দশী ।

এতাঃ পূর্বযুতাঃ কার্য্যান্তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ ॥”

ইতি ।

অথ সপ্তমী ।

ষষ্ঠীযুক্তা সপ্তমী গ্রাহ্য । প্রমাণ । যুগ্মবাক্য ।

এবং পৈঠীনদী বচন । যথা,—

“পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী ।

প্রতিপন্নবমী চৈব কর্তব্য সাম্মুখীঃ তিথিঃ ॥ ইতি ।

অতএব পরদিন সপ্তমী যদি ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী না হয়, তাহা হইলে
পূর্বদিনে ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতে উপবাসাদি কর্তব্য ।

* সাম্মুখ্যযুক্তং স্বান্দে, “সাম্মুখ্যং নাম সায়াক্ষব্যাপিনী দৃশ্যতে যদা ।”
অর্থাৎ যে দিন সায়াক্ষব্যাপিনী দৃষ্ট হইবে সেই দিনই গ্রাহ্য ।

প্রমাণ । যথা,—

“ত্রিসঙ্খ্যাব্যাপিনী যাতু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ ।
ন তত্র যুগ্মাদরণ মন্যত্র হরিবাসরাৎ ॥” ইতি ।

এবং স্কন্দ পুরাণে, যথা,—

“ষষ্ঠ্যা যুতা সপ্তমী চ কর্তব্য সর্বদা তিথিঃ ।
ষষ্ঠী চ সপ্তমী যত্র তত্র সম্মিহিতো হরিঃ ॥” ইতি ।

রবিবারে শুক্লা সপ্তমী হইলে বিজয়া, ও অক্ষয়া হয় । যথা,—

“শুরুপক্ষস্য সপ্তম্যাং সূর্য্যবারো যদা ভবেৎ ।
সপ্তমী বিজয়ানাম তত্র দত্তং মহাকলং ॥” ইতি ।

বৈশাখমাসের শুক্লা সপ্তমীকে জহ্নুসপ্তমী কহে । ইহাতে গঙ্গান্নান ও গঙ্গার পূজা কর্তব্য ।

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে, পদ্ম পুরাণ যথা,—

“বৈশাখশুরুসপ্তম্যাং জাহ্নবী জহ্নুনা পুরা ।
ক্রোধাৎ পীতা পুনস্ত্যক্তা কর্ণরক্তাৎতু দক্ষিণাৎ ॥
তস্যাং সমর্চয়েদেবীং গঙ্গাংভুবনমেখলাং ।
স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন স ধন্যঃ স্মৃকৃতী নরঃ ॥” ইতি ।

ভাদ্রমাসের শুক্লাসপ্তমীকে ললিতাসপ্তমী কহে ।

প্রমাণ । ভবিষ্য পুরাণে, যথা,—

“ভাদ্রে মাসি দিতে পক্ষে সপ্তম্যাং নিয়মেন যা * ।

* সপ্তম্যাং ললিতালয়ে । এই পাঠও কোথায় কোথায় থাকে ।

স্নাত্ত্বা শিবং লেখয়িত্বা গণ্ডলে চ সহাস্বিকং ।

পূজয়েচ্চ সদা তস্যা দুস্ত্রাপং নৈব বিদ্যতে ॥” ইতি ।

এরং আশ্বিনমাসের উদয়গামিনী যে শুক্রাসপ্তমী, তাহাতে, কন্যা কিস্বা তুলান্ধে পত্নী প্রবেশ করাইতে হয় ।

প্রমাণ ।

“তস্মাৎ সূর্যোদয়স্তাং নরপতিশুভদাং সপ্তমীং প্রাপ্য দেবী
ভূপালো বেষায়েৎ স্তাং সকলজনহিতাং রাক্ষসক্লং বিহায়

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্রা সপ্তমীকে মিত্র সপ্তমী বলে ।

এবং মাঘ মাসের শুক্রা সপ্তমীর নাম অরুণোদয় সপ্তমী, মাকরী সপ্তমীও বলে ।

প্রমাণ । ভবিষ্যে, যথা,

“সূর্যাগ্রহণতুল্যা হি শুক্রা মাঘস্য সপ্তমী ।

অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং স্নানং মহাফলং ॥” ইতি ।

অর্থাৎ এই মাঘ শুক্রাসপ্তমীতে অরুণোদয় কালে স্নান করিলে, বহু শত সূর্যাগ্রহণ কালে, গঙ্গা স্নানে যে ফল, সেই ফল লাভ হয় । অরুণোদয় কালের বিশেষ এই যে, যদি সপ্তমী উভয় দিনেই অরুণোদয় কালে, মুহূর্ত্তের অনূন হয়, তবে পূর্ক অরুণোদয় কালে স্নান কর্তব্য ।

প্রমাণ । যথা, স্মার্ত্ত,

“পূর্ণসপ্তম্যাং পূর্বাপরয়োর্বত্রারুণোদয়কালে সপ্তমী,

তত্র পূর্বদিনে তৎকালে স্নানং ॥” ইতি ।

অর্থাৎ অরুণোদয় লক্ষণে, পূর্ক অরুণোদয় কালই, পূর্ণ তিথি সম্বন্ধি-
কর্তব্যকর্মের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে ।

অরুণোদয় লক্ষণ । কালমাধবীয় ধৃত ব্রহ্ম বৈবৰ্ত্তে, যথা,

“চতস্রো ঘটিকা প্রাত ররুণোদয় উচ্যতে ।

যতীনাং স্নানকালোহয়ং গঙ্গাস্তঃসদৃশঃ স্মৃতঃ ॥

• ত্রিয়ামাং রজনীং প্রাহস্ত্যক্তাদ্যাস্তচতুষ্টয়ং ।

নাড়ীনাং তছুভে স্ক্যো দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে ॥” ইতি ।

এবং এই মাকরী সপ্তমীতে আরোগ্য ব্রত হইয়া থাকে ।

প্রমাণ । বরাহ পুরাণে, যথা,

“অথাপরং মহারাজ ! ব্রতমারোগ্য সংজ্ঞিতং ।

কথয়ামি পরং পুণ্যং সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনং ॥

তসৌব মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং সমুপোষিতঃ ।

পূজয়েদ্ভাস্করং দেবং বিষ্ণুরূপং সনাতনং ॥” ইতি ।

এবং এই সপ্তমীকে, রথাখ্যাও কহে, ইহাতে ও অপর কএকটা তিথিতে
অধ্যাপনা নিষেধ ।

প্রমাণ । নারসিংহে, যথা,

“মহানবম্যাং দ্বাদশ্যাং* ভরণ্যামপিচৈবহি † ।

তথাক্ষয়তৃতীয়ায়াং শিষ্যামাধ্যাপয়েদ্বিধঃ ॥

মাঘমাসে তু সপ্তম্যাং রথাখ্যায়াঞ্চ বর্জয়েৎ ॥” ইতি ।

এই সপ্তমী, ও অন্য কএকটা তিথিকে মন্বন্তরা মধ্যে গণ্য করিয়াছেন ।

ভবিষ্য ও মৎস্য পুরাণে, যথা,

* দ্বাদশ্যাং—শয়নোথান দ্বাদশ্যাং । আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী শয়নদ্বাদশী
এবং কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী উথানদ্বাদশী ।
† ভরণ্যাং—শক্রধ্বজপাতভরণ্যাং । অর্থাৎ শক্রোথানে ।

“অশ্বযুক্তশুল্কনবমী* ছাদশী কার্তিকী তথা ।
 তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ ॥
 ফাল্গুনস্যাপ্যমাবস্য। পৌষন্যৈকাদশী তথা ।
 আষাঢ়স্যাপি দশমী তথা মাঘস্য সপ্তমী ॥
 শ্রাবণস্যাক্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়স্য পূর্ণিমা ।
 কার্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী সিতাং ॥
 মন্বন্তরাদয়স্ত্বেতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ ॥ ইতি ।

ইহাদিগের মধ্যে কেবল, অমাবস্যা, ও অষ্টমী ছুইট কৃষ্ণা, তন্নিম্ন সকল
 গুলিই শুক্লপক্ষীয় জানিবে ।

অথ অষ্টমী ।

শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী নবমীযুক্ত গ্রাহ ।
 প্রমাণ । “যুগ্মাশ্বি” ইত্যাদি যুগ্মবাক্য ।
 আর কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী সপ্তমীযুক্ত গ্রাহ ।
 প্রমাণ । নিগমে, যথা,

“কৃষ্ণপক্ষেহষ্টমী চৈব কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী ।
 পূর্ববিবিক্লেব কর্তব্য। পরবিদ্ধা ন কুত্রচিৎ ।
 উপবাসাদিকার্যেষু এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥” ইতি ।

কৃষ্ণ ও শুক্ল, উভয় পক্ষের অষ্টমী, বিশেষ বিশেষ বারযুক্ত হইলে অতি
 প্রশস্ত হয় ।

প্রমাণ । জ্যোতিষে, যথা,

* অশ্বযুক্তশুল্কনবমী—আশ্বিন শুল্কনবমী ।

† অর্থাৎ কার্তিক মাসের, ফাল্গুন মাসের, চৈত্র মাসের, এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের
 এই চারিটি পূর্ণিমা ।

“শনৈশ্চরস্য বারেণ বারেণাক্ষারকস্য চ ।
 কৃষ্ণাষ্টমী চতুর্দশ্যো পুণ্যাং পুণ্যতরে স্মৃতে ॥”
 তথা, “সোমবারেহপ্যমাবস্যা আদিত্যাহে তু সপ্তমী ।
 চতুর্থাক্ষারবারে তু অষ্টমী চ বৃহস্পত্যে ॥
 অত্র যৎ ক্রিয়তে পাপমথকা ধর্মসঞ্চয়ঃ ।
 যষ্ঠীজন্মসহস্রানি প্রতিজন্ম তদক্ষয়ং ॥” ইতি ।

সৌর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর নাম কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ।
 যথা, ব্রহ্মপুরাণে,

“অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে ।
 অষ্টাবিংশতিমে* জাতঃ কৃষ্ণোহসৌ দেবকীসুতঃ ॥”
 ইতি ।

বিষ্ণুপুরাণে, যথা,

“প্রার্বট্ কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহানিশি ।
 উৎপৎস্যামি নবম্যাক্ষ প্রসূতিং ত্ব মবাপ্স্যসি ॥” ইতি ।

ইহার ব্যবস্থা,

অর্দ্ধরাত্রি, যদি অষ্টমী ও রোহিণীর যোগ হয়, তবে তাহাকে জয়ন্তী কহে,
 এবং ইহাই ব্রতের মুখ্য কাল ।

প্রমাণ । যথা, বশিষ্ঠ,

“অষ্টমী রোহিণীযুক্তা নিশার্দ্ধে দৃশ্যতে যদি ।
 মুখ্যঃ কালঃ স বিভেদয়স্তত্র জাতো হরিঃ স্বয়ং ॥” ইতি ।

* অষ্টাবিংশতিমে, সাবর্ণিক মন্বন্তর প্রথম যুগাপেক্ষায় ইতি শেষঃ ।

এবং বরাহসংহিতা, যথা,

‘সিংহার্কে রোহিণীযুক্তা নরাঃ কৃষ্ণাষ্টমী যদি ।

রাত্র্যর্দ্ধ পূর্ব্বাপরগা জয়ন্তী কলয়াপি চ ॥’ ইতি ।

এই জয়ন্তী যোগ যদি উভয় দিনে হয়, তবে পর দিনে ব্রত হইবে ।
প্রমাণ । যথা, বোধায়ন,

‘যো যস্য বিহিতঃ কালঃ কৰ্ম্মণস্তদুপক্রমে ।

তিথি র্যভিমতা সা তু কার্য্যা নোপক্রমোজ্জ্বিতা ॥’ ইতি ।

এবং যদি জয়ন্তীর অলাভ হয়, তবে কেবল রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত
কর্তব্য

প্রমাণ । যথা, স্মৃতি,

“প্রাজাপত্যর্কসংযুক্তা কৃষ্ণা নভসি চাষ্টমী ।

মুহূর্ত্ত মপি লভ্যেত সৈবোপোষ্যা মহাফলা ॥” ইতি ।

উভয় দিনেই যদি রোহিণীর অলাভ হয়, তথাপি পর দিনে ব্রত হইবে ।
প্রমাণ ।

“বিনা ঋক্ষং তু কর্তব্য্য নবমীসংযুতাষ্টমী ॥” ইতি ।

এবং যখন বর্জী-দণ্ডাশ্রিকা অষ্টমী রোহিণী-রহিতা হইবে, ও পর দিনে
তিথিমলে ও রোহিণীর যোগ ঘটবে, তখনও পরদিনে ব্রত করিবে ।

প্রমাণ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

এই ব্রতে রোহিণীনক্ষত্র যোগ যদি মুহূর্ত্ত কালেরও ন্যূন হয় তথাপি
তাহারও গ্রাহ্যতা হইবে ।

প্রমাণ । যথা, স্বাম্বে,

“রোহিণী সহিতা কৃষ্ণা মাসে চ প্রাবণেচ্চমী ।

অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোদ্ধিং কলয়াপি যদা ভবেৎ ॥” ইতি ।

আর প্রাতঃকালে কিষ্কিন্ধ্যাত্র অষ্টমী থাকিয়া, পশ্চাৎ নবমী কয় হয়, ও
সোম, কিষ্ণা বুধবার হয় এবং পূর্নদিনে জয়ন্তী যোগ না হয়, তবে ঐ দিনে
উপবাস কর্তব্য ।

প্রমাণ । ব্রহ্মবৈবর্তে, যথা,

“উদয়ে চাক্ষমী কিষ্কিৎ নবমী সকল। যদি ।

ভবেৎ তু বুধসংযুক্তা প্রাজাপত্যর্ক সংযুতা ॥

অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা ন বা বিভো ॥” ইতি ।

রোহিণী নক্ষত্র রহিত কেবল অষ্টমী যদি পূর্নদিন নিশাতে প্রাপ্তি হয়, আর
পরদিনে, নিশাতে অপ্রাপ্তি হয়, তবে পূর্নদিন ব্রত কর্তব্য ।

প্রমাণ । নারদীয় সংহিতা, যথা,

“অর্দ্ধরাত্র যুতাক্ষম্যাং সোহশ্বমেধফলং লভেৎ ॥” ইতি ।

এবং কেবল অষ্টমীর যদি উভয় দিন নিশাতে প্রাপ্তি হয়, কিষ্ণা অপ্রাপ্তি
হয়, তাহা হইলেও পরদিন উপবাস কর্তব্য ।

প্রমাণ ।

“বিনা ঋক্ষং তু কর্তব্য। নবমীসংযুতাক্ষমী ॥” ইতি ।

ইহার সঙ্কল্পে ভাদ্রমাস উল্লেখ করিবো । প্রমাণ, যথা,

“তিথিকৃত্যেচ কৃষ্ণাদিং” ইত্যাদি ।

অথ পারণ কাল নির্ণয় ।

উপবাসের পরদিন তিথি ও নক্ষত্র যদি থাকে, তবে উভয়েরই অবসানে
পারণ করিবে ।

প্রমাণ । ভবিষ্যে, ও বিষ্ণুরহস্যে, যথা,

“অষ্টম্যা মথ রোহিণ্যাং ন কুর্যাৎ পারণং কচিৎ ॥”

“তিথিরষ্টগুণং হস্তি নক্ষত্রং চ চতুর্গুণং ।

তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্যাৎ তিথিভাস্তে চ পারণং ॥” ইতি ।

যখন মহানিশার পূর্বেই নক্ষত্র, ও তিথির অবসান হইবে, অথবা তিথি, ও নক্ষত্রের মহানিশা পর্য্যন্ত, কিম্বা তাহার অধিককাল অবধি স্থিতি হইবে ; তখন, তিথি, কিম্বা নক্ষত্র, উভয়ের মধ্যে, একের অবসান হইলেই পারণ কর্তব্য ।

প্রমাণ । নারদীয়ে, যথা,

“তিথি নক্ষত্র সংযোগে উপবাসো বদা ভবেৎ ।

পারণং তু ন কর্তব্যং* যাবন্মৈকস্যা সংক্ষয়ঃ ॥” ইতি ।

আর যদি মহানিশা পর্য্যন্ত, তিথি ও নক্ষত্র থাকে, তবে, উপবাসের পর দিন প্রাতঃকালেই উৎসবাস্তে পারণ করিবে ।

প্রমাণ ।

“তিথ্যন্তে চোৎসবাস্তে বা ত্রতী কুর্কীত পারণং ॥” ইতি ।

অথ বৈষ্ণব মতে জন্মাস্তমী ব্যবস্থা ।

এই জন্মাস্তমী যদি রোহিণ্যাদি যোগযুক্তাও হয়, কিন্তু সপ্তমী বিদ্ধা হইলে তাহাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে, কদাচ তাহাতে উপবাস করিবে না ।

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে, রত্নবৈবর্ত, ও পদ্মপুরাণ, যথা,

“বর্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসহিতাস্তমী ।

সন্ধাক্ষাপি ন কর্তব্যং সপ্তমীসংযুতাস্তমী ॥” ইতি ।

* তাবদেব ন ভোক্তব্যং ইতি পাঠান্তরং ।

‘‘বৰ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সংযুতাক্ষমী।

বিনা ঋক্ষণ কৰ্তব্য নবমী সংযুতাক্ষমী ॥’’ ইতি।

‘‘জন্মাক্ষমীং পূৰ্ববিদ্ধাং সন্ধাক্ষাং সকলামপি।

বিহায় নবমীং শুদ্ধা যুপোষ্য ত্রতমাচরেৎ ॥’’ ইতি।

অতএব হরিভক্তিবিলাসে, যথা,

‘‘রোহিণ্যাদেৰ্বিযুক্তাপি সোপোষ্য কেবলাক্ষমী।

তত্তদযোগস্ত বৈশিষ্ট্যে ত্রতলোপোহন্যথা

তবেৎ ॥ ১৭১ ॥ *

ইথং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বহুবিধাক্ষমী।

তাজ্য্য বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্বৈকাদশী

যথা ॥’’ ইতি। ১৭২। †

এই জন্মাক্ষমী ত্রতে জ্যৈষ্ঠ ও পুরুষ উভয়েরই অধিকার আছে, ও ইহা অবশ্য কৰ্তব্য।

* টীকা। যথা, ‘‘নম্বেবং রোহিণ্যর্দ্ধরাত্রাদি যোগাপেক্ষয়া কদাচিৎ বিদ্যোপবাসপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। তথা তত্তদযোগাভাবে ত্রত-লোপ-প্রসঙ্গোহপি-ভবেৎ। তচ্চায়ুক্তং অগ্রে বিদ্ধাবর্জনাৎ, তথা ত্রতস্য নিত্যত্বাচ্চ। সত্যং, তত্তদযোগাৎ ফলবিশেষার্থ এব জ্ঞেয়ঃ, নতু ত্রতে অবশ্যমপেক্ষণীয়ঃ। অত-স্তদযোগাভাবেহপি কেবলাষ্টম্যামেব ত্রতং বিধেয়মিতি লিখতি রোহিণ্যাদীতি। আদিশব্দেন, অর্দ্ধরাত্র নবম্যাং। সা ভাদ্রমাসস্য কৃষ্ণপক্ষীয়া; বিশিষ্ট নিমন্তে, ফল বিশেষার্থমেবেত্যর্থঃ। এবঞ্চ রোহিণ্যর্দ্ধরাত্রাদিযোগানামবশ্যাপেক্ষত্বা-ভাবাদ্বিদ্ধাবর্জনমপি সিদ্ধমেব। ১৭১ ॥’’

† ‘‘এতদেবাভিবাঞ্ছয়ন্ বিদ্ধাত্রতং তাজয়তি, ইথমিতি। যোগাদিতি, রোহিণ্যাদি যোগভেদেন। বহুবিধাপি জন্মাক্ষমীং শুদ্ধৈব সপ্তমী বৈধবর্জিতৈব লিখিতা। নতু রোহিণ্যাদিযোগাপেক্ষয়া বিদ্যেত্যর্থঃ। অতোবিশুদ্ধায়ামেব সত্যং, তত্তদযোগআদরণীয়ঃ, নতু বিদ্যামিতিভাবঃ। যতো বিদ্ধা সৰ্ব্বথৈব ত্যাজ্যেতি। সা জন্মাক্ষমী চ সপ্তম্যা বিদ্ধা সতী ত্যাজ্যেব। ১৭২।’’

প্রমাণ । ভবিষ্যোক্তরে, যথা,

“শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাস্তমী ত্রতং ।

ন করোতি নরো যন্ত স ভবেৎ ক্রুররাক্ষসঃ ॥

বর্ষে বর্ষে তু যা নারী কৃষ্ণজন্মাস্তমীত্রতং ।

ন করোতি মহাক্রুরা ব্যালী ভবতি কাননে ॥” ইতি ।

এবং

“বর্ষে বর্ষে ভগবতো যন্তুক্তো ধর্ম্মনন্দন ।

নরো বা যদি বা নারী যথোক্তং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥” ইতি ।

এবং এই জন্মাস্তমী ত্রতের সঙ্কল্পে ভাদ্রমাস উল্লেখ করিতে হইবে ।

প্রমাণ ।

“তিথি কৃত্যে চ কৃষ্ণাদিৎ” ইত্যাদি । ইতি ।

আর ভাদ্র মাসের শুক্লা অষ্টমীকে দূর্কাষ্টমী বলে । এই দূর্কাষ্টমী সপ্তমী-যুক্তা গ্রহণ করিবে ।

প্রমাণ । যথা, বৃহস্পতি,

“শ্রাবণী দৌর্গ নবমী দূর্কা চৈব হৃতশনী ।

পূর্ববিদ্বৈব কর্তব্য শিবরাত্রির্বলৈর্দিনং ॥” ইতি ।

আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমী মহাষ্টমী, ইহাতে উপবাস করিতে হয় । কিন্তু পুত্রবান্ ব্যক্তির সম্পূর্ণ উপবাস করিতে নাই ।

প্রমাণ ।

“প্রারুট্‌কালে বিশেষেণ আশ্বিনেহৃষ্টমীষু চ ॥” ইত্যাদি ।

দেবীপুরাণে, যথা,

“কন্যাসংস্থে রবাবীশে শুক্লাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ ।

সোপবাসো নিশাদ্ধে তু মহাবিভব-বিস্তরৈঃ ।

পূজাং সমারভেদেব্য নক্ষত্রে বারুণেহপি বা ॥” ইতি ।

এবং কালিকাপুরাণে, যথা,

“উপবাসং মহাক্ৰিয়াং পুত্রবান্ ন সমাচরেৎ ॥” ইতি ।

এবং অগ্রহায়ণ, পৌষ, ও মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের তিনটি অষ্টমীর ক্রমাগত তিনটি নাম হয় । অর্থাৎ অগ্রহায়ণে পূণাষ্টকা ; পৌষে মাংসাষ্টকা ; এবং মাঘে শাকাষ্টকা ; এই তিনটি নাম হয় । এবং এই তিন অষ্টমীতেই, ক্রমাগত, পূণ, মাংস, ও শাক দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয় ।

প্রমাণ । যথা গোভিল,

“অষ্টকায়ের্দ্ধিমাগ্রহায়ণ্যাস্তমিশ্রাষ্টমী ॥” ইতি ।

এবং ব্রহ্মপুরাণে,

“আদ্যা পূর্ণৈঃ সদা কার্য্যা মাংসৈ রন্যা ভবেত্তথা ।

শাকৈঃ কার্য্যা তৃতীয়া সাদেবৈ দ্রব্যগতো বিধিঃ ॥” ইতি ।

মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীর নাম ভীষ্মাষ্টমী, ইহাতে ভীষ্মের তর্পণ করিবে ।

প্রমাণ । ভবিষ্যোত্তরে, যথা,

“শুক্লাষ্টম্যাং তু মাঘস্য দদ্যাত্তীক্ষ্মায় যো জলং ।

সপ্তজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥” ইতি ।

চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীর নাম অশোকাষ্টমী, ইহাতে অশোক কলিকা পান করিতে হয়, ও ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানের বিধি আছে ।

প্রমাণ । স্বাক্ষে, যথা,

“মীনে মধৌ শুরূপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীং ।

পিবেশোককলিকাঃ* স্নানান্নোহিত্যবারিণি ॥† ইতি ।

* অশোক কলিকাঃ অষ্টৌ । অর্থাৎ আটটি অশোক কলিকা পান কর্তব্য ।

প্রমাণ । যথা, লিঙ্গপুরাণে,

“অশোক কলিকাশ্চাষ্টৌ যে পিবন্তি পুনর্কসৌ ।” ইতি ।

† নৌহিত্যবারিণি—ব্রহ্মপুত্রাখ্য-নদজলে ।

এবং এই তিথিতে যদি পুনর্ব্বস্তু নক্ষত্র, ও বৃষার যোগ হয়, তবে সর্ব্বত্র
স্রোতোমাত্রে স্নানেও ফলাধিক্য হয়।

প্রমাণ। যথা, বিষ্ণু,

“পুনর্ব্বস্তু বুধোপেতাং চৈত্রে মাসি সিতাক্ষমীং।

স্রোতঃস্থ বিধিবৎ স্নান্না বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥” ইতি।

পূর্ব্বোক্ত অশোক কলিকা পানের কাল, পঞ্চম যামার্কব্যাপিনী তিথিতে
হইবে।

প্রমাণ।

“পঞ্চমে চ তথাভাগে সম্বিভাগো যথার্থতঃ” ইত্যাদি।

যদি উভয় দিনে পঞ্চম যামার্ক অষ্টমীর লাভ হয়, কিম্বা অলাভ হয়, তবে
পরদিনে হইবে।

প্রমাণ।

“যুগ্মাগ্নি” ইত্যাদি যুগ্ম বচন। ইতি।

অথ নবমী।

অষ্টমী যুক্ত নবমী গ্রহণ করিবে।

প্রমাণ।

“যুগ্মাগ্নি”—যুগ্ম বচন।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী বোধন নবমী। ইহাতে আর্দ্রা নক্ষত্র-
যোগ হইলে গুণাধিক্য, তাহার অভাবেও দিবাতে দেবীর বোধন বিহিত।

প্রমাণ। লিঙ্গপুরাণে, যথা,

“কন্যায়াং কৃষ্ণপক্ষে তু পূজয়িত্বার্ত্তভে দিবা।

নবম্যাং বোধয়েদেবীং মহাবিভব বিস্তরৈঃ ॥” ইতি।

এবং দেবল,

“যোগাভাবে তিথি গ্রাহ্যা দেব্যাঃ পূজনকৰ্ম্মণি ॥” ইতি ।

ইহার বাক্য রচনার আশ্বিন মাস উল্লেখ করিতে হইবে । কারণ,

“তিথিকৃত্যে চ কৃষ্ণাদিং—ইত্যাদি প্রমাণ আছে ।

আর আশ্বিন মাসের শুক্লাবমী মহানবমী, ইহা উদয় গামিনী গ্রাহ্য ।
প্রমাণ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

এবং,

“ভগবত্যাঃ প্রবেশাদিবিসর্গাস্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ ।

রবেক্লদয়মীক্ষস্তে ন তত্র তিথিযুক্ততা ॥” ইতি ।

ইহা মন্বন্তরা, প্রমাণ, পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

এবং কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীও উদয়গামিনী গ্রহণ করিবে, এবং
ইহাও যুগাদ্যা ।

প্রমাণ । উক্ত হইয়াছে । এবং,

“যুগাদ্যা বর্ষবৃদ্ধিশ্চ”—ইত্যাদি ।

মাঘমাসের শুক্লাবমীকে মহানন্দা কহে ।

প্রমাণ । ভবিষ্য-পুরাণে, যথা,

“মাঘে মাসি তু যা শুক্লা নবমী লোক পূজিতা ।

মহানন্দেতি বিখ্যাতা সদানন্দকরী নৃণাং ॥” ইতি ।

কাস্তনের শুক্লা নবমীও অনন্তফলজনিকা ।

চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীকে শ্রীরামনবমী কহে ।

এই নবমীতে ভগবান্ শ্রীরাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ইহাতে পুনর্কল্প
নক্ষত্র যোগ হইলে অতি প্রশস্তা হয় ।

প্রমাণ। অগস্ত্য-সংহিতা, যথা,

“চৈত্রে মাসি নবম্যাং তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ ।

পুনর্ব্বস্বক্ষ-সংযোগঃ স্বল্লোহপি যদি লভ্যতে ।

চৈত্রী শুক্লনবম্যাং তু সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা ।

শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটি-সূর্য্য-গ্রহাধিকা ॥” ইতি ।

ইহার ব্যবস্থা এই, যদি শুক্লা নবমী পুনর্ব্বস্বনক্ষত্রযুক্তা হয়, তবে ঐ দিনেই ব্রত কর্তব্য। আর যদি অষ্টমী বিদ্যা হয়, এবং পারণ দিবস দশমীর লাভ হয়, তবে, নক্ষত্র যোগ থাকিলেও অষ্টমীযুক্তাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহাতে উপবাস করিবে না।

প্রমাণ।

“নবমী চাষ্টমী বিদ্যা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ ॥” ইতি ।

এবং, মাধবাচার্য্য,

“অষ্টমী বিদ্যা নবমী সনক্ষত্রাপি নোপোষ্যা ।” ইতি ।

কিন্তু পারণ দিবসে যদি পারণ যোগ্য-দশমীর অলাভ হয়, তাহা হইলে, অষ্টমীসংযুক্তা নবমীতে উপবাস করিবে।

প্রমাণ। যথা, স্মার্ত্ত,

“যদাতু পূর্ব্বদিনে অষ্টমী বিদ্যা নবমী পরত্র দশমী-
যুতা নবমী, একাদশী দিনেচ দশমী ন পারণ-
যোগ্যা, তদা নক্ষত্রযোগা—যোগেহপি অষ্টমী-
বিক্লেব গ্রাহ্যা, পরদিনে দশম্যামেব পারণ-
মিতি নিয়মাৎ ॥” ইতি ।

এই শ্রীরাম নবমী ব্রতে বৈষ্ণবদিগেরও এই মত ব্যবস্থা। অর্থাৎ পরদিন

পারণযোগ্য দশমীর অলাভ হইলে, বৈষ্ণবদিগেরও অষ্টমী বিদ্ধা নবমীতে উপবাস কর্তব্য ।

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে, যথা,

“নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরাগ্নয়ে ।

উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণং ॥” ইতি । ৯০।

“দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে ।

বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ং ॥” ইতি । ৯১। *

অথ দশমী ।

শুক্র পক্ষের দশমী একাদশীযুক্তা, ও কৃষ্ণপক্ষের দশমী নবমীযুক্তা গ্রাহ্যা । অর্থাৎ শুক্রপক্ষে, একাদশী সংযুক্ত, ও কৃষ্ণপক্ষে, নবমী সংযুক্ত, দশমীতে দৈবাদি কার্য্য করিবে ।

প্রমাণ । বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে, যথা,

“শুক্রপক্ষে তিথি গ্রাহ্যা যস্যামভ্যুদিতো রবিঃ ॥”

কৃষ্ণপক্ষে তিথি গ্রাহ্যা যস্তা মস্তমিতো রবিঃ ॥” ইতি ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীর নাম দশহরা ।

* টীকা । নহু বৈষ্ণববিদ্ধা সর্বত্র বর্জ্যেতি পূর্ব্বং নিশ্চিতং । অত্রাপি তথৈবোক্তং, নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যেতি । তত্রচ নবমী ক্ষয়ে সতি তিথি-
হ্রাসক্রমেণ, একাদশ্যাশ্চ শুদ্ধস্তে কিং কর্তব্যং, তত্রাহ উপোষণমিতি । ৯০ ।
তদেবাভিযাজ্য লিখতি দশম্যাগিতি । নিশ্চয়ান্নবম্যামেবেত্যেবকারতঃ । অন্যথা
উপবাসদ্বয়প্রসঙ্গাৎ ইতি দিক্ ॥ ৯১ ॥

অর্থাৎ যেখানে ত্র্যহম্পর্শ হইয়া নবমী ক্ষয় হইবে, এবং একাদশী দিবসে, দশমী থাকিবে না, সেখানে বৈষ্ণবদিগেরও পূর্ব্বদিন অষ্টমী বিদ্ধা নবমীতে অবশ্যই উপবাস করিতে হইবে । তাহা না হইলে দুইটি উপবাস হইয়া পড়ে ।

প্রমাণ। যথা, ব্রাহ্মো,

“শুরুপক্ষস্য দশমী জ্যৈষ্ঠে মাসি দ্বিজোত্তম।

হরতে দশপাপানি* তস্মাদ্ দশহরা স্মৃতা ॥” ইতি।

ইহাতে যদি উভয় দিনে হস্তা নক্ষত্র যোগ হয়, তবে পর দিনেই স্নান করিবে।

প্রমাণ।

“শুরুপক্ষে তিথিঃ” ইত্যাদি বচন।

আর যদি উভয় দিনে হস্তা নক্ষত্র হয়, কিন্তু পূর্বদিনে মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে পূর্বদিনে স্নান করিবে।

প্রমাণ। যথা, শঙ্খ,

“জ্যৈষ্ঠে মাসি ক্ষিতিস্ততদিনে শুরুপক্ষে দশম্যাং,

হস্তে শৈলান্নিরগমদিয়ং জাহ্নবী মর্ত্যলোকং।

পাপান্যস্যাং হরতি চ তিথৌ সা দশেত্যাহরার্য্যাঃ,

পুণ্যং দদ্যাদপি শতগুণং বাজিমেধায়ুতস্য ॥” ইতি।

অতএব স্মার্ত,

“অত্রাপি পূর্বদিনে বক্ষ্যমাণ কুজবারলাভে তত্রাপি

স্নানং বারস্য উভয়ত্রোলাভাং ॥” ইতি।†

* অত্র কেবল দশম্যাং দশবিধ-পাপক্ষয়ঃ ফলং। অর্থাৎ হস্তানক্ষত্ররহিত কেবল দশমীতে স্নান করিলে দশবিধ-পাপক্ষয় মাত্র ফল লাভ হয়।

† অর্থাৎ মঙ্গলবারে, ও হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমীতে গজাস্নান করিলে, দশবিধ পাপক্ষয়, ও শতগুণিত অমৃত সংখ্যক অশ্বমেধের সমান পুণ্যফল লাভ হয়।

আর পূর্বদিনে দশমীতে হস্তা যোগ, ও পরদিন কেবল দশমী হইলে উভয় দিনেই স্নান কর্তব্য । *

প্রমাণ । ব্রহ্মপুরাণ, যথা,

“জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদশমী সম্বৎসরমুখী স্মৃতা ।

তস্যাং স্নানং প্রকুব্বীত দানঞ্চৈব বিশেষতঃ ॥” ইতি ।

আষাঢ় মাসের শুক্লা দশমী মহন্তরা ।

প্রমাণ । পূর্বের উক্ত হইয়াছে ।

আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমী, বিজয়া দশমী । উহা উদয়গামিনী গ্রাহ্য ।

প্রমাণ ।

“ভগবত্যাঃ প্রবেশাদবিসর্গান্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ ।

রবেবদয়মীক্সন্তে ন তত্র তিথিযুগ্মতা ॥” ইতি ।

অথ একাদশী ।

দ্বাদশীসংযুক্ত একাদশীতে উপবাসাদি কর্তব্য ।

* প্রমাণ ।

“যুগ্মাগ্নি” ইত্যাদি যুগ্মবচন ।

যদি পারণ দিনে কিঞ্চিৎকাল দ্বাদশীর লাভ হয়, তবে পূর্ণা একাদশী পরিত্যাগ পূর্বক, খণ্ডা একাদশীতে উপবাস কর্তব্য ।

প্রমাণ । যথা, প্রচেতা,

* হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমীতে স্নান করিলে দশজন্মকৃত পাপক্ষয়রূপ ফল হয় ।

প্রমাণ । মহা পরাশর ভাষ্যে, যম, যথা,

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিংহপক্ষে দশম্যাং হস্তযোগতঃ ।

দশজন্মাবহা গঙ্গা দশপাপহরা স্মৃতা ॥” ইতি ।

“পূর্ণাপোষ্যাদশী ত্যাজ্যা দ্বিতয়ং বর্জ্যতে যদি ॥” ইতি । *

পরদিনে যদি দ্বাদশী না থাকে তবে গৃহী লোক, পূর্বদিন, ও অন্য, এবং বিধবাগণ, পরদিন উপবাস করি

প্রমাণ । যথা, কোষ্যে, ও গারুড়ে,

“উত্তরাং তু যতিঃ কুর্যাৎ পূর্বামুপবসেদ্ গৃহী ॥” ইতি ।

“বিধবায়াম্শচ তত্রৈব পরতো দ্বাদশী নচেৎ ॥” ইতি ।

যদি পূর্বদিন দশমীযুক্তা একাদশী, আর পরদিন দ্বাদশীযুক্তা একাদশী হয়, তবে ত্রয়োদশী দিনে পারণযোগ্য দ্বাদশী থাকুক আর নাই থাকুক, সকলেই, দশমীমিশ্রা ত্যাগ করিয়া, দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে ।

প্রমাণ । যথা, স্মৃতি,

“একাদশী দ্বাদশীমিশ্রা পরতোহপি ন বর্জ্যতে ।

গৃহিভি র্যতিভি শৈচব সৈবোপোষ্যা সদা তিথিঃ ॥” ইতি । এবং,

“একাদশীমুপবসেদ্ দ্বাদশীমথবা পুনঃ ।

বিমিশ্রাং বাপি কুবরীত ন দশম্যা যুতাং কচিৎ ॥” ইতি ।

“তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাং তু পারণং ॥” ইতি ।

এবং সূর্য্যোদয়ের পর কিছুক্ষণ দশমী থাকিয়া, যদি একাদশীর ক্ষয় হয়, তথাপি কেবল শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস করিবে ।

প্রমাণ । যথা, কৃষ্ণপুরাণ,

* দ্বিতয়ং একাদশী দ্বাদশীচ বর্জ্যতে পরদিনগামিনী । অর্থাৎ একাদশী বৃদ্ধি হইয়া দ্বাদশী দিনে, দ্বাদশী বৃদ্ধি হইয়া ত্রয়োদশী দিনে থাকে । তবে পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া, পরদিন উপবাস করিবে । পূর্ণা লক্ষণ ।

যথা, সৌরধর্ম্মে,

“আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাতুর্হর্ষদ্বয়মিতি ।

সৈকাদশী তু সম্পূর্ণা বিজ্ঞান্যা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥” ইতি ।

“কুর্যা-দলাভে সংযুক্তাং না-লাভেহপি প্রবেশিনীং । *
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যাং তু পারণং ॥” ইতি ।

এবং যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে (অর্থাৎ অরুণোদয়কালে) দশমী থাকে, তার পর একাদশী ক্ষয় হয়, তবে সেই একাদশীকে সংযুক্তা কহে, এবং ঐ দিবসই উপবাস কর্তব্য ।

প্রমাণ ।

“কুর্যা-দলাভে সংযুক্তাং” † ইত্যাদি ।

কিন্তু অরুণোদয়কালে দশমী সংযুক্ত হইয়া, যদি সেই একাদশী পরদিন দ্বাদশীতে কিঞ্চিৎ মাত্র থাকে, এবং পারণ দিনে দ্বাদশীও কিছু থাকে, তবে সেখানে পূর্বে অরুণোদয়ে দশমী সংযুক্ত একাদশী পরিত্যাগ করিয়া, পরদিন দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে ।

প্রমাণ । পূর্বোক্ত,

“কুর্যা-দলাভে সংযুক্তাং” ইত্যাদি । ‡

অতএব, স্মার্ত ভট্টাচার্য্য,

* উদয়ানন্তরবর্তিনী দশমী যদ্যেকাদশীং স্পৃশতি, তদা সা প্রবেশিনী-
পদবাচ্যা । তাং বিহার্য্য দ্বাদশীমেবোপবসেৎ । তদ্বিদযুক্তং না-লাভেহপি
প্রবেশিনীমিতি । অলাভেহপি পরদিনে একাদশ্যালাভেহপি ।

† “উদয়াং শ্রোগ্ দশম্যাং তু শেষঃ সংযোগ ইষ্যতে ।” দ্বাদশ্যাং
কলার্কগাত্রমপ্যেকাদশ্যা অনির্গমে যদি দশমী নোদয়ং স্পৃশতি, উদয়াং শ্রোগ-
রুণোদয়কালে এবাবতিষ্ঠতে, তদা সংযুক্তোচ্যতে, সৈবোপোষ্যা । অর্থাৎ
দ্বাদশী দিনে যদি একাদশীর লাভ না হয়, তবেই অরুণোদয়কালে দশমীসংযুক্ত
একাদশীতে উপবাস করিবে ।

‡ এই বিষয়েই “যন্তিদণ্ডাঙ্ঘ্রিকার্যাশ্চ তিথৈর্নিক্রমণে পরে ।

অকর্ম্মণ্যং তিথিমলং বিদ্যাৎ একাদশীং বিনা ॥” ইহা সঙ্গত ।

“অত্র দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাভ এব অরুণোদয়-
বিক্রায়াঃ কৰ্ত্তব্যোপদেশাৎ, দ্বাদশ্যামেকাদশীলাভে
তাৎপৰ্য্যবিক্রাং ন কুর্যাৎ, ইত্যর্থতোহবগতেস্তত্র
পৰৈকাদশ্যুপোষ্যা।” ইতি।

আর যদি পরদিনে (অর্থাৎ ত্রয়োদশী দিনে) দ্বাদশী না থাকে, তবে ষষ্ঠী-
দশমী একাদশীতে উপবাস করিয়া, দ্বাদশীর আদ্য পাদ পরিত্যাগ করতঃ
পারণ করবে।

প্রমাণ। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে, যথা,

“দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ।

তমতিক্রম্য কুর্বাণীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ ॥” ইতি।

অথ বৈষ্ণব মতে একাদশীর ব্যবস্থা।

একাদশী যদি সূর্য্যোদয়ে দশমী বিক্রা হয়, তবে সকলেই সেই একাদশী
ত্যাগ করিয়া, দ্বাদশীতে উপবাস করবে। ইহা পূর্বেই স্থির হইয়াছে।

বৈষ্ণবমতে বিশেষ এই, যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্বে, (অর্থাৎ অরুণোদয়কালে)*
দশমী বিক্রা একাদশী হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ দ্বাদশীতে
উপবাস করবে।

প্রমাণ। হরিভক্তি বিলাসে, কণ, যথা,

“অরুণোদয়বেলায়াং দশমী সংবুতা যদি।

অত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাৎ ত্রয়োদশ্যাং ছু

পারণং ॥” ইতি।

* অরুণোদয় লক্ষণ। যথা, স্বান্দে,

“উদয়াৎ প্রাক্ চতুশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ ॥” ইতি।

এবং ব্রহ্মবৈবর্তে, যথা,

“চতুষো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে ॥”

অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে চারিদণ্ড কালকে, অরুণোদয় কাল কহে।

পান্দোস্তর খণ্ডে,

“অরুণোদয়বেলায়াং দশমী মিশ্রিতা ভবেৎ ।

তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধামুপোষ্যেদবিচারয়ন্ ॥” ইতি ।

এবং কোৎস,

“অরুণোদয়বেলায়াং বিদ্ধা কাচিছুপোষিতা ।

তস্যাঃ পুত্রশতং নক্টং তস্মাৎ তাং পরিবর্জয়েৎ ॥”

ইতি ।

অর্থাৎ বৈষ্ণবদিগের, কেবল একাদশীতেই অরুণোদয় বেধ পরিত্যাগ্য, তদ্ব্যতিরেকে, অন্য ত্রতে সূর্যোদয় বেধ পরিত্যাগ করিতে হইবে ।

প্রমাণ । প্রমেষ রত্নাবলী, যথা,

“অরুণোদয়বিদ্ধাস্ত সৎত্যাজ্যো হরিবাসরঃ ।

জন্মাক্টম্যাদিকং সূর্যোদয়বিদ্ধং পরিত্যজেৎ ॥” ইতি ।

বলদেব বিদ্যাভূষণ, প্রমেষ রত্নাবলীতে, বৈষ্ণব ত্রত সকলের সামান্যতঃ দিননির্ণয়, অর্থাৎ হরিভক্তিবিলাস মতানুসারে, একাদশী প্রভৃতি হরিব্রত তিথি সকল কিরূপ বিদ্ধ হইলে পরিত্যাগ্য, ও কিরূপ হইলেই গ্রাহ্য, তাহাই সংক্ষেপে নির্ধারণ করিয়াছেন । বদ্যপি হরিভক্তিবিলাসে, পদ্মপুবাণ,

“পূর্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জিতা শ্রবণাম্বিতা ।

তথাষ্টমীং পূর্ববিদ্ধাং সদ্ধাক্ষাঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥” ইতি ।

যেমন একাদশী শ্রবণনক্ষত্র যুক্ত হইলেও, বদ্যপি অরুণোদয়ে দশমী বিদ্ধ হয়, তবে তাহাকে ত্যাগ করিবে । সেই মত জন্মাষ্টমীও রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত হইলেও, যদি সপ্তমী বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে ।” এই শ্লোকের টীকার তাৎপর্য্য । “কেহ কেহ কহেন যে, যথা, ও তথা শব্দ-

বারা, অর্থাৎ যেমত অরুণোদয় কালে দশমী বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্য হয়। সেই মত অরুণোদয় কালে সপ্তমী বিদ্ধা জন্মাষ্টমীও পরিত্যাজ্য হইবে। তাহাদিগের এই প্রয়াসটি নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক। কারণ একাদশী ব্যতিরিক্ত তিথির অরুণোদয় কালে বেধই হইতে পারে না। যে ক্ষেত্রে প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথি সন্ধান, সূর্যোদয় কাল আরম্ভ করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়া, সম্পূর্ণ হয়। কেবল একাদশীই সূর্যোদয়ের পূর্বে চারি দণ্ড কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণ করেন। সুতরাং কেবল মাত্র একাদশীই অরুণোদয় কালে দশমী বিদ্ধা হইলে পরিত্যাজ্য হইবে। কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য সকল তিথিই যখন সূর্যোদয় কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্পূর্ণ হইল, তখন অরুণোদয় কালে কিরূপে বিদ্ধ হইতে পারে? কখনই হইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ লক্ষণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে।

স্বন্দ পুরাণ বচন, যথা,—

“প্রতিপৎ প্রভৃতয়ঃ সর্বা উদয়া দোদয়া দ্রবেঃ।

সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর বর্জিতাঃ ॥” ইতি।

প্রতিপৎ আদি তিথি সকল সূর্যের এক উদয় আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া, যদি অন্য উদয় অবধি থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু হরিবাসর (একাদশী) এ প্রকার নহে। ইহা সূর্যোদয়ের পূর্বে মূর্ত্তদয় (চারি দণ্ড) কাল যদ্যপি থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ হয়। অতএব একাদশী ব্যতিরিক্ত অন্য তিথির অরুণোদয়ে বেধ হইলে, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত, ও অমূলক। ইত্যাদি বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে, কেবল একাদশীই, যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে চারি দণ্ড মধ্যে দশমী বিদ্ধা হয়, তাহা হইলেই অগ্রাহ্য উপবাস যোগ্য হইবে না। কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথি সকল সূর্যোদয় কালেই (অর্থাৎ যদি সূর্যোদয় কালে অন্য তিথির প্রবেশ হয় তাহা হইলে) বিদ্ধ হইলে, এমত ত্রুটিচরণ যোগ্য হইবে না। ইহাই সাধারণের বোধ সৌকর্যার্থে লিখিয়াছেন।

“হরিবাসর (একাদশী) কেবল অরুণোদয় কালে দশমী বিদ্ধা হইলে পরিত্যাজ্য হইবে। এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য তিথি সকল সূর্যোদয় কালে

যদি অন্য তিথিতে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । নতুবা সূর্য্যোদয়ের গূর্ক্সে (অর্থাৎ অরুণোদয় কালে অন্য তিথি থাকিলে) বিদ্ধ হইবে না, ত্রতাচরণ বোধ্য হইবে ॥ ইতি ।

এবং পারণ দিবসে, অগ্রে উপবাস সমর্পণের এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, পশ্চাৎ পারণ করিবে ।

সমর্পণ মন্ত্র, যথা, *

‘অজ্ঞান তিনিরাক্ষস্য ত্রতেনানেন কেশব ।

প্রসীদ স্তমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টি প্রদো ভব ॥’ ইতি ।

এবং ইহার পারণ ব্যবস্থা ও প্রায় একমত † ইতি । একাদশীত্রে সাধারণ মনুষ্য মাত্রই নিত্য অধিকারী । তবে বয়স ঘটিত বিশেষ এই যে, অষ্টম বৎসরের পর অশীতি বৎসর পূর্ব্বান্ত ইহাতে নিত্য অধিকার থাকে । এবং বিধবা স্ত্রীরই সর্ব্বতোভাবে নিত্য্যধিকার ।

প্রমাণ । যথা, স্মৃতি,

* হরিভক্তি বিলাসে, কাত্যায়ন ।

† অর্থাৎ পারণ দিনে দ্বাদশীর অপেক্ষা কর্তব্য,

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে, পদ্মপুংগব, যথা,

“মহাহানিকবীহোবা দ্বাদশী লজ্জিতা নৃণাং ।

করোতি ধর্ম্মহরণ মম্মাতেব সরস্বতী” ॥ ইতি ।

কিন্তু যদি, অরুণোদয়ে দশমী বিদ্ধা হেতুক, কিম্বা অন্য কারণ বশতঃ শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস হয়, অথবা কিছুক্ষণ একাদশীর পর দ্বাদশীক্ষর প্রযুক্ত পরদিন দ্বাদশী না থাকে, তবে ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে ।

যথা,

শুক্রৈব দ্বাদশী রজেন্ উপোষ্যা মোক্ষকাজ্জিতিঃ ।

পারণং তু ত্রয়োদশ্যাং পূজয়িত্বা জনার্দনং” ॥ ইতি

“অষ্টাদশদিকো মর্তো হ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ ।

ভুংক্তে যো মানবো মোহা-দেকাদশ্যাং স পাপকৃৎ ॥”

ইতি ।

এবং, কাত্যায়ন,

“বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে ।

তস্যাস্তু স্মৃতং নশ্যেৎ ক্রাণহত্যা দিনে দিনে ॥” ইতি ।

এবং, ভবিষ্যে,

“নিত্যমেতদ্ব্রতং নাম কৰ্ত্তব্যং সার্ববর্ণিকং” ॥ ইতি ।

ইহাতে অশৌচাদি কোন প্রতিবন্ধক হয় না, সকল অবস্থাতেই কৰ্ত্তব্য ।

প্রমাণ । ভবিষ্যোত্তর, ও পদ্ম পুরাণে, যথা,

“একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়োরপি ॥

সূতকে মৃতকে বাপি অন্যস্মিন্ বাপ্যশৌচকে ॥

সৰ্ব্বথা ন পরিত্যজ্যা ইচ্ছতা শ্রিয়মান্ননঃ ” ॥ ইতি ।

এবং পুন্ড্র্য,

“একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি ” ॥ ইতি ।

একাদশী ব্রতে যদি উপবাস* করিতে অসমর্থ হয়, তবে অন্নুকল করিবে । একেবারে একাদশীব্রত ত্যাগ করিবেনা ।

* উপবাস লক্ষণ । যথা, হরিভক্তি বিলাসে,

“উপবাস্তস্য পাপেভ্যো যন্ত বাসো গুণৈঃ সহ ।

উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সৰ্ব্ব ভোগবিবর্জিতঃ” ॥ ইতি ।

প্রমাণ । নারদীয়ে, যথা,

“অমুকল্লোণনৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্গিনি” ॥ ইতি ।

এবং মার্কণ্ডেয় বচন, যথা,

“একভক্তেন নক্তেন তথৈবাচিতেন চ” ।

উপবাসেন দানেন নৈবান্বাদশিকো ভবেৎ” ॥ ইতি ।

কিন্তু হরিশ্চয়ন, পার্শ্বপরিবর্তন, ও উখান একাদশীতে, অমুকল্ল ও পাণ-জনক হয় ।

প্রমাণ । পদ্মপুরাণ, যথা,

“মংশয়নে মদুখানে মৎপার্ষপরিবর্তনে ।

ফল মূল জলাহারী হৃদি শল্যং মমার্পয়েৎ” ॥ ইতি ।

এবং পারাণ দিনে অন্ন দ্বাদশীলাভ হইলে, অরুণোদয় কালেই সমস্ত নিত্য--

† অমুকল্ল এই । একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, কিম্বা ভোজনের ষ্ঠৈশ্বৰ্য্য ধনাদি দান করিবে । অথবা রাত্রিতে হবিষ্যান্নাদি করিবে ।

প্রমাণ । যথা, ব্রহ্মবৈবর্তে,

“উপবাসাসমর্থশ্চৈদেকং বিপ্রং তু ভোজয়েৎ ।

তাবদ্ধনানি বা দদ্যাদযজ্ঞকৃত্ব দ্বিগুণং ভবেৎ” । ইতি ।

এবং পদ্মপুরাণ,

“নক্তং হবিষ্যান্নমনোদৈনংবা ফলং তিলক্ষীরমথাম্বুচাষাং ।

যৎপক্কগব্যং যদি বাথ বায়ুঃ প্রশস্ত মত্ৰোক্তর মুক্তরথ” ॥ ইতি ।

কার্য সম্পন্ন করিয়া, ত্রয়োদশে পারণ করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে, কেবল জল দ্বারা পারণ কর্তব্য ‡।

প্রমাণ। যথা, কাত্যায়ন,

অস্তিস্ত পারয়িত্বা তু নৈতিকান্তে ভূজিক্রিয়া” ॥ ইতি ॥

কারণ দ্বাদশী প্রাপ্তি হইলে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, ত্রয়োদশীতে, পারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রমাণ।

“দ্বাদশী দ্বাদশীং হস্তি ত্রয়োদশ্যাংতু পারণং” ॥ ইতি।

পৌষমাসের শুক্লা একাদশী দ্বাদশী।

প্রমাণ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

মাঘমাসের শুক্লা একাদশীর নাম তৈম্বী (অর্থাৎ তিন একাদশী নামে খ্যাত) অন্য দিন উপবাসে অসমর্থ হইলেও কিন্তু ইহাতে উপবাস কর্তব্য।

প্রমাণ। যথা, নারদো,

“অন্যেষ্মপি দিনক্ষেয়ু ন শক্ত স্ত্রমুপোষিতুং।

ততঃ পুণ্যামিমাং ভীম তিথিং পাপপ্রণাশিনীং ॥

উপোষ্য বিধিনানেন গচ্ছ বিষেণাঃ পরং পদং ॥ ইতি।

‡ অর্থাৎ জলপানকে ভোজন মধ্যে গণ্য করেননা; এবং অভোজন ও নহে, অতএব উহাতে দ্বাদশী লঙ্ঘন জন্য দোষ ও হইবেনা।

প্রমাণ। হৃদপুরাণ,

“অশক্ত্যা সঙ্কটে প্রাপ্তে পারণং বারিণাচরেৎ।

তচ্ছ নৈ বাশিতং নৈবানশিতঞ্চ বিহুর্বাঃ ॥” ইতি।

এবং জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা একাদশীর নাম নির্জলৈকাদশী। ইহাও উপোষ্য।
প্রমাণ। হরিভক্তি বিলাসে, পদ্ম পুরাণ, যথা,—

“বৃষস্বে মিথুনস্বেহর্কে শুক্লাদ্যেকাদশী হি যা ।
জ্যৈষ্ঠেমাসি প্রবত্নেন সো-পোষ্যা জলবর্জিতা ॥”
ইতি । ১২ ।

এবং

“কিঞ্চাপরেণ ধর্ম্মেণ নির্জলৈকাদশীং নৃপ ।
উপোষ্য সন্যগ্ বিধিনা বৈষ্ণবং পদমাশ্রুয়াৎ ॥” ইতি ।

আষাঢ়মাসের শুক্লা একাদশীকে শয়ন একাদশী কহিয়া থাকে ।

তথাচ ।

“একাদশ্যাং জগৎ স্বামী শয়নং পরিকল্পয়েৎ ॥” ইতি ।*

ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীর নাম পার্শ্ব পরিবর্তনৈকাদশী। ইহাতে
ভগবানের কটি দানোৎসব কর্তব্য ।

প্রমাণ। হরিভক্তি বিলাসে, ভবিষ্যোত্তরে, যথা,—

“প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসি একাদশ্যাং দিতে হু হনি ।
কটি দানং ভবেদ্বিষেণা মর্হাপাতক নাশনং ॥” ইতি ।

টীকা,—কদাচিদবৃষস্বে কদাচিমিথুনস্বে চ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ।

অর্থাৎ কখন বৃষরাশিস্থ অর্থ্যে (জ্যৈষ্ঠ মাসে) কখন মিথুনরাশিস্থ অর্থ্যে
(আষাঢ়মাসে) হইয়া থাকে ।

• ইহার বিশেষ ষাদশী নিরূপণে ব্যক্ত হইবে ।

এবং এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে।

মন্ত্র, যথা—

“দেব দেব জগন্নাথ যোগি গম্য নিরঞ্জন।

কটি দানং কুরুষাদ্য মাসি ভাদ্র পদে শুভে ॥” ইতি।†

কার্ত্তিক শুক্ল একাদশীর নাম প্রবোধনী (অর্থাৎ উত্থান একাদশী) ইহাতে ভগবানের প্রবোধন কর্তব্য।

প্রমাণ। হরিভক্তি বিলাসে, স্বন্দ পুরাণ, যথা,—

“তাবদ্ গর্জতি বিপ্রেন্দ্র গঙ্গা ভাগিরথী ক্ষিতৌ।

যাবন্নায়াতি পাপঘ্নী কার্ত্তিকে হরি বোধিনী ॥”

ইত্যাদি।

এই প্রবোধনীতে ও ভগবান্কে জলাশয় নিকটে লইয়া, * প্রবোধন নিমিত্ত, এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

মন্ত্র। যথা,—

“ত্রৈলোক্যরুদ্রাণি কুবের সূর্য্য-সোমাদিভি বন্দিত পাদপদ্ম।

বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস মন্ত্র প্রভাবেণ হুত্বেন দেব ॥”

ইতি।

† ইহার বিশেষ ভগবান্কে জলাশয়ের নিকটে লইয়া মহোৎসবাদি করিতে হয়।

প্রমাণ। হরিভক্তি বিলাসে,

“জলাশয়াস্তিকং নীত্বা সম্যগভ্যর্চ্য চ প্রভুং।” ইতি।

* হরিভক্তি বিলাসে, যথা,

“শয়ন্যামিব নিম্পাদ্য মহাপূজাং জলাশয়ে।

কৃষ্ণং নীত্বাথ সংকল্পং কৃৎবা তৎ প্রবোধয়েৎ ॥” ইতি।

এবং এই প্রবোধনীতে ভগবানকে, রথে আরোহণ করাইতে হয় ।

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে, ভবিষ্যন্তর বচন, যথা,—

“প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে কার্তিকে পাণ্ডু-নন্দন ।

দেবালয়েষু সর্বেষু পুর-মধ্যে সমন্ততঃ ।

ভ্রাময়েৎ তূর্য্য-নির্ঘোষে রথস্থং ধরণী-ধরং ॥” ইতি ।

কিন্তু বৈষ্ণব মতে যে আটটি মহাদ্বাদশী আছে । তাহা প্রাপ্ত হইলে, শুদ্ধা একাদশীকেও পরিত্যাগ করিয়া, ঐ দ্বাদশীতে উপবাস কর্তব্য । অতএব প্রথমতঃ সেই আটটি মহাদ্বাদশীর নির্ণয় হইতেছে । উম্মীলনী ১ বঞ্জুলী ২ ত্রিম্পূশা ৩ পক্ষবর্দ্ধিনী ৪ জয়া ৫ বিজয়া ৬ জয়ন্তী ৭ পাপনাশিনী ৮ এই আটটি মহাদ্বাদশীর নাম ।

প্রমাণ । হরিভক্তি-বিলাসে, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে, যথা,—

“উম্মীলনী বঞ্জুলী চ ত্রিম্পূশা পক্ষ-বর্দ্ধিনী ।

জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥

দ্বাদশ্যো হর্ষোঁ মহাপুণ্যঃ সর্বপাপ-হরা দ্বিজ ॥”

ইতি ।

এবং এই ঈষ্ট মহাদ্বাদশীরই নিত্যতা আছে ।

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে, ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে, যথা,—

“দ্বাদশ্যো হর্ষোঁ সমাখ্যাতা যাঃ পুরাণে বিচক্ষণৈঃ ।

তাসামেকা ইপি চ হতা হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥” ইতি ।*

* অর্থাৎ, পুরাণে যে আটটি মহাদ্বাদশী কথিত হইয়াছে । তাহার একটিও যদি হত হয় (অর্থাৎ উপোষিত না-হয়) তবে পূর্বসংকীর্ণ বত কিছু পুণ্য থাকে, তাহা সমস্তই নষ্ট হয় ।

এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে,

“ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যো হর্ষো মমাজ্ঞয়া ।

তেষাং যম-পুরে বাসো যাবদাহুত-সংপ্লবং ॥” ইতি । *

অথ উন্মীলনী । ১

একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া, যদি বুদ্ধিক্রমে কিঞ্চিন্নাত্রও দ্বাদশী দিনে থাকে তবে তাহার নাম উন্মীলনী ।

প্রমাণ । হরিভক্তি-বিলাসে, ব্রহ্ম-বৈবর্তে, যথা,—

‘একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেষ সা ।

দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধতে কথিতোন্মীলনীতি সা ॥” ইতি

অথ বঞ্জুলী ॥ ২

যখন কেবল মাত্র দ্বাদশীরই বুদ্ধি হইবে, একাদশীর বুদ্ধি হইবে না, তখন তাহার নাম বঞ্জুলী ।

প্রমাণ । তট্ট্বৈন, যথা,—

“দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধতে ন চৈবৈকাদশী যদা ।

বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ কথিতা পাপনাশিনী ॥” ইতি । †

* আমার আজ্ঞায় যাহারা অষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রত না করে। তাহাদিগের চিরকালই যমলোকে বাস হয় । (অর্থাৎ পুণ্য ক্ষয় হেতুক উত্তম লোক প্রাপ্ত হয় না)

† এখানে পাপ নাশিনীটি পৃথক্ নাম নহে । বঞ্জুলীর বিশেষণ ।

অথ ত্রিস্পৃশা । ৩

যদি প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎকাল একাদশী, পরে দ্বাদশী ক্ষয় হইয়া (অর্থাৎ ত্র্যহস্পর্শ হইলে) শেষে ত্রয়োদশী হয়, তবে তাহাকে ত্রিস্পৃশা কহে ।

প্রমাণ । তত্রৈব, যথা,—

“অরুণোদয় ণ আদ্যা স্যাদ্ দ্বাদশী সকলং দিনং ।

অন্তে ত্রয়োদশী প্রাত ত্রিস্পৃশা সা হরেঃ প্রিয়া ॥” ইতি ।

অথ পক্ষ-বর্দ্ধিনী । ৪

অমাবস্যা কিম্বা পূর্ণিমার মধ্যে যখন বাহার বৃদ্ধি হইবে, তখন সেই পক্ষের দ্বাদশীর নাম, (অর্থাৎ অমাবস্যার বৃদ্ধি হইলে তাহার পূর্ব দ্বাদশীটি, এবং পূর্ণিমার বৃদ্ধি হইলে তাহার পূর্বের দ্বাদশীটি, এই দুই পক্ষের দুইটি দ্বাদশীরই নাম) পক্ষ-বর্দ্ধিনী হইবে ।

প্রমাণ । তত্রৈব, যথা,—

“কুহু রাকে যদা বৃদ্ধিং প্রযাতে পক্ষবর্দ্ধিনী ॥” ইতি ।

অথ জয়া । ৫

গুরুপক্ষের দ্বাদশীতে যদি পুনর্কল্মষক্ষত্র যোগ হয়, তবে তাহাকে জয়া কহে ।

প্রমাণ । তত্রৈব, ব্রহ্মপুরাণে, যথা,

“ଦ୍ଵାଦଶ୍ୟାଂ ତୁ ସିତେ ପକ୍ଷେ ଶ୍ଵକ୍ଷଂ ଯଦି ପୁନର୍ବିଭୁଃ ।

ନାମ୍ନା ସା ତୁ ଜୟା ଥ୍ୟାତା ତିଥିନାମୁକ୍ତମା ତିଥିଃ ॥” ଇତି

ଅଥ ବିଜୟା । ୬

ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେର ଦ୍ଵାଦଶୀତେ ଅବଗାନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ହୁଏଲେ, ସେହି ଦ୍ଵାଦଶୀର ନାମ ବିଜୟା ।

ଅର୍ଥାତ୍ । ତତ୍ତ୍ଵେବ, ବିଷୁଧର୍ମୋକ୍ତରେ, ଯଥା,

“ଯଦା ତୁ ଶୁକ୍ଳଦ୍ଵାଦଶ୍ୟାଂ ନକ୍ଷତ୍ରଂ ଅବଗଂ ଭବେଂ ।

ତଦା ସା ତୁ ମହାପୁଣ୍ୟା ଦ୍ଵାଦଶୀ ବିଜୟା ସ୍ମୃତା ॥” ଇତି ।

ଅଥ ଜୟନ୍ତୀ । ୭

ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵାଦଶୀତେ ରୋହିଣୀନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ହୁଏଲେ, ତାହାକେ ଜୟନ୍ତୀ କହେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ । ତତ୍ତ୍ଵେବ, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣେ, ଯଥା,

“ଯଦା ତୁ ଶୁକ୍ଳଦ୍ଵାଦଶ୍ୟାଂ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟଂ* ପ୍ରଜାୟତେ ।

ଜୟନ୍ତୀ ନାମ ସା ପ୍ରୋକ୍ତା ସର୍ବପାପହରା ତିଥିଃ ॥” ଇତି ।

ଅଥ ପାପନାଶିନୀ । ୮

ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷେର ଦ୍ଵାଦଶୀତେ ପୁଷ୍ୟାନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ହୁଏଲେ, ତାହାକେ ପାପନାଶିନୀ କହେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ । ତତ୍ତ୍ଵେବ, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣେ, ଯଥା,

* ପ୍ରାଜାପତ୍ୟଂ—ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରଂ ।

“যদা তু শুক্ল-দ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কহিঁচিৎ ।

তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী ॥” ইতি ।

কিন্তু জয়া প্রভৃতি যে চারিটি মহাদ্বাদশী । ইহারা নক্ষত্রযোগস্বর্গই যে হইবে তাহা নয় । উহার বিশেষ আছে ।

যথা, হরিভক্তি-বিলাসে,

“অথ ঋক্ষ-প্রযুক্তানাং ব্রত-কর্তব্যতা যথা ।

জয়া-দীনাং চতস্ৰাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে ॥ ১ ।

অর্থাৎ জয়া বিজয়া জয়ন্তী পাপনাশিনী এই চারিটি মহাদ্বাদশী নক্ষত্র যোগে হইয়া থাকে । কিন্তু সামান্যতঃ নক্ষত্র যোগ হইলেই হইবে, কি কোন বিশেষ আছে তাহা নিরূপিত হইতেছে । অর্থাৎ যোগের বিশেষ আছে । ১
যথা,

“ভান্যর্কৌদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ ।

সমা ন্যূনানি বা সন্ত ততোহমীষাং ব্রতোচিতি ॥ ২ ।

“কিস্বা সূর্য্যোদয়াং পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ ।

সমানি বা তদাপ্যেযাং ব্রতাচরণ-যোগ্যতা ॥ ৩ ।

“শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু থলু ত্রিষু ।

সূর্য্যাস্তমন-পর্য্যস্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণং ॥” ৪ ।

“শ্রবণেহস্তমনতঃ প্রাগ্-দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং ।

গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ ॥” ইতি । ৫ ।

নক্ষত্রগণ, (অর্থাৎ পুনর্কক্ষ শ্রবণা রোহিণী পুষ্যা এই চারিটি) যদি

সূর্যোদয় কালকে আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্ত হয়, তবে অধিক, কিম্বা সমান, অথবা নূন হইলেও, তাহাতে ত্রুত কর্তব্য হইবে। ২। *

আর ঐ নক্ষত্রগণ, যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে হইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে অধিক, অথবা সমান হইলেও, ত্রুতাচরণ যোগ্য হইবে। ৩।

কিন্তু শ্রবণা ব্যতিরিক্ত, অপর তিনটি নক্ষত্র হইলে (অর্থাৎ পুনর্কক্ষ বোধিণী পুষ্যা, এই তিনটির স্থলে) সূর্যাস্ত-কাল পর্যন্ত দ্বাদশীর অপেক্ষা করিতে হইবে, (অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বে দ্বাদশী ফুটাইলে হইবে না)। ৪।

শ্রবণা নক্ষত্র স্থলে, যদি সূর্যাস্তের পূর্বেও দ্বাদশী সমাপ্ত হইয়া যায়, তথাপি তাহাতে ত্রুত কর্তব্য হইবে। ৫।

ইহার পারণ ব্যবস্থা।

পারণ দিনে যদি বৃদ্ধিক্রমে তিথি ও নক্ষত্র, উভয় থাকে, তবে তাহার মধ্যে তিথি অধিক থাকিলে, নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে। আর তিথি অল্প থাকিলে, তিথি মধ্যেই পারণ কর্তব্য। এবং দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া, যদি কেবল নক্ষত্র থাকে, তবে তাহাদিগের মধ্যে, রোহিণী কিম্বা শ্রবণা থাকিলে, উহাদিগের উভয়ের মধ্যেই পারণ করিবে। আর পুনর্কক্ষ কিম্বা পুষ্যা থাকিলে উভয়ের অন্তে পারণ করিবে।

প্রমাণ। হরিভক্তি বিলাসে, যথা,

“বৃদ্ধৌ ভতিথ্যো-রধিকা তিথিশ্চেৎ পারণং ততঃ।

ভান্তে স্যাচ্ছেৎ তিথিনূ্যনা তিথিমধ্যে তু পারণং ॥ ৭”

* ইহাতে অধিক, সমান ও নূন, ইহা দ্বাদশী অপেক্ষা জানিবে।

† নক্ষত্র ও তিথি, উভয়ের বৃদ্ধি হইয়া, যদি তিথি অধিক হয়, তবে নক্ষত্রান্ত হইলে পারণ কর্তব্য। আর তিথি কম হইলে তিথি মধ্যেই পারণ করিবে।

“দ্বাদশ্যেনশুরভ্রো তু বুদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতকর্কয়োঃ ।
তন্মধ্যে পার্শ্বং বুদ্ধৌ শেষয়োস্তদতিক্রমে ॥ *

অথ দ্বাদশী ।

একাদশী সংযুক্ত যে দ্বাদশী তাহাতেই দৈবাদি কৰ্ম্ম কর্তব্য ।

প্রমাণ ।

“যুগ্মাগ্নি”—ইত্যাদি যুগ্মবচন ।

বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর নাম পিঙ্গীতকী দ্বাদশী । এই দ্বাদশী
একাদশীযুক্ত করিবেনা ।

প্রমাণ । ভবিষ্য পুরাণ, বথা,—

“একাদশ্যাং প্রকুব্বীত উপবাসং মনীষিণঃ ।

উপাসনায় দ্বাদশ্যাং বিশোধর্বদ্বদিয়ং তথা ॥” ইতি ।

অতএব, স্মার্ত,

“অত্রোপি তথা ব্যবহরন্তীতি নাত্র যুগ্মাদরঃ ॥” ইতি ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বিশোকা কহে ।

* এবং যদি দ্বাদশীর বুদ্ধি না হয়, কেবল নক্ষত্রের বুদ্ধি হয় । তবে
উহাদের মধ্যে রোহিণী, কিশা শ্রবণার বুদ্ধি হইলে, তাহার মধ্যেই পার্শ্ব
কর্তব্য । আর পুনর্বসু, কিশা পুষ্যার বুদ্ধি হইলে তাহাদিগের অন্তে পার্শ্ব
করিবে ।

আর আষাঢ় মাসের শুরু দ্বাদশীতে, অমুরাধানক্ষত্রের আদ্য পাদ যোগ হউক, আর নাই হউক, তথাপি নিশাসময়ে, ভগবান্কে শয়ন করাইবে।

প্রমাণ। মাৎস্যে, যথা—

“শেতে বিষ্ণুঃ সদাষাঢ়ে ভাদ্রে চ পরিবর্ততে ॥

কার্ত্তিকে পরিবৃত্তোত্তমশুক্র-পক্ষে হরে দিনে ॥” ইতি।

এবং ভবিষ্য ও নারদীয়ে, যথা,

“মৈত্রাদ্যঃ* পাদে স্বপিতীহ বিষ্ণু, বৈষ্ণব্যং মধ্যে পরিবর্ততে চ।
পৌষাবধি সানে চ সুরারি-হস্তা প্রবৃত্ত্যতে মাস চতুষ্ঠয়েন ॥”
ইতি।

এবং, ভবিষ্যে, যথা,

“নিশি স্বাপো দিবোপ্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্তনং ॥” ইতি।

আর অমুরাধার আদ্য পাদযোগ, যদি দ্বাদশীতে না হইয়া, অন্য তিথিতে হয়, তবে তাহাতেই শয়ন করাইবে।

প্রমাণ। বিষ্ণুধর্মোত্তরে, যথা,

“অপ্রাপ্তে দ্বাদশীমুক্ষে উত্থান-শয়নে হরেঃ।

পাদ-যোগেন কর্তব্যে নাহোরাত্রং বিচিস্তয়েৎ ॥” ইতি।

এবং অন্য তিথিতে ও যদি অমুরাধার আদ্য পাদ সংযোগ না হয় ; তাহাইলে, দ্বাদশীতে সন্ধ্যার সময়ে শয়ন করাইবে।

* মৈত্রঃ অমুরাধা।

+ বৈষ্ণব্যং শ্রবণা।

‡ পৌষং রেবতী।

প্রমাণ । বরাহ পুরাণ, যথা,

“দ্বাদশ্যাং সন্ধি-সময়ে নক্ষত্রাণা-মসম্ভবে ।

আ-ভা-কাঃ সিতপক্ষে-তু শয়ানা-বর্তনাদিকং ॥” ইতি ।

আর যদি দ্বাদশীতে অমুবাধার কিঞ্চিৎ যোগ থাকে, ও অন্য তিথিতে
অন্য পাদ যোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও দ্বাদশীতেই শয়ন করাইবে ।

প্রমাণ । বিষ্ণু-স্মৃতিস্বত্রে যথা,—

“দ্বাদশ্যা-মুক্ষসংযোগে পাদযোগো ন কারণং ॥” ইতি ।

পার্শ্ব পরিবর্তন,† ও উত্থানে‡ ও এই রূপ ব্যবস্থা ।

ভাদ্র মাসের শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দ্বাদশীকে শ্রবণাদ্বাদশী কহে ।

ইহার ব্যবস্থা ।

একাদশীতে যদি শ্রবণানক্ষত্র প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ দিনই উপবাস করিবে
তাহাতেই সিদ্ধি হইবে ।

প্রমাণ । যথা, নারদ,

* আ-ভা-কানাং আষাঢ়-ভাদ্র-কার্ত্তিকানাং ।

অর্থাৎ আ শব্দে আষাঢ়, ভা শব্দে ভাদ্র, কা শব্দে কার্ত্তিক মাস গৃহীত
হইয়াছে ।

† পার্শ্বপরিবর্তনে, এই মন্ত্রও পাঠ করিবে ।

“বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেয়ং দ্বাদশী তব ।

পার্শ্বেন পরিবর্তনং স্তবং অপিহি মাধব ॥” ইতি ।

‡ উত্থানের মন্ত্র পূর্বে লিখিত হইয়াছে ।

“যাঃ কান্ধিৎ তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্য নক্ষত্র-যোগতঃ ।

তাস্বেব তদ্ব্রতং কুর্যাৎ শ্রবণ-দ্বাদশীং বিনা ॥” ইতি ।

কেবল দ্বাদশীতে শ্রবণ যোগ হইলে ছইটি উপবাস কর্তব্য ।

প্রমাণ । ব্রহ্মবৈবর্তে, যথা,

“ একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ।

নচাত্র বিধি-লোপঃ স্যা-দুভয়ো দেবতা হরিঃ ॥” ইতি ।

ইহার পারণ, শ্রবণানক্ষত্রাবসানে, দ্বাদশীতেই পারণ করিবে ।

প্রমাণ । ভবিষ্যোক্তরে, যথা,—

“তিথি-নক্ষত্র-সংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ ।

তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ ॥” ইতি ।

কিন্তু যদি দ্বাদশী অল্প থাকে নক্ষত্র অধিক থাকে, তবে নক্ষত্রান্ত অপেক্ষা করিবেনা, দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করিবে ।

প্রমাণ । যথা, তত্রৈব,

“বিশেষেণ মহীপাল শ্রবণং বর্দ্ধতে যদি ।

তিথি-ক্ষয়েন* ভোক্তব্যং দ্বাদশীং নৈব লজ্জয়েৎ ॥” ইতি ।

অথ বৈষ্ণব মতে শ্রবণ দ্বাদশী ব্যবস্থা ।

ভাত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে যদি শ্রবণ নক্ষত্র যোগ হয় তবে তাহাতেই উপবাস করিবে ।

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে, মার্কণ্ডেয় বচন, যথা,—

* তিথিক্ষয়েন, একাদশী-ক্ষয়েণ

“শ্রবণক্ষ-সমায়ুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে ।

উপোষ্য দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যাং তু পারণং ॥” ইতি ।

কিন্তু যদি একাদশীতে শ্রবণা পায়, তবে একাদশীতেই উপবাস কর্তব্য ।

প্রমাণ । পূর্বোক্ত

“যাঃ কাশ্চিৎ তিথয়ঃ ॥” ইত্যাদি ।

বিশেষতঃ যদি বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগ হয়, তবে উহাতেই অবশ্য উপবাস করিবে । ঐ বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগের কএকটি বিশেষ ক্রমশঃ দর্শিত হইতেছে ।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল । ১ । হরিভক্তি বিলাসে, মৎস্য পুরাণ, যথা,—

“দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্ঠা স্পৃশেদেকাদশীং যদা ।

স এষ বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খল সংজ্ঞিতঃ ॥” ইতি । ১।

শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশী যদি একাদশী দিনে প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ যোগের নাম বিষ্ণুশৃঙ্খল ॥ ১।

দ্বিতীয় । ২ । তত্রৈব, বিষ্ণুধর্মোত্তরে, যথা,—

“একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্যমপি ভং ভবেৎ ।

তদ্বিষ্ণু-শৃঙ্খলং নাম বিষ্ণুনায়ুজ্য-কৃদ্ ভবেৎ ॥” ইতি । ২।

প্রথমতঃ একাদশী, পরে দ্বাদশী, এবং শ্রবণা, এইরূপ ক্রমান্বয়ে, যোগ হইলেও তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খল কহে । ২ ।

এবং উহাতে বুধবার যোগ হইলে, অত্যন্ত প্রশস্ত ।

তৃতীয় । ৩ । তত্রৈব, যথা,

“দ্বাদশ্যোদাদশী সৌম্যঃ * শ্রবণঞ্চ চতুষ্টয়ং ।

দেবছন্দুভি যোগোহয়ং যজ্ঞায়ুত-ফলপ্রদঃ ॥”

ইতি । ৩ ।

দ্বাদশী, একাদশী, বুধবার, ও শ্রবণনক্ষত্র, এই চারিটি এক দিনে হইলে, তাহাকে দেবছন্দুভি যোগ নামে † কহে । ৩ ।

পারণ ব্যবস্থা ।

পারণ দিনে যদি তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের বৃদ্ধি ক্রমে স্থিতি হয়, তবে দ্বাদশী অধিক থাকিলে, শ্রবণনক্ষত্রান্তে পারণ কর্তব্য । আর যদি শ্রবণনক্ষত্র অধিক থাকে, তবে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করিবে, নক্ষত্রান্ত অপেক্ষা করিবে না ।

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে, যথা,—

“তত্রাধিক্যে তিথে বৃদ্ধে ভাস্ত্রে সত্যেব পারণং ॥”

ইতি ।

এবং,

“ঋক্ষস্য সতি চাধিক্যে তিথি-মধ্যে হি পারণং ॥”

ইতি ।

আর যদি তিথি ও নক্ষত্র, উভয়ই পারণ দিনে রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে, তবে দিবসেই পারণ কর্তব্য ।

প্রমাণ । তত্রৈব, গৌতমীয়ে, যথা,—

* সৌম্য বুধবার ।

† দেবছন্দুভি যোগ, বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগেরই বিশেষ নামান্তর মাত্র ।

“যদুক্ষং বা তিথি র্বাপি সাত্ত্বিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা ।

দিবসে পারণং কুর্যা-দন্যথা পতনং ভবেৎ ॥” ইতি ।

আর যেখানে, দ্বাদশীর ক্ষয় হইবে, * দ্বিষা দ্বাদশীতে শ্রবণ যোগ হেতুক দ্বাদশীতে উপবাস হইবে + সেট খানেই ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে ॥ ইতি ।

অগ্রহায়ণমাসের শুক্লা দ্বাদশী অথগু দ্বাদশী ।

ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর নাম গোবিন্দ দ্বাদশী । ইহাতে পুষ্যা-নক্ষত্র যোগ হইলে, অতি প্রশস্তা হয়, এবং ইহাতে উপবাস করিবে । ‡

প্রমাণ ।

“ফাল্গুণে শুক্লপক্ষস্য পুষ্যক্ষে দ্বাদশী যদি ।

গোবিন্দ দ্বাদশী নাম মহাপাতক-নাশিনী ॥” ইতি ।

এবং, হরিভক্তি বিলাসে, ব্রহ্ম পুরাণে, যথা,—

“ফাল্গুণামল-পক্ষে তু পুষ্যক্ষে দ্বাদশী যদি ।

গোবিন্দ দ্বাদশী নাম মহাপাতক-নাশিনী ॥

তস্য-মুপোষ্য বিধিব-ম্নরঃ সংক্ষীণ-কল্মষঃ ॥” ইতি ।

ইহাতে গঙ্গাম্রানে, এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।

মন্ত্র । যথা, পদ্ম পুরাণে,

* হরিভক্তি বিলাসে, যথা, “যোগোহয়মনো দ্বাদশ্যাঃ ক্ষয় এবৈতি লক্ষ্যতে ।—ত্রয়োদশ্যাং পারণং হি শ্রবণে ন নিষেৎস্যতে ॥” ইতি ।

† উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যাং তু পারণং ॥” ইতি ।

‡ কিন্তু পূর্বোক্ত, “ভান্যকৌদয়-মারভা” ইত্যাদি নিয়মানুসারে নক্ষত্রের যোগ হইলেই উপবাস বিহিত হইবে । নচেৎ যথা কথঞ্চিৎ রূপে যোগ হইলেই উপবাস হইবে না †

“মহাপাতক-সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে ।
গোবিন্দ-দ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি ।”
ইতি ।

এবং এই দ্বাদশীকে আমর্দকী দ্বাদশী নামেও কহিয়া থাকে । ইহাতে
আমর্দকী ব্রত বিহিত আছে ।

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে,

“আমর্দকী দ্বাদশীতি লোকে খ্যাতেয়-মেবহি ।
যত্র আমর্দকী-পূজা ব্রত-মস্যাং বিশেষতঃ ॥” ইতি ।

এবং তত্রৈব, ব্রাহ্মে, যথা,—

“ফাল্গুণে তু বিশেষেণ বিশেষঃ কথিতো নৃপ ।
আমর্দক্যা ব্রতং পুণ্যং বিষ্ণুলোক-প্রদং নৃণাং ॥” ইতি ।

অথ ত্রয়োদশী ।

ভরুপক্ষীয় ত্রয়োদশী, দ্বাদশী যুক্ত, ও কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী চতুর্দশী যুক্ত
গ্রহণ করিবে ।

প্রমাণ । ব্রহ্ম বৈবর্তে, যথা,—

“ত্রয়োদশা প্রকর্তব্য দ্বাদশীঃসহিতা বিভোঃ ॥” ইতি ।

এবং, নিগমে, যথা,—

“যষ্ঠ্যষ্টমী তুমাবাস্যা কৃষ্ণা চৈব ত্রয়োদশী ।
এতাঃ পরযুতাঃ পূজ্যাঃ পরাঃ পূৰ্বেণ সংযুতাঃ ॥”
ইতি ।

শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী যুগাদ্যা ।

প্রমাণ । বক্তব্য হইবে ।

ইহাতে স্নানাদিকর্মে ভাদ্র মাসের উল্লেখ করিতে হইবে ।

প্রমাণ ।

“তিথি কৃত্যেচ কৃষ্ণাদিৎ ॥” ইত্যাদি ।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীকে মঘাত্রয়োদশী কহে । ইহাতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য ।

প্রমাণ । বিষ্ণুধর্মোত্তরে, যথা,—

“প্রোষ্ঠপদ্যা-মতীতায়ং তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ।
এতাং স্তু শ্রাদ্ধ-কালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ ॥”
ইতি ।

ইহাতে মধু ও পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে ফলাধিক্য হয় ।

প্রমাণ । শঙ্ক, যথা,

“প্রোষ্ঠপদ্যা-মতীতায়ং মঘায়ুক্তাং ত্রয়োদশীং ।
প্রাপ্য শ্রাদ্ধং হি কর্তব্যং মধুনা পায়সেন চ ॥” ইতি ।

এবং, মনু,

“যৎ কিঞ্চিন্নধুনা মিশ্রং প্রদদ্যাৎ তু ত্রয়োদশীং ।

তদপ্যক্ষয়-মেব স্যাৎ বর্ষাস্থ চ মঘাস্থ চ ॥” ইতি ।

এবং হস্তানক্ষত্রে স্বর্ঘ্য থাকিলে, যদি ত্রয়োদশীতে মঘা যোগ হয়, তবে তাহাকে কুঞ্জরচ্ছায়া যোগ कहিয়া থাকে । ইহা অতি প্রশস্ত ।

প্রমাণ । কৃত্যচিন্তামণিতে, স্মৃতি, যথা,—

“কৃষ্ণ-পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মঘাস্বিন্দুঃ করেঃ রবিঃ ।

যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পূণ্যৈরবাপ্যতে ॥” ইতি ।

কি বিভক্তা কি অবিভক্তা সকলেই, ইহাতে পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধ করিবে ।

প্রমাণ । শ্রাদ্ধ-চিন্তামণিতে, স্মৃতি, যথা,—

“বিভক্তা অবিভক্তা বা কুর্য্যঃ শ্রাদ্ধমদৈবকং ।

মঘাস্থ চ তথান্যত্র নাধিকারঃ ॥ পৃথগ্ বিনা ॥” ইতি

এবং ইহাতে আশ্বিন মাস উল্লেখ কর্তব্য ।

প্রমাণ ।

“তিথিকৃত্যেচ ॥” ইত্যাদি ।

এবং এই মঘাত্রয়োদশী নিমিত্তক শ্রাদ্ধে, পুত্রবান্ ব্যক্তি পিও প্রদান করিবে না, অর্থাৎ পিও ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ করিবে ।

* করে হস্তানক্ষত্রে ।

† বিভক্ত অর্থাৎ ধনাদি বিভাগ পূর্বক বাহারা পৃথক হইয়াছে ।

‡ অবিভক্ত বাহারা পৃথক হয় নাই ।

¶ অন্যত্র কৃষ্ণপক্ষাদৌ, নাধিকারঃ ন নিত্যধিকারঃ ।

প্রমাণ । দেবীপুরাণ, যথা,

“তত্রাপি মহতী পূজা কর্তব্য পিতৃদৈবতে* ।

ঋক্ষে পিণ্ড-প্রদানং তু জ্যেষ্ঠ-পুত্রী বিবর্জয়েৎ ॥” ইতি

এই পিণ্ডরহিত শ্রাদ্ধ দ্বারা পক্ষ শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে ।

কাস্তন মাসের কৃষ্ণা এয়োদশী যদি শতভিষা নক্ষত্র যুক্ত হয়, তবে তাহাকে বারুণী কহে । আর যদি উহাতে শনিবার হয়, তবে মহা বারুণী কহে । এবং যদি, ত্রয়োদশী, শতভিষানক্ষত্র, শনিবার, ও তাহাতে শুভযোগ, এই চারিটি একত্র হয়, তবে তাহাকে মহা মহা বারুণী কহে ।

প্রমাণ । স্বন্দ পুরাণে, যথা,—

“বারুণেনাং সমায়ুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ।

গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহ-শতৈঃ সমা ॥” ইতি

এবং,

“শনিবার সমায়ুক্তা সা মহা বারুণী স্মৃতা ।

গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিসূর্য্য-গ্রহৈঃ সমা ॥” ইতি ।

এবং চ,

“শুভযোগ-সমায়ুক্তা শনৌ শতভিষা যদি ।

মহামহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটি-কুলঞ্চমুদ্বরেৎ ॥” ইতি ।

ইহার স্নানে, চৈত্র মাস উল্লেখ করিবে ।* এবং বারুণীর ও উল্লেখ করিতে হইবে ।†

* পিতৃদৈবতে ঋক্ষে, মধ্যায়াং ।

† বারুণেন ইতি । বারুণং শতভিষা ।

‡ কুলং পুরুষং ।

* প্রমাণ । পূর্ব্বোক্ত

“তিথিকৃত্যেচ কৃষ্ণাদিঃ ॥” ইত্যাদি ।

† অর্থাৎ বারুণীর উল্লেখ করিলে এইরূপ বাক্য হইবে ।

প্রমাণ ।

“মাসপক্ষ তিথীমাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্বশঃ ।

উল্লেখন মকুর্বাণো ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ ॥” ইতি ।

এবং হইতে সধুাদি সকলেই স্থান করিবে ।

প্রমাণ । হেগাদ্বিধিত বচন, যথা,—

“ভোগায় ক্রিয়তে যৎতু স্থানং যাদৃচ্ছিকং নরৈঃ ।

তন্নিষিদ্ধং দশম্যাদৌ নিত্য নৈমিত্তিকে নতু ॥” ইতি ।

আর রাত্রিতেও যদি এই যোগ হয়, তথাপি বাত্রিতেই স্থান করিবে ।

প্রমাণ । ব্রহ্মাণ্ড পুৰাণে, যথা,—

“দিবা রাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং গঙ্গায়াঞ্চ প্রসঙ্গতঃ ।

স্নান্না-শ্বমেধজং পুণ্যং গৃহে হুপ্যাক্ত তত্তজ্জলৈঃ ॥”

ইতি ।

আর চৈত্র মাসের শুক্লা এয়োদশীর নাম মদন ত্রয়োদশী ।

প্রমাণ । ভবিষ্যে, যথা,—

যথা,—

চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং ।

এবং মহামহা বারুণী হইলে, “মহামহা বারুণ্যাং” এইরূপ বলিতে হইবে ।

আর ইহার ফলেরও তারতম্য আছে । যথা,—

কেবল বারুণীতে, বহু শত সূর্য্য গ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফল । ১ ।

মহা বারুণীতে, বহু কোটি সূর্য্য গ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফল । ২ ।

মহাগহা বারুণীতে, ত্রিকোটি কুলোদ্ধারণ রূপ ফল । ৩ ।

“চৈত্র শুর ত্রয়োদশ্যাং মদনং দমনাত্মকং* ।
কৃত্বা সংপূজ্য বিধিবদ্ বীজয়েদ্ ব্যজনেন তু ॥” ইতি ।

অথ চতুর্দশী ।

শুর পক্ষে পূর্ণিমাশুক চতুর্দশী গ্রাহ্য ।

প্রমাণ ।

“যুগ্মান্নি” ইত্যাদি যুগ্মবচন ।

কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দশী গ্রহণ করিবে ।

প্রমাণ । নিগমে, যথা,—

“কৃষ্ণ পক্ষে ২৫তমী চৈব কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী ।
পূর্ব-বিদ্বৈব কর্তব্য্য পরবিদ্বা ন কুত্রচিৎ ॥” ইতি ।

বৈশাখ মাসের শুর পক্ষের চতুর্দশীকে নরসিংহ চতুর্দশী কহে । ইহাতে
সাৎকালে ভগবান্ নৃসিংহদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।

প্রমাণ । হবিভক্তি বিলাসে, আগমে, যথা,—

“বৈশাখে শুর পক্ষে তু চতুর্দশ্যাং মহাতিথৌ ।
সায়ং প্রহ্লাদ-ধিক্কার-মসহিষ্ণুঃ পবো হরিঃ ॥
সদ্যঃ কটকটাশক-বিস্মাপিত-সভাজনঃ ।
লীলয়া গর্ত্তস্তস্তান্তা দুদ্ভুতঃ—॥” ইত্যাদি ।

এই ব্রতের নিত্যতা আছে ।

প্রমাণ । তত্রৈব, বৃহদ্রাবসিংহ পুরাণ, যথা,—

“বর্ষে বর্ষে তু কৰ্তব্যং মম সন্তুষ্টি কারণং ॥” ইতি ।

এবং,

“বিজ্ঞায় মদ্দিনং যন্ত লজ্জয়েৎস তু পাপভাক্ ॥ ইতি ।

এবং,

“বৈশাখ শুক্ল পক্ষস্য চতুর্দশ্যাং সমাচরেৎ ।

মজ্জম-সন্তবং পুণ্যং ত্রতং পাপ প্রণাশনং ॥” ইতি ।

এই চতুর্দশীতে, যদি শনি কিম্বা মঙ্গল বার হয় । এবং স্বাতী নক্ষত্র ও সিদ্ধযোগ প্রাপ্ত হয়, তবে অত্যন্ত প্রশস্ত ।

প্রমাণ । তত্রৈব, যথা,—

“স্বাতী নক্ষত্র যোগে তু শনিবারে হি মদ্রুতং ।

সিদ্ধ যোগস্য যোগে চ লভ্যতে দৈবযোগতঃ* ॥

এবং, তত্রৈব, আগমে চ,

“প্রিয়া চতুর্দশী ভোমে কৰ্তব্য্য কিম্বিষাপহা ॥” ইতি ।

কিন্তু যদি জ্যৈষ্ঠাদশী বিদ্যা হয়, তবে ঐ সকল যোগ থাকিলেও তাহাৰে পরিত্যাগ করিবে ।

প্রমাণ তত্রৈব, আগমে, যথা,—

“কাম বিদ্যাণ ন কৰ্তব্য্য স্বাতী ভোমযুতা যদি॥” ইতি ।

এবং বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সাবিত্রীব্রত করিতে হয় । এই নিমিত্ত ইহাকে সাবিত্রী চতুর্দশী কহে ।

* কদাচিন্নহা ভাগ্যেনৈধ লভ্যতে ইত্যর্থঃ ।

+ কাম জ্যৈষ্ঠাদশী তেন বিদ্যা ।

প্রমাণ । পরাশর, যথা,—

“মেঘে বা বৃষভে বাপি সাবিত্রীং তাং বিনির্দিশেৎ ॥”
ইতি ।

এই চতুর্দশী যদি উভয় দিনে প্রদোষ কাল ব্যাপিনী হয়, তবে পর দিন ব্রত কর্তব্য ।

প্রমাণ । জ্যোতিষে, যথা,—

“চতুর্দশ্যা মমাবাস্যা যদা ভবতি নারদ ।
উপোষ্যা পূজনীয়া সা চতুর্দশ্যাং বিধানতঃ ॥” ইতি ।

ইহার বাক্যে জ্যৈষ্ঠ মাস উল্লেখ হইবে ।

প্রমাণ ।

“তিথিকৃত্যে চ ॥” ইত্যাদি ।

ভাদ্র মাসে কৃষ্ণা চতুর্দশীকে অঘোরা চতুর্দশী কহে ।

প্রমাণ । ভবিষ্যন্তরে, যথা,—

“ভাদ্র মাস্য-সিতে পক্ষে অঘোরাখ্যা চতুর্দশী ॥” ইতি ।

ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দশীর নাম অনন্তচতুর্দশী । ইহাতে অনন্তব্রত করিতে হয় ।

প্রমাণ । ভবিষ্যে, যথা,—

“অনন্ত ব্রত মেতন্নি সর্ব পাপহরং শুভং ।
সর্বকাম প্রদং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব যুধিষ্ঠির ।
তথা শুক্ল চতুর্দশ্যাং মাসি ভাদ্র পদে ভবেৎ ॥” ইতি ।

কার্তিকে কৃষ্ণাচতুর্দশীকে ভূত চতুর্দশী কহে । ইহাতে দ্বান, যমের তপণ, ও দীপদান করিবে ।

প্রমাণ । নৈমজ্জ, যথা,—

“কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু চতুর্দশ্যামিনোদয়ে ।

অবশ্যমেব কর্তব্যং স্নানং নরক ভীরুভিঃ ॥”

“ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ ।

নরকায়* প্রদাতব্যো দীপঃ সংপূজ্য দেবতাঃ ॥” ইতি ।

অগ্রহায়ণের শুক্ল চতুর্দশীর নাম পাষাণ চতুর্দশী ।

প্রমাণ । ভবিষ্যে যথা,

“বৃশ্চিকে শুক্লপক্ষে তু যা পাষাণ চতুর্দশী ।

তস্যামারাধয়েদ্ গোবীঃ নক্তং পাষাণ ভোজনৈঃ ॥”† ইতি ।

মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীকে রটন্তী চতুর্দশী কহে ।

প্রমাণ । যম, যথা,

“মাঘে মাস্য-সিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দশী ।

তস্য মুদয় বেলায়াং‡ স্নাতো নাবেক্ষতে যমং ॥” ইতি ।

এই চতুর্দশী যদি উভয় দিন অরুণোদয় কালে প্রাপ্ত হয়, তবে পূর্বদিন স্নান করিবে ।

প্রমাণ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

এবং, সমুদ্রকর ভাষা দ্বত বচন । যথা,

“অনর্কাভ্যুদিতে কালে মাঘে কৃষ্ণ চতুর্দশী ।

সতার ব্যোম কালে তু তত্র স্নানং মহাফলং ॥” ইতি ।

* নরকায়, নরক নিবৃত্তয়ে ।

† পাষাণ-ভোজনৈঃ পাষাণাকার পিষ্টক-ভোজনৈঃ ।

‡ উদয় বেলায়াং-অরুণোদয় বেলায়াং ।

ইহার বাক্যে মাঘমাসই উল্লিখিত হইবে ।

প্রমাণ ।

“ তিথি কৃত্যেচ ” ইত্যাদি ।

ফাল্গুনমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীর নাম শিব চতুর্দশী ।

প্রমাণ । কালমাধবীয় ধৃত, কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডে, যথা,

“ মাঘ মাসস্য শেষে যা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ ।*

কৃষ্ণা চতুর্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ” ইতি ।

ইহার ব্যবস্থা ।

যে দিবস প্রদোষ † ও নিশীথ উভয় ব্যাপিনী চতুর্দশী হইবে, সেই দিন ব্রত কর্তব্য ।

প্রমাণ । স্মার্ত্ত, যথা,

“ এবঞ্চ যদিহেন প্রদোষ নিশীথোভয় ব্যাপিনী চতুর্দশী,

তদ্দিনে ব্রতং, উভয় ব্যাপ্ত্যনুরোধাৎ ॥ ” ইতি ।*

আর যদি পূর্ক্বেদিন নিশীথ ব্যাপিনী, ও পরদিন প্রদোষমাত্র ব্যাপিনী চতুর্দশী হয়, তথাপি পূর্ক্বেদিন ব্রত হইবে ।

প্রমাণ । ঈশান সংহিতা, যথা,

— “ মাঘে কৃষ্ণ চতুর্দশ্যা-মাদিদেবো মহা নিশি ।

শিব লিঙ্গতয়োদ্ভূতঃ কোটি সূর্য্য সমপ্রভঃ ।

তৎকালব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রি ব্রতে তিথিঃ ॥ ” ইতি ।

* অত্র একস্ম্যাপ্তিথে মঘীয়ত্র ফাল্গুনীয়ত্রে মুখ্যগৌণ বৃত্তিভ্যাং অবিকল্পে । তত্ত্ব

“ মাঘানন্তরা চতুর্দশী শিবরাত্রিঃ । ইতি স্মার্ত্তঃ ।

† প্রদোষ শব্দে, সূর্য্যাস্তের পর দুই ঘটিকা কাল । তথাচ । বৎস, যথা,—

“ প্রদোষো ২২২য়াদুর্দ্ধঃ ঘটিকা২য় মিষ্যতে ॥ ” ইতি ।

এবং পূৰ্বদিন যদি নিশীথ ব্যাপিনী না হইয়া, পরদিন প্রদোষ ব্যাপিনী চতুর্দশী হয়। তবে পরদিনে ত্রত কর্তব্য।

প্রমাণ। হেমাদ্রিধৃত স্মৃতি, যথা,—

“প্রদোষ ব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রি চতুর্দশী ॥” ইতি।

এবং

“শিবাঘোরা তথা প্রেতা সাবিত্রী চ চতুর্দশী।

কুল্লযুক্তৈব কর্তব্য কুহ্মা মেব হি পারণং ॥” ইতি।

ইহার পারণ। যদি পরদিন চতুর্দশী থাকে, তবে তাহার মধ্যে, আর যদি না থাকে তবে অমাবাস্যায় পারণ করিবে।

ইহার বাক্যে ফাল্গুন মাস উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রমাণ।

“তিথিকৃত্যেচ” ইত্যাদি।

অথ বৈষ্ণব মতে শিবরাত্রি ব্যবস্থা।

যদি চতুর্দশী শুদ্ধা হয়, তবে তাহাতেই উপবাস করিবে। আর যদি এয়োদশী বিদ্ধা হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরদিন উপবাস করিবে।

প্রমাণ। হরিভক্তি বিলাসে, যথা,—

“শিবরাত্রি ত্রতে ভূতং কাম বিদ্ধং বিবর্জয়েৎ ॥” ইতি।

কিন্তু ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দশী ত্যাগের বিশেষ এই। যদি পরদিন অমাব-
স্যাতে চতুর্দশীর যোগ থাকে, তবেই পূৰ্বদিন বিদ্ধাকে ত্যাগ করিয়া, পরদিন
অমাবাস্যা যোগ যুক্ত চতুর্দশীতে উপবাস করিবে।

প্রমাণ। হরিভক্তি বিলাসে, পরাশর, যথা,—

“মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজম্মু পৈতিযোগং যদি পঞ্চদশ্যা ।
জয়া প্রযুক্তাং নতু যাতু কুর্যাৎ শিবস্য রাত্রিং প্রিয়কৃচ্ছিবন্ত ॥”
ইতি ।

যোগের লক্ষণ এই ।

তত্রৈব লোঁগাক্ষিবচন, যথা,—

“দ্বিমুহূর্তো ভবেদ্যোগো বেধো মোহুর্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥” ইতি ।

চৈত্র মাসে কৃষ্ণ চতুর্দশীতে যদি মঙ্গলবার হয়, তবে তাহাতে গঙ্গাস্নান
ও গঙ্গাজল পান কারিলে পিশাচত্ব হয় না ।

প্রমাণ । ভোজদেব ধৃত বচন, যথা,—

“চৈত্রে কৃষ্ণ চতুর্দশ্যা মঙ্গারক দিনং ভবেৎ ।

পিশাচত্বং পুনর্নস্যাদ্ গঙ্গায়াং স্নানভোজনাৎ” ॥ ইতি ।

আর চৈত্র মাসের শুক্লাচতুর্দশীকে মদন চতুর্দশী কহে । ইহাতেও শিবের
নিকটে গঙ্গাস্নান করিলে পিশাচত্ব হয় না ।

প্রমাণ । দেবল, যথা,

“চৈত্রে শুক্ল চতুর্দশ্যাং যঃ স্নায়াৎ শিবসম্মিধৌ ।

পিশাচত্বং তস্য স্যাৎ গঙ্গায়াং তু বিশেষতঃ” ॥ ইতি ।

অথ পূর্ণিমা ।

চতুর্দশীযুক্ত যে পূর্ণিমা তাহাতে দৈবাদি কৰ্ম্ম করিবে ।

প্রমাণ । “যুগ্মাণি কৃত” ইত্যাদি যুগ্মবচন ।

ইহাতে স্রোতজলে স্নান করিলে, যনের পুর দর্শন হয় না ।

প্রমাণ । যথা,

“পক্ষান্তে স্রোতসি স্নায়াৎ তেন নায়াতি মৎপুরং ॥” ইতি ।

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা অতি প্রশস্তা। ইহা বরাহ কল্পের অন্য তিথি।
ইহাতে স্নান দানাদি করিলে অনন্ত ফল হয়।

প্রমাণ । হরিভক্তি বিলাসে, পদ্মপুরাণ, যথা,

“তত্রাপি পূর্ণিমা পুণ্য মাধবী * মাধব প্রিয়া ।

যেয়ং বরাহ কল্পস্য তিথিরাদ্যা মহাফলা” ॥ ইতি ।

জ্যৈষ্ঠ সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমাতে যদি জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্র হয়, তবে তাহাকে মহাজ্যৈষ্ঠী কহে।

প্রমাণ । রাজমার্গে, যথা,

“জ্যৈষ্ঠে সম্বৎসরে † চৈব জ্যৈষ্ঠ মাসস্য পূর্ণিমা ।

জ্যৈষ্ঠাভেন সমায়ুক্তা মহা জ্যৈষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা” ॥ ইতি ।

আর জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রে, (বৃশ্চিক রাশিতে) বৃহস্পতি ও চন্দ্র, এবং রোহিণী নক্ষত্রে (বৃষরাশিতে) যদি সূর্য থাকেন। তবে সেই পূর্ণিমাতে, বৃহস্পতিবার যোগ হইলে, কিম্বা বৃহস্পতিবার যোগ না হইলেও, মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

প্রমাণ । ব্রহ্মপুরাণে, যথা,

* মাধবী বৈশাখী ।

† জ্যৈষ্ঠ সম্বৎসরশ্চ । “জ্যৈষ্ঠা মূলোপগে জীবৈ বর্ষস্যচ্ছত্রদৈবতং” ইতি বক্ষু ধর্মোত্তরো গ্রাহঃ । নতু সংবৎসরাদি পঞ্চকৃত্ত্বগত বর্ষ বিশেষঃ জ্যৈষ্ঠঃ । ইতি স্মার্তভট্টাচার্য্যঃ ।

“ঐন্দ্রে * গুরুঃ শশী চৈব প্রাজাপত্যো † রবিস্তথা ।
পূর্ণিমা গুরুবারেণ মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা” ॥ ইতি ।

এবং

“ঐন্দ্রে গুরুঃ শশী চৈব প্রাজাপত্যো রবিস্তথা ।
পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠ মাসস্য মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা” ॥ ইতি ।

অনুরাধা নক্ষত্রে, (বৃশ্চিক রাশিতে) বৃহস্পতি থাকিয়া, এই রূপ হইলেও মহাজ্যৈষ্ঠী হইবে ।

প্রমাণ । তত্রৈব, যথা,

“ঐন্দ্রে মৈত্রে যদা জীব স্তৎপঞ্চদশকে রবি ।
পূর্ণিমা শক্রচন্দ্রেণ মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ইতি ।

এবং অনুরাধানক্ষত্রে, (বৃশ্চিক রাশিতে) চন্দ্রে, ও বৃহস্পতি যদি থাকেন, তাহা হইলেও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমাকে মহাজ্যৈষ্ঠী কহে ।

প্রমাণ । ব্যাভ্রভূতি, যথা,

“ঐন্দ্রক্ষে ত্বথবা মৈত্রে গুরুচন্দ্রৌ যদাস্থিতৌ ।
পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠ মাসস্য মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥” ইতি ।

এই মহাজ্যৈষ্ঠীতে পুরুষোত্তম দর্শন করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় । এবং গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয় ।

প্রমাণ । ব্রহ্মপুরাণে, যথা,

“মহাজ্যৈষ্ঠাং তু যঃ পশ্যেৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমং ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি মোক্ষং গঙ্গান্মুগজ্জনাং” ॥ ইতি ।

এই পূর্ণিমাকে মন্বন্তরা কহে ।

* ঐন্দ্রে, জ্যেষ্ঠায়াম্ ।

† প্রাজাপত্যো, যোহিণ্যাম্ ।

প্রমাণ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা ও মন্বন্তরা।

প্রমাণ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

ইহাতে স্নানদানাদি কর্তব্য।

প্রমাণ। অষাধ্য কাণ্ডে, যথা,

“আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মাঘী তিথয়ঃ পুণ্য সম্ভবাঃ।

অপ্রদানবতো * যাস্তু যস্যার্যোহনুমতোগতঃ ॥” ইতি।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে স্নান ও শ্রাদ্ধ কর্তব্য।

প্রমাণ। বিষ্ণু ধর্ম্মোক্তরে, যথা,

“পৌর্ণমাসী তথা মাঘী শ্রাবণীচ নরোত্তম।

প্রৌষ্ঠপদ্যামতীতায়ান্ তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ॥

এতাংস্তু শ্রাদ্ধ কালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ” ॥ ইতি।

ইহার ব্যবস্থা এই।

যেদিনে সঙ্গবকালে পূর্ণিমার লাভ হইবে। সেই দিনে শ্রাদ্ধ করিবে।

প্রমাণ। বায়ু পুরাণে, যথা,

“শুক্রপক্ষস্য পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ইতি।

যদি উভয় দিনে সঙ্গবকালে পূর্ণিমার লাভ হয়। তবে পর দিনে শ্রাদ্ধ করিবে।

প্রমাণ।

“শুক্রপক্ষে তিথি গ্রীহ্মা যস্য মভ্যুদিতোরবিঃ”। ইতি।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাকে কোজাগর পূর্ণিমা কহে। ইহাতে প্রদোষকালে লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়।

প্রমাণ। লিঙ্গপুরাণে, যথা,

* অপ্রদানবতো দানরহিতস্য।

“কৌমুদ্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীং” ॥ ইত্যাদি ।

ইহার ব্যবস্থা । যেদিবস প্রদোষ ও নিশীথ উভয় ব্যাপিনী পূর্ণিমা হইবে ।
সেই দিন কোজাগর কৃত্য করিবে ।

প্রমাণ । স্মার্ত্ত, যথা,—

“যদ্বিনে প্রদোষনিশীথোভয় ব্যাপিনী পৌর্ণমাসী, তদ্বিনে
কোজাগর কৃত্যং । উভয়ব্যাপ্ত্যনুরোধাৎ” । ইতি ।

আর যখন পূর্বদিন নিশীথ ব্যাপিনী, ও পরদিনে প্রদোষ ব্যাপিনী না
হয় । তখন পূর্বদিনেই কর্তব্য ।

প্রমাণ । স্মার্ত্ত, যথা,—

“যদাতু পূর্বদিনে নিশীথব্যাপ্তিঃ পরদিনে ন প্রদোষ
ব্যাপ্তিস্তদা স্ততরাং পূর্বেত্য়স্তৎ কৃত্যং” । ইতি ।

কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা মহন্তরা । ইহাতে স্নানদানাদি কর্তব্য ।

প্রমাণ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

আর পৌষী পূর্ণিমার পর মাঘী পূর্ণিমা পর্যন্ত মূলক ভোজন নিষিদ্ধ ।

প্রমাণ । স্বন্দ পুরাণে, যথা,—

পৌষ্যাংতু সমভীতায়্যং যাবদভবতি পূর্ণিমা” ।—

“বরং ভোজ্য মভক্ষ্যংতু পিবেদ্বা গর্হিতং চ যৎ ।

বর্জনীয়ং প্রযত্নেন মূলকং মদিরা সমং” ॥ ইতি ।

মাঘমাসের পূর্ণিমা যুগাদ্যা ।

প্রমাণ । ব্রহ্মপুরাণে, যথা,—

“মাঘেতু পৌর্ণমাস্যাংবৈ ঘোরং কলিযুগংস্মৃতং” ॥ ইতি ।

ইহাতে শ্রাদ্ধ ও দানাদি কর্তব্য ।

প্রমাণ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা ও মহন্তরা ।

প্রমাণ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

এই ফাক্তরী পূর্ণিমাতে, ভগবানের দোলযাত্রা উৎসব করিবে ।

প্রমাণ । স্কন্দপুরাণে, যথা,—

“ফাক্তর্যাং ক্রীড়নং কুর্যাদ্ দোলায়াং মম ভূমিপ” ॥ ইতি

অথ অমাবস্যা

অমাবাস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, ও সংক্রান্তি, এবং শ্রাদ্ধ দিবস সায়াং সন্ধ্যা করিতে নিষিদ্ধ ।

প্রমাণ । ব্যাস যথা,—

“সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োঃস্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে ।

সায়াং সন্ধ্যা ন কুর্বাতি কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ” ॥ ইতি ।

সোমবারে যদি সিনীবালা; কিম্বা কুহু হয় । তবে তাহাতে স্নান করিলে সহস্রগাভি দানের সমান ফল লাভ হয় ।

প্রমাণ । ব্যাস, যথা,—

“সিনীবালা * কুহুর্বাপি যদি সোম দিনে ভবেৎ ।

গোসহস্রফলং দদ্যাৎ স্নানং যম্মোনিনা † কৃতং” ॥ ইতি ।

ভাদ্র মাসের অমাবস্যাকে মহালয়া কহে । ইহাতে শ্রাদ্ধ ও ষোড়শ পিণ্ডদান কর্তব্য ।

প্রমাণ । সত্বেসর প্রদীপে, যথা,—

চতুর্দশীযুক্তা অমাবাস্যা ।

† এতচ্চ যৌনং অকণোদয়মারভ্য স্নান পর্য্যন্তং । নতু স্নানকাল মাত্রে ।

“অমাবস্যাংতু কন্যার্কৈ তীর্থ প্রাপ্তৌ তথা নৃপ।

কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানেন দদ্যাৎ যোড়শ পিণ্ডকং” ॥ ইতি।

ইহার বাক্যে আশ্বিন মাস উল্লেখ করিবে।

প্রমাণ। “তিথি কৃত্যেচ” ইত্যাদি।

আশ্বিন মাসের অমাবস্যাকে দীপাশ্বিতা কহে। ইহাতে পার্জন শ্রাদ্ধ করিবে।

প্রমাণ। ভবিষ্যে, যথা,—

“যেয়ং দীপাশ্বিতা রাজন্ থ্যাতা পঞ্চদশী ভূবি।

তস্যাত্ দদ্যামচেদন্তং পিতৃণাং বৈ মহালয়ে ॥ ইতি।

এবং প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মী পূজা কর্তব্য।

প্রমাণ। ব্রহ্মপুরাণ, যথা,—

“প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীং পূজয়িত্বা যথাক্রমং।

দীপবৃক্ষা স্তথা কার্য্যা ভক্ত্যা দেব গৃহেষ্বপি” ॥ ইতি ॥

পূৰ্বদিন যদি শ্রাদ্ধ করিবার উপযুক্ত কালে অমাবস্তা না পায়, তবে পূৰ্ব দিন শ্রাদ্ধ করিবে না। কেবল উদ্ধা গ্রহণ করিবে। আর উভয় দিনে যদি শ্রাদ্ধ হয়, তবে পরদিনেই কর্তব্য।

প্রমাণ। “যুগ্মাশ্বি” ইত্যাদি যুগ্মবচন।

আর পূৰ্বদিন প্রদোষকালে শ্রাদ্ধ হইয়া পরদিন রাজি একদণ্ড পর্য্যন্ত যদি থাকে, তাহা হইলেও পরদিন কর্তব্য।

প্রমাণ। জ্যোতির্বিচরন, যথা,—

“দৈগুকে রজনীযোগে দর্শস্য স্যাৎ পরেহহনি।

তদা বিহায় পূৰ্বৈদ্ব্যঃ পরেহহি সুখরাত্রিকা।” ইতি।

ইহার বাক্যে কার্তিক মাস উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রমাণ। “তিথিকৃত্যেচ” ইত্যাদি।

পৌষ কিম্বা মাঘ মাসের অমাবস্যাতে যদি রবিবার ব্যতীপাতযোগ, ও শ্রবণানক্ষত্র প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে অর্কোদয় যোগ কহে। ইহাতে স্নান করিলে কোটি সূর্যাগ্রহণকালে স্নানে যে ফল, সেই ফললাভ হয়।

প্রমাণ। পাশ্চাত্যানির্ণয়ামতে, যথা,—

অমার্কপাত শ্রবণৈষু ত্র্যচৈৎ পৌষমাঘয়োঃ ।

অর্কোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটি সূর্যাগ্রহৈঃ সমঃ ॥” ইতি ॥ *

এই যোগ যদি পৌষ মাসেব অমাবস্যাতে হয়, তবে মাঘ মাস উল্লেখ করিবে। আর মাঘ মাসের অমাবস্যাতে হইলে ফাল্গুন মাস উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রমাণ। “তিথিকৃত্যেচ ইত্যাদি।

এবং ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা মন্বাদি।

প্রমাণ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

অথ শ্রাদ্ধকৃত্য ।

অমাবস্যা, অষ্টকা অর্থাৎ পৌষাদি মাসত্রয়ের কৃষ্ণাষ্টমী, মঘা, আশ্বিন ফাল্গুন ও জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষ, আষাঢ়ীয় পঞ্চম পক্ষ, মাঘী পূর্ণিমা, শ্রাবণী পূর্ণিমা শ্রাদ্ধের নিত্যকাল।

প্রমাণ। যথা,—মার্কণ্ডেয়পুরাণে —

“কার্য্যংশ্রাদ্ধ মামাবাস্ত্রং মাসি মাস্ত্যড়ুপক্ষয়ে ॥ ইতি ।

এবং শাতাতপ—

নবোদকে নবান্নেচ গ্রহ-প্রচ্ছাদনে তথা ।

পিতরঃস্পৃহয়ন্ত্যন্ন-মষ্টকাস্ত্ৰ মঘাস্ত্ৰচ ॥ ইতি ।

এবং নাগর মণ্ডে—

* অত্র, সূর্য্যপর্কশতাধিকঃ” ইতি কৃত্যচিস্তামনৌ পাঠঃ । ইতি স্মার্তঃ ।

আষাঢ়াঃ পঞ্চমে পক্ষে কন্যাসংস্থেদিবাকরে ॥ ইতি ।

এবং মংস্য পুরাণে—

কন্যাকুস্তবৃষস্বেহর্কে কৃষ্ণ পক্ষেচ সর্বদা,

এবং বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

পৌর্ণমাসী তথা মাঘী শ্রাবণীচ নরোত্তম,

প্রৌক্তপদ্যামতীতায়ং তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ॥” ইতিচ

এই সকল বচন পরম্পরায় পূর্বোক্ত শ্রীকালের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং নবোদক, নবান্ন ও গ্রহণশ্রদ্ধেরও নিত্যত্ব দর্শিত হইয়াছে । পরে সিদ্ধান্ত ও লিখিত হইয়াছে ।

যথা—বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

“এতাংস্ত শ্রীকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ”

মলমাসে অমাবস্যা শ্রীক করিবে না ।

প্রমাণ । যথা,—কুথুমি—

সম্বৎসরাতিরেকো বৈ মাসো যঃ স্যাৎ ত্রয়োদশঃ ।

তস্মিৎত্রয়োদশে শ্রীকং নকুর্যাদিন্দুসংক্ষয়ে ॥” ইতি ॥

এবং স্বতিরত্নাকরে—

“একরাশি-স্থিতে সূর্য্যে যদি দর্শদ্বয়ং ভবেৎ ।

দর্শশ্রীকং তদাদৌ স্যাম পরত্র মলিন্মুচে ॥” ইতি ॥

এবং লঘুহারীত—

“সপিণ্ডীকরণা দুর্দ্ধং যৎকিঞ্চিৎ শ্রীকিকং ভবেৎ ।

ইক্কাপ্যথবা পূর্তং তন্ন কুর্য্যাৎ মলিন্মুচে ॥” ইতিচ ।

প্রতিমাসে পার্শ্ব শ্রীক্রে অশক্ত ব্যক্তি কন্যারশিস্থ সূর্য্যে কৃষ্ণপক্ষে শ্রীক করিলেই, পিতৃকুল পরিভূত হইবে ।

প্রমাণ যথা—কাষ্যাজিনি—

“নভস্যস্যাপরে পক্ষে শ্রাদ্ধং কুর্যা দ্বিনেদিনে ।

নৈব নন্দাদিবর্জ্যং স্যাৎ নৈব বর্জ্য্য চতুর্দশী ॥” ইতি ।

এবং বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

“উত্তরাদয়নাৎ শ্রাদ্ধে শ্রেষ্ঠং স্যাৎ দক্ষিণায়নম্ ।

চাতুর্মাস্যঞ্চ তত্রাপি প্রস্তুপ্তে কেশবে হিতম্ ॥”

এবং নাগরথণ্ডে—

“আষাঢ়্যাঃ পঞ্চমে পক্ষে কন্যা সংস্থে দিবাকরে ।

যো বৈ শ্রাদ্ধং নরঃ কুর্যাদেকম্নিম্নপি বাসরে ।

তস্য সম্বৎসরং যাবৎ তৃপ্তাঃ স্ত্র্যাঃ পিতরো ধ্রুবং ॥” ইতি

অমাবস্যাতিরিক্ত তিথিবিহিত প্রথমাষ্টকাদি শ্রাদ্ধ সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা করিতে পারেন ইত্যাদি বিধিসম্বন্ধেও নিম্নলিখিত বচন দ্বারা নিষিদ্ধ হইতেছে ।
যথা,—মত্—

“ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধ মাহিতায়ে দ্বিজন্মনঃ” ইতি

অমাবস্যায়ও পর্বেতে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহারই নাম পার্শ্বণ শ্রাদ্ধ ।

প্রমাণ যথা—ভবিষ্যপুরাণে

“অমাবস্যাং যৎক্রিয়তে তৎপার্বণমুদাহৃতং ।

ক্রিয়তেবা পর্বণি যৎতৎ পার্বণমিতি স্মৃতিঃ ॥” ইতি ।

হরিশয়নে, নন্দায়, কৃষ্ণপক্ষে ও কার্তিক মাসে নবান্ন শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ ।

প্রমাণ জ্যোতির্বচন যথা—

“নবান্নং নৈব নন্দায়াৎ* নচ স্তুপ্তে জনাৰ্দ্দনে ।

ন কৃষ্ণপক্ষে ধনুষি তুলায়াং নৈব কারয়েৎ ॥” ইতি ।

* প্রতিপৎ বস্তু একাদশী এই তিনটিকে নন্দা কহে ।

তন্মধ্যে আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষে হইতে পারে ।

প্রমাণ, যথা ব্রহ্মপুরাণে আশ্বিনাধিকারে

“শুক্লপক্ষে নবংধান্যং পকং জাত্বা স্নশোভনং ।

গচ্ছেৎ ক্ষেত্রী বিধানেন গীত-বাদ্য-পুরসরঃ ॥”

অনন্তর লিখিয়াছেন ।

“তেন দেবান্ পিতৃশ্চৈব তর্পয়েদর্চয়েত্তথা ॥” ইতিচ ।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষেও হইতে পারে ।

প্রমাণ বরাহ বচন যথা—

“বৃশ্চিকে শুক্লপক্ষেতু নবান্নং শস্যতে বৃধেঃ ॥” ইতি

ইহারও প্রথম তিন দিবস ও শেষ ছয় দিবস, ত্রয়োদশী, পঞ্চম তারাত্রয়, জন্মতিথি নক্ষত্র-চন্দ্র, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, একাদশী, শনিবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার, পোষমাস, চৈত্র মাস, কার্তিক মাস, পূর্বভাদ্রপদ, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বফল্গুনী মঘা ভরণী অশ্লেষা আর্দ্রা নক্ষত্র, হরিশয়ন, কৃষ্ণপক্ষ নবান্ন শ্রাদ্ধাদিতে নিষিদ্ধ ।

প্রমাণ যথা—জ্যোতিষে

“সূর্য্যোচৈব বিশাখণে স্মরতিথৌ পাণে ত্রিজন্যস্বিতে,

নন্দা-মন্দ-মহীজকাব্য-দিবসে পৌষে মর্ধোকার্ত্তিকে ।

ভেষ্মগ্রাহিশিবেষু বিষ্ণুশয়নে কৃষেঃ শশিন্যফ্টমে,

শ্রাদ্ধং ভোজনকং নবান্ন-বিহিতং পুত্রার্থনাশপ্রদং ॥”

এই সকল ভিন্ন শুভদিনে নবান্ন শ্রাদ্ধ কর্তব্য ।

পূর্বোক্ত শ্রাদ্ধাদি নিষ্পিত্তকের কর্তব্য, জীবৎ পিতৃকেরা পিত্রাদি কর্তব্য, পিতামহ ও প্রমাতামহাদির উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান করিবে ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধ করিয়া সে দিবস দ্বাতন্ত্রীড়া, কলহ, সায়াংসন্ধ্যা দিবাসয়ন পুনর্ভোজন করিবেনা ॥

প্রমাণ স্মৃতি, যথা—

“দ্যুতঞ্চ কলহৈকৈব সায়ংসন্ধ্যাং দিবাশয়ং ।
শ্রাদ্ধকৰ্ত্তাচ ভোক্তাচ পুনৰ্ভুক্তঞ্চ বৰ্জয়েৎ ॥”

এবং রাজমার্গে, যথা—

পুনৰ্ভোজন মধ্বানংছ্যতাদায়ন মৈথুনং ।
দানং শ্রুতিগ্রহংসন্ধ্যাং শ্রাদ্ধং কৃত্বাষ্টবৰ্জয়েৎ ॥”

শুক্লপক্ষীয় শ্রাদ্ধ পূৰ্ব্বাহ্নে, কৃষ্ণপক্ষীয় শ্রাদ্ধ অপরাহ্নে এবং একোদিশ্ট শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নে কর্তব্য ।

প্রমাণ, ব্রহ্মপুরাণে যথা—

“পূৰ্ব্বাহ্নে মাতৃকং শ্রাদ্ধ মপরাহ্নেতু পৈত্রিকং ।
একোদিশ্টন্ত মধ্যাহ্নে শ্রাত-বৃদ্ধি-নিমিত্তকং ॥
শুক্লপক্ষস্যতু পূৰ্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
কৃষ্ণ-পক্ষা পরাহ্নেতু রৌহিণস্ত * ন লজ্যয়েৎ ॥”
ইতি ।

মাতৃক শ্রাদ্ধ শব্দের অর্থ অশ্বষ্টকা শ্রাদ্ধ অর্থাৎ মাতা, মাতামহী ও প্রমাতা-মহীর শ্রাদ্ধ ।

প্রমাণ, যথা শঙ্খ—

“পিত্রাদি ত্রিক পত্নীষু ভোজ্যা মাতৃঃ শ্রুতি দ্বিজাঃ ।
স্ত্রীণামেবতু তদ্যস্মান্নাতৃশ্রাদ্ধ মিহোচ্যতে ॥”

ঐ মাতৃক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ অশ্বষ্টকাশ্রাদ্ধ শুক্লপক্ষীয় পার্শ্বর্গেই কর্তব্য প্রমাণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

বাক্রিতে শ্রাদ্ধ করা উচিত নয়

প্রমাণ, যথা—

“রাত্রৌ শ্রীকং নকুর্কীত রাক্ষসী কীর্তিতা হি সা ॥”

উভয় সন্ধ্যা ও সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্য নহে।

প্রমাণ, যথা মনু—

“সন্ধ্যায়োরুভয়োশ্চৈব সূর্য্যোচৈবাচিরোদিতৈ ॥”

ইতি ।

অতএব কৃষ্ণ পক্ষীয় পার্বেণ শ্রীকৃষ্ণ ও সপিত্তীকরণাদি অপারহিক শ্রীকৃষ্ণ কুতপাদি পাঁচ মুহূর্ত্ত, রৌহিণাদি চারি মুহূর্ত্ত ও দশমাদি মুহূর্ত্ত ত্রয় যথাক্রমে প্রশস্ত, প্রশস্তর ও প্রশস্ততম হয়।

দিবস পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার অষ্টমাংশের নাম কুতপ।

প্রমাণ, যথা—মৎসপুরাণে ।

অহোমুহূর্ত্তা বিখ্যাতা দশ পঞ্চচ সর্ব্বদা ।

তত্রাক্ষমো মুহূর্ত্তো যঃসকালঃ কুতপঃস্মৃত ॥ ইতি ।

অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থলে কুতপাদি পঞ্চ মুহূর্ত্তশব্দে পঞ্চদশ দণ্ড হইতে চতুর্বিংশতি দণ্ড পর্য্যন্ত পাঁচ মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দশ দণ্ড ।

যদি তিথি বিশেষ বিহিত শ্রীকৃষ্ণ দুই দিবস প্রশস্ত কালে উক্ত তিথির যোগ হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নিকৃত্য পরদিনে ও অপরাহ্ন কৃত্য পূর্ব্বদিনে কর্তব্য । প্রমাণ, যথা—

“যয়াস্তং সবিতা যাতি পিতরস্তামুপাসতে” ইত্যাদি ।

আর উভয় দিনেই যদি মুখ্যকাল না পায় তাহা হইলে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণ পক্ষের যথানিয়মে ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

রৌহিণ অর্থাৎ নবম মুহূর্ত্ত পূর্ব্বাহ্নি বিহিতের শেষাবধি ও অপরাহ্ন বিহিতের পূর্ব্বাবধি ।

দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে একোদ্বিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ আরম্ভ করিয়া রৌহিণ পর্য্যন্ত করিবে ।

প্রমাণ, ভোজদেবোক্ত গৌতম বচন—

“আরভ্য কৃতপে শ্রাদ্ধং কুর্যাদারৌহিণং বুধঃ ।

বিধিজেত! বিধিমাস্থায় রৌহিণস্ত ন লজ্জয়েৎ” ॥ ইতি ।

গ্রহণাদি শ্রাদ্ধে রাত্রির নিষেধ নাই ।

প্রমাণ যম বচন যথা—

“স্নানদানং তপঃ শ্রাদ্ধ মনন্তং রাহুদর্শনে ।

আসুরী রাত্রি রন্যত্র তস্মাৎ তাংপরিবর্জেয়েৎ” ॥ ইতি ।

এবং দেবল বচন

“রাহুদর্শন সংক্রান্তি বিবাহাত্যয়-বৃদ্ধিষু ।

স্নানদানাদিকং কুর্যুর্নিশি কাম্য ত্রতেষুচ” ॥ ইতি ।

যদি পূর্বদিন তৃতীয় প্রহর ‘পর্যাস্ত চতুর্দশী থাকে এবং পরে অমাবস্যা হয় ও ঐ অমাবস্যা পরদিন তৃতীয় প্রহর পর্যাস্ত থাকে তাহা হইলে অমাবস্যা শ্রাদ্ধ পরদিনে না হইয়া পূর্বদিনেই হইবে ।

প্রমাণ, ছন্দোগ পরিশিষ্টে কাত্যায়ন, যথা—

“যদা চতুর্দশী যামং তুরীয়মনুপুরয়েৎ ।

অমাবস্যা ক্ষীয়মাণা তদৈব শ্রাদ্ধ মিষ্যতে” ॥ ইতি ।

জ্যোতির্কিদ্ পণ্ডিতগণ অগ্রহায়ণ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় বিপরীত নিয়ম করেন ।

যথা—

“অত্রেন্দুরাদ্যে প্রহরেহবতিষ্ঠতে, চতুর্থভাগোন কলাবশিষ্টঃ ।

তদন্ত এবক্ষ্যমেতি কুৎস্নং এবং জ্যোতিশ্চক্রবিদো বদন্তি ॥”

অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে যদি জ্যৈষ্ঠ এবং অগ্রহায়ণ মাসে পূর্বের ন্যায় চতুর্দশী ও অমাবস্যার যোগ হয় তাহা হইলে পরদিনে হইবেক ॥

মলমাস যুক্ত বৎসরে পূর্বদিনে কর্তব্য ।

প্রমাণ কাত্যায়ণ, যথা—

“যস্মিন্মন্বে দ্বাদশৈকশ্চ যব্যঃস্তুস্মিংস্তৃতীয়য়া পরিদৃশ্যো
নোপ জায়েত” ॥ ইতি ।

যদি উভয় দিনেই অপরাহ্নে অমাবস্যা না পায় তাহা হইলে সান্নিকেরা
চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যায় নিরগ্নিকেরা প্রাতিপদযুক্ত অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিবে ।
প্রমাণ, কাল মাধবীয়ে জাবালি, যথা—

“অপরাহ্ন-দ্বয়াব্যাপী যদি দর্শস্তিথি ক্ষয়ে ।
আহিতাগ্নেঃ সিনীবালী-নিরগ্ন্যাদেঃ কুল্হর্মতা” ॥ ইতি

যদি পূর্বদিন ছয় দণ্ড ও পর দিন চতুর্বিংশ দণ্ড অমাবস্যা পায় তাহা
হইলে ঋগ্বেদীরা পূর্বদিন যজুর্বেদীরা পরদিন করিবে, কিন্তু সামবেদীরা উভয়
দিনেই করিতে পারে ।

প্রমাণ, লঘুহারীত, যথা,—

“ত্রিমুহূর্তাপি কর্তব্য পূর্বাদর্শাচ বহ্নুচৈঃ ।
কুল্লরধ্বর্যুভিঃকার্য্য যথেষ্টং সামগীতিভিঃ” ॥ ইতি ।

উভয় দিন মুখ্যাপরাহ্ন কাল লাভেও পূর্বোক্ত ব্যবস্থা ॥

পূর্বদিন দ্বাবিংশতি দণ্ডের পর অমাবস্যা হইলে এবং পরদিন চতুর্বিংশতি
দণ্ড পর্য্যন্ত ঐ অমাবস্যা থাকিলে পরদিন শ্রাদ্ধ করিবে ।

প্রমাণ, লঘুহারীত যথা,—

“বর্দ্ধমানা মমাবস্যাং লক্ষয়েদপরে হুহনি ।
যামাং স্ত্রীনধিকোবাপি পিতৃযজ্ঞস্ততোভবেৎ” ॥ ইতি ।

একোদ্ভিষ্ট শ্রাদ্ধ অষ্টম মুহূর্তে আরম্ভ করিরা নবম মুহূর্তে শেষ করিতে
হয়, ইহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । যদি উভয় দিবসেই ঐ অষ্টম এবং নবম

মুহূর্ত্তে বিহিত তিথির লাভ হয় তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিধানে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষানুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

প্রমাণ,

“শুক্রপক্ষে তিথিগ্রাহেত্যাদি”।

যদি পূর্বদিনে রৌহিণী ও কৃত্তিক এই উভয় মুহূর্ত্তেই তিথি পায় এবং পরদিনে কৃত্তিক মাত্রে পায় তাহা হইলে শুক্রপক্ষেও পূর্বদিনে শ্রাদ্ধ কর্তব্য।
প্রমাণ, যথা—

“আরভ্য কৃত্তিকে শ্রাদ্ধ মিত্যাদি”।

ঐ রূপ যদি পূর্বদিনে রৌহিণী মাত্রে এবং পরদিনে কৃত্তিকমাত্রে তিথি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে কৃষ্ণপক্ষেও পরদিনে, উভয়দিন অষ্টম মুহূর্ত্তে তিথির লাভ না হইলে শুক্রপক্ষেও পূর্বদিনে, আর পূর্বদিনে রৌহিণী না পাইয়া পরদিনে সপ্তম মুহূর্ত্ত পর্যন্ত থাকিলে কৃষ্ণপক্ষেও পরদিবসেই শ্রাদ্ধ কর্তব্য।

ভাতৃগণ বিভক্ত হইলেও সপিণ্ডীকরণাদি পৃথক করিবে না।

প্রমাণ, লঘুহারীত যথা—

“পৃথক্ নৈব স্নাতাঃ কুসুম্যঃ পৃথক্ দ্রব্য্যাপি কচিৎ।”

জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিভক্ত পিতৃধন দ্বারা ভাতৃগণের মত গ্রহণানন্তর শ্রাদ্ধ করিলেই সকলের সম ফল প্রাপ্তি হইবে।

প্রমাণ, মরীচি যথা—

“সর্বেষামন্ত মতং কৃৎস্না জ্যেষ্ঠেনৈবতু যৎকৃতম্।

দ্রব্যেণ চাবিভক্তেন সর্বৈরেব কৃতং ভবেৎ ॥”

সামান্যতঃ মলমাসে শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ হইলেও বিশিষ্টবচন দ্বারা আদ্য শ্রাদ্ধাদি কতক গুলির বিধি দর্শিত হইতেছে।

প্রমাণ, যথা, ব্যাস—

“জাত কৰ্ম্মান্ত কৰ্ম্মানি নবশ্রাদ্ধং তথৈব চ।

মঘাত্রয়োদশা শ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধান্যপি চ ষোড়শ।

চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহে স্নানং শ্রাদ্ধং নানং তথাজপঃ ।
কার্য্যানি মল মাসেহপি নিত্য নৈমিত্তিকং তথা ॥”
ইতি ।

প্রেত পক্ষ অথবা অমাবস্যায় মৃত ব্যক্তির সাধারণিক শ্রাদ্ধ তৎপূত্র কর্তৃক পার্জন বিধানেন কর্তব্য ।

প্রমাণ, শঙ্ক যথা—

“অমাবস্যাং-ক্ষয়ো यस্য প্রেত পক্ষেহ থবাপুনঃ ।
সপিণ্ডী করণা দুর্দ্ধং তমোক্তঃ পার্জনোবিধিঃ ॥”
ইতি ॥

যদি মৃতাহ অবিদিত থাকায় কিম্বা অন্য কোন বিষ বশতঃ সপিণ্ডীকরণ ও সাধারণিক শ্রাদ্ধ না করা হয় তাহা হইলে ক্ষুণ্ণপক্ষীয় একাদশীতে ঐ কন্দ্র করিবে আর যদি অন্য অশৌচ পূর্ব্বোক্ত শ্রাদ্ধের বিষকারী হয় তাহা হইলে অশৌচান্তে করিবে ।

প্রমাণ, রাজমার্ত্তণ্ড যথা—

“শ্রাদ্ধ বিস্মে সমুৎপন্নে মৃতাহে হবিদিতেহথবা ।*
† একাদশ্যাং প্রাকুর্বাঁত কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥
ইতি ।

দেয়ে পিতৃণাং শ্রাদ্ধেতু অশৌচং জায়তে যদি ।
তদশৌচ ব্যতীতেতু তেষাং শ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥” ইতি ।

আর যদি বিদেশস্থিত ব্যক্তির মৃত মাস জাত থাকে এবং তত্ত্বিধি অজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে ঐ মাসের অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ কর্তব্য ।

* মৃতাহা বিদিতে হথবা ইত্যত্র অন্তরামৃত হুচকে ইতি পাঠান্তরঃ ।

† একাদশ্যা মিত্যত্র অমাবস্যামিতি ।

‡ কৃষ্ণপুঙ্কেবিশেষতঃ ইত্যত্র বহুস্ত্যেকে মনীষিণ । ইতি ।

প্রমাণ, যথা বৃহস্পতি—

“ন জ্ঞায়তে মৃতাহশ্চেৎ প্রোষিতে সংস্থিতে সতি ।

মাসশ্চেৎ প্রতিবিজ্ঞাত স্তদ্বর্শে স্যান্মৃতাহনি ॥”

ইতি ।

যদি মাস জানা না থাকে কিন্তু তিথি জানা থাকে তাহা হইলে অগ্রহারণ ভাদ্র অথবা মাঘ মাসের ঐ তিথিতে কৰ্ম করিবে ।

প্রমাণ । বৃহস্পতি যথা—

“যদি মাসোন বিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতং দিনমেবচ ।

তদা মার্গশিরে * মাসি মাঘে বা তদ্দিনং ভবেৎ ॥” ইতি

যদি মাস এবং তিথি উভয়ই না জানা থাকে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি প্রহ্মান মাসের তদ্দিনে শ্রাদ্ধ কর্তব্য ।

প্রমাণ । বৃহস্পতি যথা—

“দিন মাসৌ ন বিজ্ঞাতৌ মরণস্য যদা পুনঃ ।

প্রহ্মান-দিন-মাসৌতু গ্রাহৌ পূর্বোক্তয়া দিশা ॥” ইতি ।

আর যদি প্রহ্মানের দিন মাস উভয়ই স্মরণ না থাকে অথবা কোন মাসে কোন দিবস মরিয়াছে ইহাও শ্রবণ গোচর না হয় তাহা হইলে মাঘ কিম্বা অগ্রহারণের অমাবস্তায় শ্রাদ্ধ করিবে ।

প্রমাণ । যথা প্রভাসথণ্ডে—

“মৃতস্যাহো ন জানাতি মাসঞ্চাপি কথঞ্চন ।

তেন কার্য্যমমাবস্যাং শ্রাদ্ধং মাঘেহপি মার্গকে ॥”

সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত মৃতের প্রেতত্ব থাকে, তজ্জন্য সৎসর প্রেতক্রিয় করিতে হয় ।

*পুত্ৰকাস্তরে মার্গশির ইত্যত্র আঘাতকইতি পাঠান্তরঃ ।

প্রমাণ । শান্তাতপ যথা—

“সপিণ্ডীকরণান্তঃ। তু জ্ঞেয়া প্রেতক্রিয়া বৃধৈঃ ॥” ইতি ।

“কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরং সম্বৎসরাৎ পরং ।

প্রেত-দেহং পরিত্যজ্য ভোগ-দেহং প্রপদ্যতে ॥”

এই বিষ্ময়জনক বচনে মৃতের প্রেতস্ব সম্বৎসরকালস্থায়ী হইলেও পূৰ্ব্বোক্ত বচন এবং বক্ষ্যমাণ বচন দ্বারা উহার সপিণ্ডীকরণান্তত্ব প্রতিপন্ন হইল ।

প্রমাণ । শান্তাতপ যথা—

“অর্বাণ্ সম্বৎসরাঙ্ক্কৌ পূর্ণে সম্বৎসরেহপিবা ।

যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতা ন তেষাম্ভু পৃথক্ ক্রিয়া ॥” ইতি ।

দেশান্তব প্রস্থিত ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বার্তা না পাইলে তাহার প্রেতত্বাবধারণ পূৰ্ব্বক পুত্র ও জাতিগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যথানিয়মে সম্পাদন করিবে ।

প্রমাণ যমবচন যথা—

“গতস্য ন ভবেৎ বার্তা। যাবদ্দ্বাদশ বাৰ্ষিকী ।

প্রেতাব ধারণং তস্য কর্তব্যং স্মৃত বান্ধবৈঃ ॥” ইতি ।

মৃতাহে পিতা ও মাতার সাধ্বৎসবিক শ্রাদ্ধ পুত্রের অবশ্য কর্তব্য ।

প্রমাণ । ভবিষ্য পুরাণ ও প্রভাস খণ্ডে যথা—

“মৃতাহনি পিতুর্ধন্তন কুর্যাৎ শ্রাদ্ধমাদরাৎ ।

মাতুর্শ্চৈব বরারোহে বৎসরাশ্চে মৃতাহনি ।

নাহন্তস্য মহাদেবী পূজাং গৃহ্নামি নো হরিঃ ॥” ইতি ।

আত্মদায়িক কার্য্যে শ্রাদ্ধজয় কর্তব্য ।

প্রমাণ শাভাতপ যথা—

“মাতৃ প্রাক্কন্ত পূৰ্ব্বং স্যাৎ পিতৃণাং তদনন্তরং ।

ততো মাতামহানাঞ্চ বৃক্কো প্রাক্ক প্রায়ং ভবেৎ ॥” ইতি ।

এই বচনোক্ত মাতৃপ্রাক্কের পুথক্ কর্তব্যতা নাই কারণ স্বভর্তৃ পিও মাত্রেই তাঁহাদিগের তৃপ্তি । উক্ত বিধি শূদ্র পক্ষে ।

প্রমাণ যথা ছন্দোগ-পরিষিষ্টে—

“ন যোষিত্যঃ পৃথক্ দদ্যাদবসান-দিনাদৃতে ।

স্বভর্তৃপিওমাত্রেভ্য স্তৃপ্তি রাসাং যতঃ স্মৃতা ॥” ইতি ।

অর্থ সংক্রান্তি ।

মকর, কর্কট, তুলা-মেঘ, ধনু-মিথুন-কন্যা-মীন, বৃষ-বৃশ্চিক-সিংহ-কুম্ভ, এই সকল সংক্রান্তির নাম যথা ক্রমে উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ, বিষুব, ষড়শীতি ও বিষ্ণুপদী ; অর্থাৎ বৈশাখ সংক্রান্তিব নাম মহাবিষুব, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির নাম বিষ্ণুপদী, আষাঢ় সংক্রান্তির নাম ষড়শীতি, শ্রাবণ সংক্রান্তির নাম দক্ষিণায়ণ, ভাদ্র সংক্রান্তির নাম বিষ্ণুপদী, আশ্বিন সংক্রান্তির নাম ষড়শীতি, কার্তিক সংক্রান্তির নাম জল বিষুব, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির নাম বিষ্ণুপদী, পৌষ সংক্রান্তি নাম ষড়শীতি, মাঘ সংক্রান্তির নাম উত্তরায়ণ, ফাল্গুন সংক্রান্তির নাম বিষ্ণুপদী চৈত্র সংক্রান্তির নাম ষড়শীতি ।

প্রমাণ যথা ভবিষ্য, সংস্যা, ও জ্যোতিষে—

“মৃগ-কর্কট সংক্রান্তৌ-দ্বৈতুদক্ দক্ষিণায়ণে,

বিষুবতী তুলা মেঘে গোল মধ্যে তথাপরাঃ ।

ধনুর্মিথুন কন্যাস্থ মীনৈচ ষড়শীতয়ঃ ।

বৃষ বৃশ্চিক সিংহেষু কুম্ভে বিষ্ণুপদীস্মৃতা ॥” ইতি ।

দিবাভাগে সংক্রান্তি হইলে সমস্ত দিন পুণ্য ।

প্রমাণ । জীমূতবাহন যথা—

“অহ্নিসংক্রমণে কৃৎস্নমহঃ পুণ্যমুদাহৃতং ।” ইতি ।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পর বোধিসদণ্ড পুণ্য ।

প্রমাণ । যথা দেবীপুরাণে—

“যাবদ্বিংশ কলা ভুক্তা তৎপুণ্যং চোত্তরায়ণে ।” ইতি ।

দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব ত্রিশদণ্ড পুণ্য ।

প্রমাণ । যথা দেবীপুরাণে—

“নিরংশে ভাস্করে দৃষ্টে দিনান্তং দক্ষিণায়ণে ।

অর্দ্ধরাত্র্যেত্বসম্পূর্ণে দিবা পুণ্যমনাগতং ॥” ইতি ।

বিষুব ও ষড়শীতি সংক্রান্তির পর মানার্ক এবং বিষুব সংক্রান্তির পূর্বপর-
দিবামানার্ক পুণ্য ।

প্রমাণ । যথা দেবীপুরাণে—

“অর্দ্ধরাত্র্য ব্যতীতেতু বিজ্ঞেয়ং চাপরেহহনি,

সম্পূর্ণে চার্করাত্র্যেচ উদয়াস্তময়েহপিবা,

মানার্কংভাস্করে পুণ্যমপূর্ণে শর্বরীদলে,

সম্পূর্ণেভূতয়োজ্ঞেয় মতিরেকে পরেহহনি,

ষড়শীতি মুখেহতীতে বৃত্তেচ বিষুবদ্বয়ে,

ভবিষ্যত্যয়নে পুণ্যমতীতে চোত্তরায়ণে,

আদৌ পুণ্যং বিজানীয়াৎ যদ্যভিন্না তিথির্ভবেৎ ॥” ইতি ।

সংক্রান্তি মন্দাদিভেদে সপ্ত প্রকার ।

প্রমাণ । যথা দেবীপুরাণে—

“মন্দা, মন্দাকিনী, ধ্বংসী, ঘোরা, চৈব মহোদরী ।

রাক্ষসী, মিশ্রিতা, প্রোক্তা সংক্রান্তিঃ সপ্তধা নৃপ ॥” ইতি ।

উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, এই তিন নক্ষত্রে সংক্রান্তি হইলে তাহার নাম মন্দা । চিহ্না, অমুরাধা, মৃগশিরা, ও রেবতী নক্ষত্রে রবির সংক্রমণ হইলে তাহাকে মন্দাকিনী সংক্রান্তি বলে । পূষ্যা, অশ্বিনী, হস্তাতে সংক্রমণে ধ্বংসী । জিহ্বীকী অর্থাৎ পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, পূর্বফল্গুনী, এবং মঘাতে সংক্রমণে ঘোরা । স্বাতি, পুনর্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, ও শতভিষার সংক্রান্তিতে মহোদরী । অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, ও মূল্যাতে সংক্রমণে রাক্ষসী এবং কৃত্তিকা ও বিশাখাতে সংক্রমণে মিশ্রিতা হয় ।

প্রমাণ । যথা দেবীপুরাণ—

“মন্দা ধ্রুবেষু বিস্তেয়া যদৌ মন্দাকিনী তথা,
ক্ষিপ্রে ধ্বংসী বিজানীয়াত্মে ঘোরা প্রকীর্তিতা,
চরৈ মহোদরী জেয়া ক্রুরৈঃখক্ষৈশ্চ রাক্ষসী,
মিশ্রিতা চৈব বিস্তেয়া মিশ্রিতক্ষৈশ্চ সংক্রমে ॥” ইতি ।

এই সকল সংক্রান্তির ক্রমাঘয়ে তিন, চারি, পাঁচ, সাত, আট, নয়, বার, দশের পুণ্যতমত্ব ।

প্রমাণ, যথা দেবীপুরাণে—

“ত্রিচতুঃপদ সপ্তাষ্ট নব দ্বাদশ এবচ ।

ক্রমেণ ঘটিকাহোতা স্তৎপুণ্যং পারমার্থিকং ॥” ইতি ।

গ্রহগণ যথা সময়ে এক রাশি হইতে রাশিস্তর গমন করিয়া নিয়মিত কাল ঐ রাশি ভোগ করেন এবং পুনর্ব্বার রাশিস্তর গমন করেন ।

প্রমাণ, জ্যোতিষ যথা—

“রবির্মাসং নিশান্নাথঃ সপাদ-দিবসদ্বয়ং
পক্ষত্রয়ং ভূমিপুত্রো বুধোহষ্টাদশবাসরান্
বর্ষমেকং সূরাচার্য্যচাষ্টাবিংশদিনং ভৃগুঃ
শনিঃ সার্কষয়ং বর্ষং স্বর্ভানুঃ সার্কবৎসরং
এবং প্রমাণাৎ সকলাঃ সুরাশিঃ ভুঞ্জতে গ্রহাঃ ॥” ইতি ।

রবি একমাস এক রাশি ভোগ করতঃ মাসান্তে রাশ্যন্তর গমন করেন, ঐ সংক্রমণ অর্থাৎ রাশ্যন্তর গমন কালের নাম সংক্রান্তি ।

“ত্রুটে: * সহস্রভাগোযঃ স কালো রবিসংক্রমঃ ”

এই প্রমাণে ত্রুটির সহস্রাংশের একাংশ কাল মাত্র সংক্রান্তি কাল, অতএব পূর্ব পর সময়ের পুণ্যত্ব ধ্বিরা স্বীকার করেন, অর্থাৎ স্নানদানাদি কৰ্ম্মে শুভ বলেন ।

প্রমাণ, দেবল যথা—

“যাযাঃ সন্নিহিতানাভ্য ণ স্তান্তাঃ পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥”

সন্ধ্যাকাল মুহূর্তমাত্র ।

প্রমাণ । যথা দক্ষঃ—

“অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্যনক্ষত্রবর্জিতঃ ।

সাত্ত্ব সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্বদর্শিতাঃ ॥” ইতি ।

যোগিযাজ্ঞবাল্যক্যঃ ।

“হ্রাসবৃদ্ধীচ সততং দিনরাত্রৌ যথাক্রমং ।

সন্ধ্যামুহূর্তমাখ্যাতা হ্রাসবৃদ্ধৌ সমাস্মৃতা ॥” ইতি ।

* “লঘুক্ষরচতুর্ভাগস্তু টিরিত্যভিধীয়তে” লঘু অক্ষর উচ্চারণের চারিঅংশের একাংশ কাল মাত্র ।

+ নাতী দক্ষঃ

অতএব সন্ধ্যা সংক্রমণে দিবা দণ্ডে দিবসের ও রাত্রিদণ্ডে রাত্রির পুণ্য^১ স্বীকৃত হইয়াছে।

রাত্রিকালে সংক্রমণ হইলে দিবসার্দ্ধের পুণ্যত্ব।

প্রমাণ, যথা কীমূতবাহন—

“অহি সংক্রমণে পুণ্য মহঃ কুংস্রং প্রকীৰ্ত্তিতং।

রাত্রৌ সংক্রমণে ভানোর্দিনার্দ্ধিং স্নানদানয়োঃ ॥” ইতি।

যদি কলান্যুনার্দ্ধরাত্রে সংক্রমণ হয় তাহা হইলে তদ্বিবসীয় শেষযামদ্বয় পুণ্য।

প্রমাণ, গর্গ বচন যথা—

“কলান্যুনার্দ্ধরাত্রেতু যদি সংক্রমণং ভবেৎ।

তদহঃ পুণ্যমিচ্ছন্তি গর্গ-গালব-গোতমাঃ ॥” ইতি।

এবং

“অর্দ্ধরাত্রেতুসম্পূর্ণে দিবা পুণ্য মনাগতং।”

এবং

“মানার্দ্ধং ভাস্করে পুণ্যমপূর্ণে শর্করীদলে।” ইতিচ।

পূর্ণার্দ্ধরাত্রে সংক্রমণ হইলে পূর্বপর উভয়দিনের মানার্দ্ধেব* পুণ্যত্ব।

প্রমাণ যথা—

“সম্পূর্ণে তুভয়োজ্ঞেয়ং অতিরেকে পরেহহনি।”

ইহার বিশেষ এই যে যদি অর্দ্ধরাত্রে তদ্বিবসীয় তিথি ভিন্না হয়, তাহা হইলে তদ্বিবসীয় শেষ যামদ্বয় ও পর দিবসীয় আদ্য যামদ্বয়ের পুণ্যত্ব আর যদি ভিন্না নাহয়, তাহা হইলে কেবল মাত্র তদ্বিবসীয় শেষ যামদ্বয় পুণ্য।

প্রমাণ কুজবলভীমে যথা—

“অর্দ্ধরাত্রৌ তু সম্পূর্ণে যদা সংক্রমতে রবিঃ ।”

প্রাহ্নর্দিনদ্বয়ং পুণ্যং ত্যক্ত্বা মকরকর্কটৌ ।

আদৌ পুণ্যং বিজানীয়াৎ যদ্যভিমা তিথির্ভবেৎ ॥” ইতি ॥

মকর অর্থাৎ উত্তরায়ণ এবং কর্কট অর্থাৎ দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তির যথাক্রমে পরদিবসার্ক ও পূর্বদিবসার্ক মাত্র পুণ্য ।

প্রমাণ ভবিষ্যন্তরে যথা—

“কান্মুকঞ্চ পরিত্যজ্য ঋষং সংক্রমতে রবিঃ

প্রভাতে বার্করাত্রৌ বা স্নানং কুর্যাৎ পরেহহনি ।

মিথুনাৎ কর্কি সংক্রান্তির্ষদিস্যাৎ শুক্লালিনঃ ।

প্রদোষে বা নিশীথে বা কুর্যাদহনি পূর্বতঃ ॥” ইতি ॥

অন্য সকল সংক্রান্তির রাত্রি সংক্রমণে তুল্যতা ।

অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে যদি সংক্রমণ হয়, তাহাহইলে পরদিবসীয়ার্কের পুণ্যত্ব ।

প্রমাণ দেবীপুরাণ যথা—

“অর্দ্ধরাত্রৌ ব্যতীতে তু বিজ্ঞেয়ং চাপরেহহনি ।”

সংক্রান্তিতে স্নানদানাদি কর্তব্য, কারণ অকরণে প্রত্যাবার ও করণে ফলোৎপত্তি দৃষ্ট হইয়াছে ।

প্রমাণ দেবীপুরাণে যথা—

“রবিসংক্রমণে পুণ্যে ন স্নানাদযস্ত মানবঃ ।

সপ্ত জন্মস্বসৌ রোগী নির্ধনশ্চোপজায়তে ॥” ইতি ॥

সংক্রান্তিতে স্নান না করিলে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত রোগী ও নির্ধন হইতে হয় ।

স্বান্দে ।

“একান্ততো ময়া প্রোক্তাঃ কালাঃ সংক্রান্তিসংজ্ঞকাঃ,
নৈতেষু বিদ্যতেহনিষ্ঠং যতশ্চাক্ষয়-সংজ্ঞিতাঃ,
অশ্রদ্ধয়াপি যদন্তং কুপাত্রেভ্যোহপি মানবৈঃ
অকালেহপি হি তৎসর্বং সত্যমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥” ইতি ॥

সংক্রান্তিতে কুপাত্রে অশ্রদ্ধা পূর্বক দান করিলেও অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।
রবি ও মঙ্গলাদি বারে মহাসংক্রান্তি হইলে দুর্ভিক্ষাদি হয়।

প্রমাণ সম্বৎসর প্রদীপ, যথা—

“কুজাকর্শনিবারেণ মহাসংক্রমণং যদা।
তদা ভবেৎ প্রজানাশো দুর্ভিক্ষাদিভয়ং মহৎ ॥” ইতি ॥

এই দোষ এবং অন্যান্য সংক্রান্তি দোষ শাস্তির নিমিত্ত সর্বৌষধি ধুতুর
বীজ জলে স্নান ও বিষ্ণুমন্ত্র জপাদি করিতে হয়।

প্রমাণ, যথা সম্বৎসর প্রদীপে—

“ধুতুরবীজসলিলৈঃ স্নায়াৎ সংক্রান্তি-শান্তয়ে।
তথা সর্বৌষধীভিশ্চ বিষ্ণু-মন্ত্রাংশ্চ সংজপেৎ ॥” ইতি ॥

সংক্রান্ত্যাদিতে বস্ত্রে ক্ষারযোগ অথবা তাহা নিষ্পীড়ন করিবেনা।

প্রমাণ ষট্‌ত্রিংশত্তম নিগম যথা—

“সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশাং দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধ-বাসরে।
বস্ত্রং ন পীড়য়েত্তত্র নচ ক্ষারেণ যোজয়েৎ ॥” ইতি ॥

সংক্রান্তিতে অধ্যয়ন ও সন্ধ্যাদি নিষেধ।

প্রমাণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

অথ গ্রহণ ।

গ্রহণেও পূর্বের ন্যায় স্নানদানাদি করিতে হয় ।

প্রমাণ পূর্বে লিখিত হইয়াছে ।

“চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে স্নানমিত্যাদি”

গ্রহণ শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ-দিগকে আম তণ্ডুল দ্বারা করিতে হয় ।

প্রমাণ প্রচেতা যথা—

“আপদ্যনমৌ তীর্থে চ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা ।

আমশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যং শূদ্রেণ তু স দৈব হি ॥” ইতি ॥

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ দর্শনে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয় ।

প্রমাণ মার্কণ্ডেয়-বচন যথা—

“চন্দ্রে বা যদিবা সূর্য্যে দৃষ্টে রাহৌ মহাগ্রহে

অক্ষয়ং কথিতং পুণ্যং” ইত্যাদি ।

সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ ও রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ হইলে চুড়ামণিযোগ হয়, এই যোগে স্নানদানে অনন্ত ফললাভ হয় ।

প্রমাণ, যথা—গারুড়ে

“সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহো ভবেৎ ।

চুড়ামণিরয়ং যোগস্তত্রানন্তফলং স্মৃতং ॥”

“অন্যস্ম্যাং গ্রহণাং কোটিগুণমত্র ফলং লভেৎ ॥” ইতি ॥

এই গ্রহণে অন্য গ্রহণাপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ হয় ।

গ্রহণে স্নানানন্তর স্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত অপ করিয়া হোমাদি করিতে হয় ।

প্রমাণ পুরস্চরণ চক্রিকা, যথা—

“গ্রহণেহর্কস্য চেন্দোর্ব্বা শুচিঃ পূর্বমুপোষিতঃ ।
 নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমান্নজলে স্থিতঃ ।
 যদ্বা পুণ্যোদকে স্নাত্বা শুচিঃ পূর্বমুপোষিতঃ ।
 গ্রহণাদিবিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ।
 অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাক্রোমাদিকং চরেৎ ।
 তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্যাৎ ব্রাহ্মণতর্পণম্ ।
 ততোমন্ত্র-প্রসিদ্ধার্থং গুরুং সম্পূজ্য তোষয়েৎ ।
 এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদেবতা চ প্রসীদতি ॥” ইতি ॥

এইরূপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, এবং অভীষ্টদেব প্রসন্ন হন ।

সূর্য্য গ্রহণে পূর্ব্বযাম চতুষ্ঠয় ও চন্দ্র গ্রহণে পরত্রিযাম-ভোজন নিষেধ, কিন্তু আতুর, বালক ও বৃদ্ধ সায়ংকালে গ্রহণ হইলে অপরাহ্ণে, অপরাহ্ণে হইলে মধ্যাহ্ণে, মধ্যাহ্ণে হইলে প্রাতে ভোজন করিবে না ।

প্রমাণ বৃহদ্রোতম যথা—

“সূর্য্যগ্রহেতু নান্দ্রীয়াং পূর্ব্বযাম-চতুষ্ঠয়ং ।
 চন্দ্রগ্রহেতু যামাংস্ত্রীন্ বালবৃদ্ধাতুরৈর্কিবা ॥” ইতি ॥

বালবৃদ্ধাতুর বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্রধৃত মার্কণ্ডেয় বচন যথা—

“সায়াক্লে গ্রহণং চেৎস্যাৎপরাহ্ণে ন ভোজনং
 অপরাহ্ণে ন মধ্যাহ্ণে মধ্যাহ্ণে চেন্নসঙ্গবে
 সঙ্গবে গ্রহণং চেৎস্যাৎন পূর্ব্বং ভোজনক্রিয়া ॥” ইতি

গ্রহণের অনধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন মত গ্রন্থগোঁরব ভয়ে লিখিত হইলনা ।

সামান্যতঃ অহোরাত্র অনধ্যায় ।

বাহার পক্ষে গ্রহণ দর্শন নিষিদ্ধ হইবে গ্রহণে অশৌচ হয় বলিয়া তিনি মুক্তির পর নান করিবেন ।

প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ যথা—

“গ্রহণে শাবমার্শোচং বিমুক্তৌ সৌতিকং স্মৃতং ।” ইতি

গ্রস্তোদয়, চন্দ্রগ্রহণে দিবসে ভোজন করিবেনা ।

প্রমাণ বৃহৎশিষ্ট যথা—

“গ্রস্তোদয়ে বিধোঃ পূর্বং নার্হর্ভোজনমাচরেৎ ।” ইতি ।

গ্রস্তান্ত চন্দ্রগ্রহণে ও গ্রস্তোদিত গ্রস্তান্ত সূর্যাগ্রহণে মুক্তির পর স্নান করিয়া ভোজন করিবে ।

প্রমাণ বিষ্ণুধর্মোত্তর বচন যথা—

“মুক্তিং দৃষ্ট্বা তু ভুঞ্জীত স্নানং কুত্বাপরেহহনি ।” ইতি ।

মেঘাদি দ্বারা অদৃষ্ট হইলে, মুক্তিকাল পর্যন্ত ভোজন করিবেনা ।

প্রমাণ কৃত্যতত্ত্বার্ণব ধৃত বচন যথা—

“মেঘমালাদিদোষেণ যদিমুক্তির্ন দৃশ্যতে ।

আকল্যাতু তৎকালং ভুঞ্জীত স্নানপূর্বকং ॥” ইতি ॥

গ্রহণ দিবসে পুত্রবান্ গৃহী উপবাস করিবেনা ।

প্রমাণ, সম্বৎসর প্রদীপ যথা—

“আদিত্যোহহনি সংক্রান্তৌ চন্দ্রসূর্যাগ্রহে তথা ।

পারণকোপবাসঞ্চ ন কুর্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥” ইতি ।

গ্রহণে রাত্রিকালে স্নানদানাদি করিতে পারে ।

প্রমাণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

“রাহুদর্শন-সংক্রান্তি বিষাহেত্যাদি”

গ্রহণে পক্ষবিভাগ পরিত্যাগ করিবে ।

প্রমাণ স্থিতি, যথা—

“প্রৈত-শ্রাদ্ধে যচ্ছিষ্টিং গ্রহে পর্য্যুষিতঞ্চ * যং ।

দম্পত্যোভুক্তশেষঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন ॥” ইতি ।

অথ সপিণ্ডাদ্যশৌচ ।

মরণ এবং জনন এই উভয়েই †সপিণ্ডের সম্পূর্ণ, সকুলোর‡ ত্রিরাত্র এবং গোত্রজের স্নান পর্য্যন্ত অশৌচ হয় ।

প্রমাণ বৃহস্পতি, যথা—

“দশাহেন সপিণ্ডাস্ত্ৰ শুদ্ধ্যন্তি প্রৈতসূতকে ।

ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্ত্ৰ স্নাত্বা শুদ্ধ্যন্তি গোত্রজাঃ

সাপিণ্ড্য সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত, তন্মধ্যে পিতা হইতে প্রপিতামহ পর্য্যন্ত তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী, এবং প্রপিতামহের পর হইতে উপরের চারিপুরুষ লেপভাগী প্রমাণ মৎস্যপুরাণ যথা—

“লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ ।

পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং ॥”

সাকুল্য দশমপুরুষ পর্য্যন্ত । গোত্রজত্ব চতুর্দশ পুরুষের পর । একাদশ চতুর্দশে চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদকতা ।

প্রমাণ বৃহস্পতি, যথা—

* পর্য্যুষিতং স্থিতং

† সকুল্য দশমপুরুষা বধরঃ

‡ গোত্রজা নিবৃত্ত সমানোদক ভাবা ।

রঘুনন্দন টীকা

“সপিণ্ডতাহু সপ্তমে পুরুষে বিনিবর্ততে ।
সমানোদকভাবস্ত নিবর্তেতা চতুর্দশাং ।
জন্মানাম্ম্বতেরেকে তৎপরং গোত্রমুচ্যতে ॥”

সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অষ্টম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র, একাদশ হইতে চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিণী* চতুর্দশ হইতে নামস্মৃতি পর্য্যন্ত একদিবস তদনন্তর স্নানে শুদ্ধি হয় ।

প্রমাণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণের দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ, এবং শূদ্রের এক মাস অশৌচের নাম সম্পূর্ণাশৌচ ।

প্রমাণ মন্ত্ৰ, যথা—

“শুক্লোদ্বিপ্ৰো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুক্ল্যতি ॥”

অথ অশৌচ শঙ্কর ।

অশৌচ তিন প্রকার গুরু, লঘু ও সমান ।

জননাশৌচ হইতে মরণাশৌচ গুরু ।

প্রমাণ দেবল বচন, যথা—

“মরণোৎপত্তিযোগেতু গরীয়োমরণং ভবেৎ ॥”

গুরু এবং লঘু অশৌচের যোগ হইলে গুরু অশৌচে শুদ্ধি ।

প্রমাণ যথা—

* পক্ষিণীঐহর্ষ-সহিতারাত্রিরিতি স্মার্ত্তঃ । দাবহাবেক-রাত্রিষ্ট পক্ষিণীত্য ।
ভিধীয়ত ইতি উক্তনারায়ণ যত বচনাৎ ।

“অঘানাং যোগপদ্যে তু জ্ঞেয়া শুদ্ধির্গরীয়সা ।”

সমান ও লঘু অশৌচের যোগ হইলে, পূর্বাশৌচে শুদ্ধি হয় ।

প্রমাণ হারলতা, যথা—

“সমানং লঘুচাশৌচং পূর্বেণৈব বিশুদ্ধ্যতি ।”

জননাশৌচের মধ্যে জননাশৌচ ও মরণাশৌচ মধ্যে মরণাশৌচ হইলে পূর্বাশৌচে শুদ্ধি হয়, কিন্তু শেষাছে হইলে পূর্বাশৌচের দিনদ্বয় বৃদ্ধি হয় ।

প্রমাণ যথা—কৃষ্ণপুরাণে—

“যদি স্মাতং সূতকে সূতি মৃতকেচ মৃতিভবেৎ ।

শেষেনৈবভবেচ্ছুদ্ধিরহঃ শেষে দ্বিরাত্রকং ॥”

রাত্রিশেষ পর্যন্ত দিনদ্বয়, প্রভাতে হইলে পূর্কোক্ত অশৌচের তিন দিবস বৃদ্ধি হয় ।

প্রমাণ বিষ্ণুধর্মোত্তর বচন যথা—

“প্রভাতায়াঞ্চ শর্ব্বর্ঘ্যাং ভাস্করেহনুদিতেষথবা ।”

স্নানশৌচের মধ্যে দীর্ঘাশৌচ হইলে দীর্ঘাশৌচে শুদ্ধি ।

প্রমাণ মিতাক্ষবাতে উশনা, যথা—

“স্নানশৌচস্য মধ্যে তু দীর্ঘাশৌচং ভবেদ্যদি ।

নতু পূর্বেণ শুদ্ধিস্যাৎ স্বকালেনৈব শুদ্ধ্যতি ॥”

পূর্কোক্ত বিধি, পূর্বাশৌচের পূর্বাঙ্কে অন্য অশৌচ হইলে পূর্বাশৌচে শুদ্ধি এবং পরাঙ্কে হইলে পরাশৌচে শুদ্ধি ।

প্রমাণ স্মৃতি, যথা—

“পরতঃ পরতঃ শুদ্ধিরঘবৃদ্ধৌ বিধীয়তে ।

স্যাচ্ছেৎ পঞ্চতমাদঙ্কঃ পূর্বেণাপ্যনুশিষ্যতে ॥”

অশৌচ সঙ্কর স্থলে পূর্বাক্ষি, পরাক্ষি, লঘু, গুরু, সমান বিবেচনা করিয়া অশৌচ বৃদ্ধাদি ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গর্ভস্রাবাশৌচ

গর্ভস্রাবের কাল অষ্টম মাস পর্য্যন্ত।

প্রমাণ, যথা—

“গর্ভস্রাবস্য কালস্য মানানামষ্টমাবুধি”

ছয়মাসের পর অষ্টম মাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাব হইলে সেই জ্বর স্বজাত্যুক্ত অশৌচ হয়, সপিণ্ডের সদ্যঃ শৌচ হয়। নিগুণের* অছোরাত্র + যথেষ্টাচরণ জ্ঞাতির ত্রিরাত্র। আর ছয় মাসের ভিতর হইলে দৈব পিত্র্যাক্ষে ব্রাহ্মণীর যত মাস গর্ভ একদিবস অধিক ততদিন, ক্ষত্রিয়ার দুইদিবসাদিক ততদিন, বৈশ্যার তিন দিবসাদিক ততদিন এবং শূদ্রার ছয় দিবসাদিক ততদিন অশৌচ হয়।

প্রমাণ কুর্মপুরাণ, যথা—

“অর্বাক্ যথাসতঃ স্ত্রীণাং যদি স্যাৎ গর্ভসংস্রবঃ ।

তদামাস সঠৈ স্তামাং দিবসৈ শুদ্ধি রিয্যতে ।

অতউর্দ্ধস্ত পতনে স্ত্রীণাং স্যাদশরাত্রকং ।

সদ্যঃ শৌচং সপিণ্ডাণাং গর্ভস্রাবাচ্চ বা ততঃ

গর্ভচ্যুত্যা বহোরাত্রং সপিণ্ডেহত্যন্তনিগুণে ।

যথেষ্টাচরণে জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ ॥

* + সপিণ্ড তিনপ্রকার যথা, নিগুণ, সগুণ ও যথেষ্টাচরণ। নিগুণ যদ্বর্ণজাত তদগুণাদি বিহীন, সগুণ গুণযুক্ত, যথেষ্টাচরণ গুণসম্বন্ধে যথেষ্টাচারী।

ছয় মাসের মধ্যে গর্ত্তশ্রাব হইলে যত মাস গর্ত্ত ততদিন মাত্র অশৌচ হয়। আমরা স্মার্ত্তের যে সিদ্ধান্ত দর্শনে ঐবিষয় ব্যবস্থা লিখিয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল “এবঞ্চ তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ মাসেহপি ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাণাঞ্চ যথাব্রহ্মণ্যং মাস সমসংখ্য দিনাতিরিক্তমেকরাত্রং দ্বিরাত্রং ত্রিরাত্রং ষড়্রাত্রঞ্চ দৈবতৈপত্র কৰ্ম্মণ্যানধিকারো বোদ্ধব্যঃ।” এই অশৌচ দৈব তৈপত্র কৰ্ম্মাধিকারে। লৌকিক কৰ্ম্মে কুৰ্ম্মপুরাণের প্রমাণ মত অশৌচ হয় ॥

অথ স্র্যশৌচ ।

বিবাহানন্তর পিতৃগৃহে পিতৃসম্পর্ক শূন্য কন্যার মৃত্যু হইলে অথবা কন্যা প্রসব করিলে পিতার ত্রিরাত্র এবং বন্ধুবর্গের একাহ অশৌচ হয়।

প্রমাণ, আদি পুরাণ, যথা—

“দত্তা নারী পিতুর্গেহে সূয়তে ত্রিয়তেহথবা।

স্বমশৌচং চরেৎ সম্যক্ পৃথক্ স্থানব্যবস্থিতাঃ।

তদ্বন্ধু বর্গস্ত্বেকেন শুদ্যেত্ জনকস্ত্রিভিঃ ॥”

জন্মা হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত অকৃত চূড়া কন্যামরণে সর্ব্ববর্ণের সদ্যঃ শৌচ হয়।

প্রমাণ আদিপুরাণে, যথা—

“আজন্মুন স্তু চূড়ান্তং যত্র ফন্যা বিপদ্যতে।

সদ্যঃ শৌচং ভবেত্তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ ॥”

এবং কুৰ্ম্মপুরাণে—

“উনদ্বিবর্ষান্মরণে সদ্যঃ শৌচমুদাহৃতং ॥”

* পৃথক স্থানে পিতাদিসংসর্গ শূন্য পিতৃগৃহে স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ স্মার্ত্তঃ

ছই বৎসরের পর হইতে বাগ্‌দানের পূৰ্ণপর্য্যন্ত মৃত্যু হইলে একাহ অশৌচ হয় ।

প্রমাণ আদিপুরাণ, যথা—

“ততো বাগ্‌দান পর্য্যন্তং যাবদেকাহমেবহি ॥”

বাগ্‌দানের পর মৃত্যু হইলে পিতৃ এবং ভৰ্ত্ত্ব এই উভয় কুলেই ত্রিরাত্র হয় ।

প্রমাণ, আদিপুরাণ, যথা—

“বাক্‌প্রদানকৃতে তত্র জ্যেষ্ঠপোভয়তস্ত্রাহং ।

পিতুব্বরস্য চ ততো দত্তানাং ভৰ্ত্ত্বুরেব হি ॥”

বিবাহের পর মৃত্যু হইলে বা প্রসব হইলে স্বামীর দশ রাত্র হয় এবং তাঁহার সপিণ্ড্যগণেরও দশরাত্র হয় ।

প্রমাণ স্মৃতি, যথা—

“দত্তানাং ভৰ্ত্ত্বুরেব হি ॥

পূৰ্বে যে বিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে মৃত্যু বিষয়ে অশৌচ লিখিত হইয়াছে তাহা পিতৃগৃহে পিতার সম্পর্ক শূন্য হইয়া বাস করিলে হয়, কিন্তু পিতৃগৃহে শয়ন ভোজনাদি সম্পর্কে থাকিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয় ।

প্রমাণ, কুর্ম পুরাণ, যথা—

“যন্তৈঃসহাসনং কুর্য়্যাচ্ছয়নাদীনি চৈব হি ।

বান্ধবো বা পরো বাপি স দশাহেন শুদ্ধ্যতি ॥”

কন্যা পুত্র জন্মে মাতার অশৌচ ।

দ্বিজাতি জীৱ পুত্রোৎপত্তিতে বিংশতি দিবস ও কন্যা প্রসবে একমাস অশৌচ হয়, শূদ্রের উভয় পক্ষেই এক মাস ।

প্রমাণ পৈঠিনসি বচন, যথা—

“সূতিকাং পুত্রবতীং বিংশতিরাত্রেণ স্নাতাং
সর্বকর্মানি কারয়েন্মাসেন স্ত্রীজননীমিতি

অথ বালাদ্যশৌচ ।

জাত বালকের যদি তদশৌচান্তরে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পিতার
অস্পৃশ্যত্ব হয় এবং পিতা মাতা উভয়েরই—জননশৌচে শুদ্ধি হয়। সপিণ্ডের
সদ্যঃ শৌচ হয়।

প্রমাণ কুর্শ্মপুরাণ, যথা—

“জাতমাত্রস্য বালস্য যদি স্যাম্মরণং পিতুঃ ।
মাতুশ্চ সূতকং তৎস্যাৎ পিতাত্মস্পৃশ্য এব চ ।
সদ্যঃ শৌচং সপিণ্ডানাং কর্তব্যং সৌদরস্য চ ॥”

এবং বৃহন্মত্ৰ যথা—

“দশাহাভ্যন্তরে বালে প্রমীতে তস্য বান্ধবৈঃ ।
শাবাশৌচং ন কর্তব্যং সূত্যাশৌচং বিধীয়তে ॥”

মৃত ভূমিষ্ঠ কন্যা পুত্রে সপিণ্ডের ও পিতা মাতার সম্পূর্ণ জন্মাশৌচ হয়

প্রমাণ মিতাক্ষরাতে পারস্কর, যথা—

“গৰ্ভে যদি বিপত্তিঃ স্যাদশাহং সূতকং ভবেৎ ॥”

অজাত দন্ত পুত্রের মৃত্যুতে পিতামাতার একাহ অশৌচ হয়।

প্রমাণ কুর্শ্ম পুরাণ যথা—

“অজাতদন্তমরণে পিত্রোরেকাহমিষ্যতে ॥”

দন্তোৎপত্তির কাল সপ্তম মাস।

প্রমাণ, ব্রহ্মপুরাণ, যথা—

“ষড্ ভির্মাসৈগতৈর্বহিরিতি ॥”

এরং গর্তোপনিষদ্, যথা—

“দন্তজন্ম সপ্তমে মাসীতি ॥”

অকৃত চুড়া সন্তানের মৃত্যুতে পিতামাতা সপিণ্ডের একাহ অশৌচ হয়।

প্রমাণ মনু, যথা—

নৃণামকৃতচুড়ানাং অশুদ্ধি নৈশিকী স্মৃতা ॥”

কৃতচূড়ের মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়।

প্রমাণ মনু যথা—

“নিবৃত্তচুড়কানাস্তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।”

এবং অঙ্গিরা বচন যথা—

“নিবৃত্তচুড়কে বিপ্রৈ ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।”

এবং কৃষ্ণপুরাণ, যথা—

“আদন্ত জননাৎসদ্য আচুড়াদেকরাত্রকং।

ত্রিরাত্রকোপনয়নাৎ সপিণ্ডানামুদাহৃতং।

অথোদ্ধিং দন্তজননাৎ সপিণ্ডানামশৌচকং।

একাহং নিগুণানাস্তু * চুড়াদুর্দ্ধং ত্রিরাত্রকং ॥”

উপনীত বালকের মৃত্যুতে সম্পূর্ণাশৌচ, অকৃত চূড়ের ত্রিরাত্র, অজাত দন্তের মৃত্যুতে একাহ অশৌচ হয়।

প্রমাণ জাবালি বচন, যথা—

“ব্রতচুড় দ্বিজানাস্তু প্রতীতিষু যথাক্রমং।

দশাহত্রাহ একাহৈঃ শুদ্ধন্ত্যপি হি নিগুণাঃ ॥”

* নিগুণানাং সপিণ্ডানামিতি স্মৃতিঃ।

উক্ত অশৌচ দ্বিজাতি বিষয়ে । উপনয়নাদির প্রকৃত কাল তত্ত্বং প্রকরণে
জ্ঞাতব্য ।

যথাসাধ্যস্তরে অজাতদন্ত সন্তানের মৃত্যুতে শূদ্রের ত্রিরাত্রাশৌচ ।

প্রমাণ মৎস্য স্তোত্রে যথা—

“ত্রিরাত্রস্ত ভবেচ্ছূদ্রে ষন্মাষোন শিশৌমুতে ।”

ত্রিবর্ষের মধ্যে মৃত্যুতে শূদ্রের পঞ্চাহ অশৌচ হয় ।

প্রমাণ অঙ্গিরাবচন, যথা—

“শূদ্রে ত্রিবর্ষান্মুনে তু মূতে শুক্লিস্ত পঞ্চাভিঃ ।”

ইহার পর মৃত্যু হইলে ষড়বর্ষ পর্য্যন্ত শূদ্রের দ্বাদশ দিন অশৌচ হয় ।

প্রমাণ অঙ্গিরা, যথা—

“অতউর্দ্ধমূতে শূদ্রে দ্বাদশাহো বিধীয়তে ।”

তদনন্তর মৃত্যু হইলে সম্পূর্ণাশৌচ হয় ।

প্রমাণ অঙ্গিরা, যথা—

“ষড়বর্ষান্তমতীতোযঃ শূদ্রঃ সংত্রিয়তে যদি ।

মাসিকস্ত ভবেচ্ছৌচ-মিত্যাঙ্গিরসভাষিতং ॥”

কোন কোন ঋষি এই বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন । তাঁহারা বলেন
যে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত যদি বিবাহ না হইয়া শূদ্রের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে
জাতিবর্গের সম্পূর্ণাশৌচ হয় ।

উক্ত মতাবলম্বী শঙ্খ মুনির বচন—

“অনূচভার্য্যঃ শূদ্রস্ত ষোড়শাহংসরাং পরং ।

মৃত্যুং সমধিগচ্ছেন্তু মাগং তস্তাপি বান্ধবাঃ ।

শুক্লিং সমধিগচ্ছন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥”

এই বিষয়ে ঐরূপ বিভিন্ন মত দর্শন অথচ অন্য কোন স্পষ্ট প্রমাণ না

পাওয়াতে উভয়েরই মত রক্ষা করিয়া আমরা যে ব্যবস্থা করিতেছি তাহা নিম্নে প্রমাণ সহিত লিখিত হইল ।

ষড়বর্ষের পর অনুচ্চ শূদ্র মৰ্গে সপিশুর সম্পূর্ণাশৌচ, সপ্তগ জ্ঞাতির ষোড়শ বর্ষানন্তর অনুচ্চাবস্থায় মৃত্যুতে সম্পূর্ণাশৌচ হয় ।

প্রমাণ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যথা—

“ষড়বর্ষোপর্য্যনুত্ভার্য্যমরণে নিগুণানাং
সম্পূর্ণাশৌচং ষোড়ষবর্ষোপরি সপ্তগানামিতি ।”

বিদেশস্থাশৌচ ।

বিদেশস্থ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অশৌচ মধ্যে শ্রবণে তাহার পুত্রাদির অশৌচের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকে সেই কয় দিন পরে শুদ্ধ হইবে ।

প্রমাণ বিষ্ণু বচন, যথা—

“বিগতস্ত বিদেশস্থং শৃণুয়াৎ যোহুর্নির্দশং”

অশৌচের অপগমে শ্রবণ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয় ।

প্রমাণ গোতম, যথা—

“অতিক্রান্তে দশাহেতু ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ।”

বিদেশস্থ বালকের মৃত্যু অশৌচাপমেশ্রবণে সবজ্ঞ-জ্ঞানে সদ্যঃ শুদ্ধি ।

প্রমাণ মহু, যথা—

“বালে দেশান্তরস্থেতু পৃথক্ পিণ্ডে চ সংস্থিতে ।

সবাসা জলমাপ্নু ত্য সদ্য এব বিশুদ্ধ্যতি ॥”

বিদেশস্থ ব্যক্তির মৃত্যু বৎসরান্তে শ্রবণে সদ্যঃ শৌচ হয় ।

প্রমাণ শঙ্ক, যথা—

“সম্বৎসর-ব্যতীতেতু সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ।”

এবং কৌশ্লে—

“অথৈব মরণে স্নান মূৰ্দ্ধং সম্বৎসরাদযদি ।”

জননশৌচের পর শ্রবণে সপিণ্ডেরা অশুচি হইবে না ।

প্রমাণ দেবল, যথা—

“নানশৌচং প্রসবশাস্তি ব্যতীতেতু দিনেষপি ।”

স্বপুত্র জননশৌচের পর শ্রবণে স্নানে শুদ্ধি হয় ।

প্রমাণ মনু, যথা—

“নির্দিশং জ্ঞাতি-মরণং শ্রদ্ধা পুত্রস্য জন্মচ ।

সবাসা জলমাপ্নুত্য শুদ্ধো ভবতিমানবঃ ॥”

প্রদেশান্তরে এই সকল অশৌচ মতের বিভিন্নতা আছে গ্রন্থ গৌরব ভয়ে
সে সকল উদ্ধৃত হইলনা ।

অথ অসপিণ্ডাশৌচ ।

মাতামহ মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয় ।

প্রমাণ কুর্ম পুরাণে যথা—

“মাতামহানাং মরণে ত্রিরাত্রং স্যাদশৌচকং ॥”

ইতি ।

শ্বশুর এবং শাশুড়ীর মৃত্যুতে জামাতার ত্রিরাত্রাশৌচ হয় ।

প্রমাণ কুর্মপুরাণ যথা—

“ত্রিরাত্রং শ্বশুরমরণে শ্বশুরে চৈতদেবহি ॥” ইতি ।

জামাতার সন্নিধানে না মরিয়া একগ্রাম মধ্যে মৃত্যুতে পক্ষিণ্যশৌচ হয় ।

প্রমাণ যম বচন, যথা—

“শ্বশুরয়োৰ্ভগিন্যাঞ্চ মাতুলানাঞ্চ মাতুলে ।

পিত্রোঃস্বসরি তদ্বচ্চ পক্ষিণীং ক্ষপয়েন্মিশাং ॥” ইতি ।

শশুর শাশুড়ীর ভিন্ন গ্রাম মরণে অহোরাত্রাশৌচ ।

প্রমাণ বিষ্ণু যথা—

“আচার্য্যপত্নী পুত্রোপাধ্যায় মাতুল শশুর
শশুর্য্যসহাধ্যায়িশিষ্যোত্থেকরাত্রেণেতি ॥”

ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, পিতৃস্বস্ব, মাতৃস্বস্ব, গুরুপত্নী, মাতামহী,
মাতৃস্বস্ব পুত্র, পিতৃস্বস্ব পুত্র, মাতুল পুত্র, ভাগিনেয়, পিতামহী-ভগিনী-পুত্র,
পিতামহী-ভ্রাতৃপুত্র, পিতামহ-ভগিনী-পুত্র এবং দোহিত্র মরণে পক্ষিণ্যশৌচ ।

প্রমাণ কুর্মপুরাণে যথা— .

“পক্ষিণী যোনি * সম্বন্ধ বান্ধবেষু ণ তথৈবচ ॥” ইতি ।

এবং বৃহন্মহু-বচন যথা—

“মাতুলে শশুরে মিত্রে গুরো গুরুবন্ধনাস্থচ ।

অশৌচং পক্ষিণীং রাত্রিং যুতা মাতামহী যদি ॥” ইতি ।

এবং মহু যথা—

“মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যত্বি^১গ্ ণ বান্ধবেষু চ ॥”
ইতি ।

* যোনি সম্বন্ধে মাতৃস্বস্ত্রীয় ভাগিনেয়েষু । ইতি স্মার্তঃ । যোনি সম্বন্ধে
অর্থাৎ মাতৃ স্বস্ত্রীয় ভাগিনেয়াদিতে ।

† এস্থলে বান্ধব শব্দে পিতৃ বান্ধব । বান্ধবেষু পিতৃবান্ধবেষু ইতি স্মার্তঃ ।
পিতৃবান্ধব যথা—

“পিতৃঃ পিতৃঃ স্বস্বঃ পুত্রাঃ পিতৃস্মাতৃঃ স্বস্বঃ স্ত্রতাঃ
পিতৃস্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া পিতৃবান্ধবাঃ ॥”

‡ এইস্থলে বান্ধব শব্দে স্ববান্ধব ।

অত্র পক্ষিণী বিধানাৎ বান্ধবপদং স্ববান্ধব পরং ইতি স্মার্তঃ ॥

আত্ম বান্ধব মিতাক্ষরায় যথা—

“আত্ম মাতৃঃ স্বস্বঃ পুত্রাঃ আত্মপিতৃঃ স্বস্বঃ স্ত্রতাঃ ।
আত্ম মাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ ॥”

এবং

“স্বশুরয়ো ভগিন্যাশ্চেত্যাদিচ ॥”

মাতামহী-ভগিনী-পুত্র, মাতামহ-ভগিনী-পুত্র, মাতামহী-ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, রাজা, আচার্য্যপত্নী, আচার্য্যপুত্র, উপাধ্যায় মাতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, শ্যালক, সহাধ্যায়ী ও শিষ্যের মরণে অহোরাত্র অশৌচ হয়।

প্রমাণ জাবালি, যথা—

মাতৃ-বন্ধো * গুরৌ মিত্রে মণ্ডলাধিপত্যৌ তথা ॥”
ইতি।

এবং হার লতা যথা—

“স্বশুর্য্যে শ্যালকে সহাধ্যায়িনি সতীর্থ ইত্যাদি ॥”

মাতৃস্বসাদি সম্বন্ধ বিশিষ্টের দহন বহনে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, সম্বন্ধরহিতের দাহাদিতে সদ্যঃ শৌচ হয়।

প্রমাণ পৈঠিনসি যথা—

“অসম্বন্ধিনো দ্বিজান্ দহিত্বা বহিত্বা সদ্যঃ
শৌচং সম্বন্ধে তু ত্রিরাত্রমিতি ॥”

এবং মিতাক্ষরায় যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“সংস্থিতে পক্ষিণাং রাত্রিং দৌহিত্রে ভগিনীস্নতে।
সংস্কৃতে তু ত্রিরাত্রং স্যাদেষ ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥”

বিবাহিতা কন্যার দাহাদিব্যতিরেকেও ত্রিরাত্রাশৌচ হয়।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

* মাতৃবন্ধু যথা—

“মাতৃশ্র্মাতৃঃ স্বশ্বঃ পুত্রা মাতৃঃ পিতৃঃ স্বশ্বঃ স্নতাঃ
মাতৃশ্র্মাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥”

“উঢ়কন্যানাস্ত দাহাদিকং বিনাপি ।” ইতি ॥

অনৌরস পুত্রের মৃত্যুতে পিতার ত্রিরাত্র ও পিতার মৃত্যুতে পুত্রের ত্রিরাত্রাশৌচ হয় ।

প্রমাণ বিষ্ণু যথা—

“অনৌরসেষু পুত্রেষু জাতেষু চ মৃতেষু চ ॥” ইতিচ ।

এবং ব্রহ্মপুরাণ, যথা—

“দন্তকাশ্চ স্নয়ংদন্তঃ কৃত্রিম ক্রীত এবচ ।

অপবিদ্ধাশ্চ যেষু পুত্রো ভরণীয়া সদৈব তে ।

ভিন্ন গোত্রাঃ পৃথক্ পিণ্ডা পৃথক্ বংশকরাঃ স্মৃতাঃ ।

সূতকে মৃতকে চৈব ত্র্যহা শৌচস্য ভাগিনঃ ॥” ইতিচ ।

অথ মৃত্যুবিশেষাশৌচ ।

যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক অগ্ন্যাদিতে প্রাণত্যাগ করে, তাহার অশৌচাদি নাই ।

প্রমাণ কুশ্মপুরাণে যথা—

“ব্যাপাদয়েদথাত্মানং স্নয়ং যোহগ্ন্যুদকাদিভিঃ ।

বিহিতং তস্য নাশৌচং নাগ্নিনাপ্যুদকাদিকং ॥”

অনশনে, অশনিতে, বহ্নিতে, জলে, উচ্চস্থান হইতে পতনে, সংগ্রামে, বিষসংযোগে এবং চৌরাদির আঘাতাদিতে মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রাশৌচ হয় ।

প্রমাণ, কশ্যপ, যথা—

“অনশন-মৃতানামশনি-হতানামগ্নিজল-প্রবিষ্টানাং

ভৃগুসংগ্রাম-দেশান্তর-মৃতানাং জাতদন্তানাংগর্ত্তানাং

ত্রিরাত্রং ॥” ইতি ।

এই রূপ মৃত্যুতে অশৌচ প্রমাদ অথবা শাস্ত্র বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান পর জ্ঞানিতে হইবে।

প্রমাণ কুৰ্ম্ম পুরাণ, যথা—

“অথ কশ্চিৎ প্রমাদেন ত্রিয়তে হগ্নি বিষাদিভিঃ।

তস্যশৌচং বিধাতব্যং কার্য্যকাপ্যদকাদিকং ॥” ইতি।

এবং ব্রহ্মপুরাণ, যথা—

“প্রমাদাদপি নিঃশঙ্ক-স্বক-স্মাদ্বিধিচোদিতঃ।

শৃঙ্গিদংষ্ট্রী-নখি-ব্যাল-বিষবিদ্যুজ্জলাদিভিঃ।

চাণ্ডালৈরথবা চৌরৈর্নিহতো বাপি কুত্রচিৎ।

তস্য দাহাদিকং কার্য্যং যস্মান্ন পতিতস্তস্য ॥” ইতি।

পতিত ব্যক্তিগণের দাহাদি, অকর্তব্য, করিলে যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

প্রমাণ ব্রহ্মপুরাণে যথা—

“পতিতানাং ন দাহঃ স্যাম্মান্ত্যেষ্টির্নাশ্বি-সঞ্চয়ঃ।

নচাশ্রুপাতঃ পিণ্ডোবা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং কচিৎ।

এতানি পতিতানাঞ্চ যঃ কৰোতি বিমোহিতঃ।

তপ্ত * কৃচ্ছদ্বয়েনৈব তস্য শুদ্ধির্ন চান্যথা ॥” ইতি।

পরজ্বরমণকারী, চণ্ডালাদির সহিত ক্রীড়ায়ুদ্ধে রত, বিষাদি দ্বারা পর জীবন বিনাশক, ক্রুর বৃদ্ধি, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা নিজ জীবন ত্যাগোদ্যত, কুশিলজীবী ইত্যাদি দুষ্কৰ্ম্মাশ্রিত ও মহাপাতকীরাই পতিত শব্দ বাচ্য।

প্রমাণ ব্রহ্মপুরাণে যথা—

“শৃঙ্গিদংষ্ট্রী-নখি-ব্যাল-বিষবহ্নিস্ত্রিয়া জলৈ।

রাদরাৎ পরিহর্তব্যঃ কুৰ্ব্বন্ ক্রীড়াং মৃতস্তস্যো।

* ব্রত বিশেষ, হুই তপ্ত কৃচ্ছ অর্থাৎ এক চাত্রায়ণ।

নাগানাং বিপ্রিয়ং কুর্ক্বন্ দক্ষশ্চাপ্যথ বিদ্যুতা ।
 নিগৃহীতঃ স্বয়ং রাজ্ঞা চৌর্যাদোষণে কুত্রচিৎ ।
 পরদারান্ রমন্তুশ্চ দ্বেষাৎ তৎপতিভির্হিতাঃ ।
 অসমামৈশ্চ সঙ্কীর্ণৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ বিগ্রহং ।
 কৃদ্ধা তৈর্নিহিতাং স্তাংস্ত চাণ্ডালাদীন্ সমাশ্রিতাঃ ।
 * গরাগ্নিবিষদাশ্চৈব পাষণ্ডা ক্রুরবুদ্ধয়ঃ † ।
 ক্রোধাৎ প্রায়ং বিষং বহ্নিং শস্ত্রমুদ্বন্ধনং জলং ।
 গিরি-বৃক্ষ-প্রপাতঞ্চ যে কুর্ক্বন্তি নরাধমাঃ ।
 ‡ কুশিল্ল-জীবিনশ্চৈব সূনালঙ্কার-কারিণঃ ৪
 ৫ মুখে ভগাশ্চ যে কেচিৎ ক্লীবপ্রায়া নপুংসকা । ৬
 ৭ ব্রহ্মদণ্ড হতা যেচ যেচবৈ ব্রাহ্মণৈ ইতাঃ ৮ ।
 ৯ মহাপাতকিনো যেচ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥”
 ইতি ।

অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত-কুষ্ঠাদি-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মরণে দাহাদি কর্তব্য নয়, স্নেহ
 বশতঃ করিলে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।

প্রমাণ, ভবিষ্য পুরাণীয় মধ্যতন্ত্র ষষ্ঠাধ্যায়ে যথা—

* গরং ব্যাধিজনকমৌষধং কৃত্রিম-বিষ-মিতিকেচিৎ ।

† ক্রুর-বুদ্ধয়ো নিত্যং পরাপকার এব বুদ্ধি রেষাংতে ।

‡ কুশিল্লজীবিনঃ চক্ষ্মাস্থাদি-পাত্র-নিষ্মাতারঃ ।

৪ মনুষ্য বধস্থানাধিকারিণঃ ।

৫ উৎকল-দেশ-প্রসিদ্ধা ব্যাধি বিশেষাঃ ।

৬ নপুংসক-বিশেষাঃ, পুরুষ-কর্ম্মকরণা-সমর্থা ইতি কেচিৎ ।

৭ ব্রাহ্মণ-বিষয়া-পবাদকরণাগ্নিঃস্বতাঃ ।

৮ তদন্যুৎপাদনাং পাপাদিনা ।

৯ মহাপাতক চিহ্ন বিশিষ্টাঃ । ব্রহ্মহত্যাস্মরাপানাদি-কুর্কর্ম্ম-রতাঃ ।

“যদি স্নেহাচ্চরেদাহং যতিচান্দ্রায়ণং চরেৎ

রোগ ভিন্ন ক্ষত হইয়া সপ্তাহ মধ্যে মৃত্যুতে জ্বিরাত্রাশৌচ হয়, এবং সপ্তাহের পর মৃত্যু হইলে সম্পূর্ণাশৌচ হয় ।

প্রমাণ স্মৃতি, যথা—

“ক্ষতেন ত্রিয়তে যন্তু তস্যাসৌচং ভবেদ্বিধা ।

আসপ্তাহাত্রিরাত্রংস্যাদশরাত্র-মতঃ পরং ॥” ইতি ।

শস্ত্রাহত ব্যক্তির তিন দিবস মধ্যে মৃত্যু হইলে জ্বিরাত্রাশৌচ হয়, এবং তিন দিবসের পর মৃত্যু হইলে সম্পূর্ণাশৌচ হয় ।

প্রমাণ শব্দ বচন যথা—

“শস্ত্র ঘাতে ত্র্যহাদূর্দ্ধং যদি কশ্চিৎ প্রমীয়তে ।

অশৌচং প্রাকৃতং তত্র সর্ববর্ণেষু নিতাশঃ ॥” ইতি ।

অথ সদ্যঃশৌচাদি

স্নপকাবেব অশৌচ হইলেও স্নপকর্মে শুদ্ধ ।

প্রমাণ আদিপুরাণে যথা—

“স্নপকারেণ যৎকর্ম করণীয়ং নরেশ্বিহ ।

তদন্যোনৈব শক্ৰোতি তস্মাচ্ছুদ্ধঃ সস্নপকৃৎ ॥” ইতি ।

এই প্রকার শিল্পী, বৈদ্য, দাস, দাসী, নিয়মিত দান কারী, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মচারী, যাজ্ঞিক, ত্রী এই সকল ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মে অশৌচে ও সদ্যঃ শুদ্ধ ।

প্রমাণ কুর্ম পুরাণে যথা—

* “কারবঃ শিল্লিনো বৈদ্যা দাসা দাস্যন্তুথৈবচ ।
দাতারো নিয়মী চৈব ব্রহ্মবিদ্বন্ধচারিণৌ ।
সত্রিণো ব্রতিন স্তাবৎসদ্যঃশৌচা উদাহৃতাঃ ॥” ইতি ।

ব্রত যজ্ঞবিবাহাদি পূর্ব্বারক হইলে সদ্যঃ শৌচ হয় ।

প্রমাণ বিষ্ণু যথা—

“ব্রত যজ্ঞ বিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমে হর্ষনে জপে ।
আরন্ধে-সূতকংন স্যাদনারন্ধে তু সূতকম্ ॥” ইতি ।

পূর্ব্বোক্ত এবং অন্যান্য কৰ্ম্ম যাহা অন্যের দ্বারা হয় না অথবা পূর্ব্বারক ব্রতাদি স্বকর্তব্যে সদ্যঃ শৌচ । অশৌচমধ্যকর্তব্য জাত কৰ্ম্মাদি অশৌচান্তর পাতেও করিতে পারে ।

প্রমাণ মিতাক্ষরা পরিশেষ খণ্ডে প্রজ্ঞাপতি যথা—

অশৌচে তু সমুৎপন্নে পুত্রজন্ম যদা ভবেৎ ।
কর্তৃস্তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ পূর্ব্বাশৌচাদ্বিশুদ্ধ্যতি ॥” ইতি ।

অথ অশৌচে কর্তব্যাকর্তব্য ।

অশৌচ মধ্যে সন্ধ্যা পঞ্চমহাযজ্ঞ বৈধ ঋনাদি করিবে না ।

প্রমাণ জাবালি যথা—

“সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যিকং স্মৃতি কৰ্ম্মচণ ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃ ক্রিয়া ॥” ইতি ।

* কারবঃ স্থপকারাদ্যাঃ ।

+ পঞ্চ মহা যজ্ঞ যথা—“ পাঠোহোমশ্চাতিথীনাং সপৰ্য্যাতপর্ণং বলিরিত্য-
নয়ঃ । পাঠ, হোম, আতিথ্য, তপর্ণ, ভূতবলি । এই পাঁচটির নাম পঞ্চ
মহাযজ্ঞ ।

অশৌচে দেবতা ও পিতৃ পুরুষাদির নাম করিবে না ।

প্রমাণ শাস্ত্র যথা—

“নাশুচির্দেব পিতৃষি নামানি নচ কীর্তয়েৎ ॥” ইতি ॥

এই বচনোক্ত নাম শব্দ বিষ্ণু নামাতিরিক্ত নাম পর জানিতে হইবে কারণ বিষ্ণু নাম কীর্তনে দোষ নাই ।

প্রমাণ শাস্ত্র যথা—

“ন দেশ নিয়ম স্তত্র নকাল নিয়ম স্তথা ।

নোচ্ছিক্টাদৌ নিষেধোহস্তি বিঘোনাযনি লুক্কক ॥”

ইতি ।

অশৌচে অভিবাদন প্রত্যভিবাদন নিষেধ ।

প্রমাণ অভিবাদয়ে দিত্যনুভৌ শাস্ত্রলিখিতৌ যথা—

“নাশুচির্ন জপন্ দৈবপিতৃ কার্য্যৎ কুর্ব্বমিতি ॥”

এবমাপস্তম্বো যথা—

“অপ্রযতশ্চন প্রত্যভিবাদয়েদিতি ॥”

নমস্কারে নিষেধ নাই ।

প্রমাণ স্মৃতির্থ্যথা—

“সর্বেচাপি নমস্কর্য্যুঃ সর্ক্বাবস্থাস্ত সর্ক্বদা ॥” ইতি ।

ধ্যান যোগে ইষ্টদেবতার পূজা করিতে পারে ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“স্নাত্বা নিত্যঞ্চ নির্ক্বর্ত্য মানস্যা ক্রিয়য়া তু নৈ ।

বাহ পূজা ক্রমেণৈব ধ্যান যোগেন পূজয়েৎ ॥” ইতি ।

যজ্ঞ স্মরণে দোষ নাই কারণ মন সততই শুচি থাকে ।

প্রমাণ নৃসিংহ কল্পে যথা—

“যদিস্যাদ শুচিস্তত্র স্মরে স্মৃত্ত্বং নতুচ্চরেৎ ।

মনোহি সর্বজন্তুনাং সর্বদৈব শুচি স্মৃতং ॥” ইতি ।

লবণ, মধু, মাংস, পুষ্প ফল, মূল, কাষ্ঠ, তৃণ, জল, দধি, ঘৃত, হৃৎ, তৈল, ঔষধি, অজিন, পক অর্থাৎ শত্ৰু লাজাদি, অপক অর্থাৎ তণ্ডুলাদি, অশৌচা-
স্থিত ব্যক্তির এই সকল দ্রব্য স্মরণ গ্রহণে দোষ নাই, কিন্তু পণ্য দ্বারা সকল
বস্তুই অশৌচির নিকট গ্রহণ কবা নাইতে পারে ।

প্রমাণ মরীচি যথা— .

“লবণে মধু মাংসেচ পুষ্পমূল ফলেষুচ

শাক কাষ্ঠ তৃণেষুদধি মর্পিঃ পয়ঃসুচ

তৈলৌষধ্যজিনে চৈব পক্যাপকে স্মরণং গ্রাহে

পণ্যেষু চৈবসর্বেষু নাশৌচং মৃত স্মৃত্ত্বক ॥” ইতি ॥

অথ শবানুগমনাদ্যশৌচ ।

ইচ্ছা পূর্বক ব্রাহ্মণ শবানুগমনে ব্রাহ্মণেব সবধ্রু স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত
ভোজনে শুদ্ধি । ক্ষত্রিয়শবানুগমনে এক দিবস উপবাসে শুদ্ধি । বৈশ্য শবানু-
গমনে দুই দিবস উপবাসে শুদ্ধি । শূদ্রশবানুগমনে শত প্রাণায়াম ও তিন
দিবস উপবাসে শুদ্ধি ।

প্রমাণ কুর্মাগুরাণ যথা—

“প্রেতীভূতং দ্বিজং বিপ্রো যো হনুগচ্ছতিকামতঃ ।

স্নাত্বা সচেলং স্পৃক্ত্বাঘ্নিৎস্বতং প্রাশ্য বিশুদ্ধাতি ।

একাহাং ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধি বৈশ্যেচ স্যাৎস্নাহেন তু ।

শূদ্রে দিনত্রয়ং প্রোক্তং প্রাণায়াম শতংপুনঃ ॥” ইতি ।

প্রমাদ বশত অর্থাৎ অনিচ্ছা পূর্বক কিম্বা অজ্ঞানত শূদ্র শব্দানুগমনে
ব্রাহ্মণ জ্ঞান অগ্নিস্পর্শ ও দ্ব্যত ভোজনে শুদ্ধ হয়।

প্রমাণ যাক্তবক্ষ্য বচন যথা—

“ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যো ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন।

অনুগম্যান্তসি স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বাগ্নিং দ্ব্যতভুক্ শুচিঃ ॥” ইতি।

স্নিগ্ধ মানবাস্তিস্পর্শে জ্ঞানে শুদ্ধি এবং অস্নিগ্ধ মানবাস্তি স্পর্শে আচমন
গোস্পর্শ ও সূর্য্যাদর্শনে শুদ্ধি হয়।

প্রমাণ মনু যথা—

“নারং স্পৃষ্ট্বাস্তি সন্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুদ্ধ্যতি।

আচম্যেবতু নিস্নেহং গামালভ্যাকর্ম্মীক্ষ্য চ ॥” ইতি।

ইহা অজ্ঞানে স্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত। জ্ঞান পূর্বক স্নিগ্ধাস্তি স্পর্শে ত্রিরাত্র
অস্নিগ্ধাস্তি স্পর্শে অহোরাত্র অশৌচ।

প্রমাণ বশিষ্ঠ যথা—

“মানুষাস্তি স্নিগ্ধং স্পৃষ্ট্বা ত্রিরাত্র মশৌচঃ

অস্নিগ্ধেত্বহোরাত্র মতি ॥” ইতি।

মিতাকরার পূর্ব প্রমাণ দ্বিজাত্যস্তিপর এবং শেষের প্রমাণ শূদ্রাস্তিপর
বলেন। অনাথ ব্রাহ্মণের দহনবহনে জ্ঞান ও দ্ব্যত ভোজনে সদ্যঃ শুদ্ধি।

প্রমাণ কুর্শ্মপুরাণে যথা—

“অনাথকৈব নিহত্য ব্রাহ্মণং ধনবর্জ্জিতং।

স্নাত্বা সংপ্রাশ্য তু দ্ব্যতং শুদ্ধ্যন্তি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥” ইতি।

ধন লোভে স্বজাতীয় শবদাহে ব্রাহ্মণের দশাহ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ বৈশ্যের
পঞ্চ দশাহ ও শূদ্রের এক মাস অশৌচ হয়, কিন্তু ভিন্ন জাতির শবদাহে তজ্জা-
ত্যুক্ত অশৌচ হয়।

প্রমাণ কুর্নপুরাণে যথা—

“যদি নির্দহতি প্রেতং প্রলোভাক্রান্ত মানসঃ ।

দশাহেন দ্বিজঃ শুদ্ধোদ্ধাদশাহেন ভূমিপঃ ।

অর্ক মানেন বৈশ্যস্ত শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি ।

অবরশ্চৈব বর্ণ মবরং বা বরো যদি ।

অশৌচে সংস্পৃশেৎস্নেহান্তদা শুচ্যেন শুদ্ধ্যতি ॥” ইতি ।

স্নেহ প্রযুক্ত অসম্বন্ধী ব্রাহ্মণের দাহাদি করিলে ব্রাহ্মণের এক দিবস অশৌচ হয়, তাহার গৃহে বাস করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, তদগৃহ বাস এবং অন্ন ভোজন করিলে দশাহ অশৌচ হয়। ব্রাহ্মণাদির দহনে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়।

প্রমাণ মনু যথা—

“অসপিণ্ডং দ্বিজং প্রেতং বিপ্রো নিহত্য বন্ধুবৎ ।

বিশুদ্ধ্যতি ত্রিরাত্রেণ ॥” ইতি ।

“যদ্যন্ন মত্তিতেষান্ত দশাহেন বিশুদ্ধ্যতি ॥” ইতিচ ।

“অনদন্নমমহৈব নচেতস্মিন্ গৃহে বসেৎ ॥” ইতিচ ।

চিতাধূম সেবনে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই স্নান করিবে ।

প্রমাণ বিষ্ণু যথা—

“চিতাধূম সেবনে সর্বৈবর্ণাঃ স্নান মাচরেয়ুঃ ॥” ইতি ।

মৃত শূত্রের অস্থি সঞ্চয়নের পূর্বে তাহাদিগের গৃহে গমন করিয়া অশ্রুপাত করিলে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। এবং অস্থি সঞ্চয়নের পর এক মাসের মধ্যে তদগৃহে গমন করিয়া ক্রন্দন করিলে এক দিবস অশৌচ হয়।

প্রমাণ পারশুর যথা—

“*অস্থি সঞ্চয়নাদৰ্ব্বাক্ যদি বিপ্রো হস্তঃ পাতয়েৎ ।

মৃত্যে শূদ্রে গৃহংগত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধ্যতি ।

অস্থিসঞ্চয়না দূৰ্দ্ধং যাবন্মাসং দ্বিজাতয়ঃ ।

দিবসে নৈব শুদ্ধ্যন্তি বাসসাং ফালগেনচ ॥” ইতি ।

ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পৰ অস্থি সঞ্চয়নের পূৰ্বে ব্রাহ্মণ যদি তদগৃহে গমন করত তাহার বন্ধুবর্গের সহিত বোদন করেন, তবে একদিবস অশৌচ হয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্য গৃহে বিলাপ করিলে দুই দিবস অশৌচ হয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিরাও স্বজাতি গৃহে বোদনে এক দিবস অশুচি হইবে, শূদ্রের এক রাত্র অশৌচ হয় ।

প্রমাণ পাণ্ডুর যথা—

“সজাতে দিবসেনৈব দ্ব্যহাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ ।

স্পর্শং বিনানু গমনে শূদ্রৌ নন্তেন ণ শুদ্ধ্যতি ।

মৃতস্য বান্ধবৈঃ সার্কিং কৃত্বা তু পরিবেদনং ।

বর্জয়েত্তদহোরাত্রং দানং স্নাধায় কস্মচ ॥” ইতি ।

সম্পূর্ণ মৃত্যশৌচে ব্রাহ্মণ চারি দিনে, ক্ষত্রিয় ছয় দিনে, বৈশ্য আট দিনে এবং শূদ্র দশ দিনে স্পৃশ্যত্ব প্রাপ্ত হয় ।

প্রমাণ সম্বর্ত যথা—

“চতুর্থো হহনি বিপ্রস্য যষ্ঠে বৈ ক্ষত্রিয়স্যচ ।

অষ্টমে দশমে চৈব স্পর্শঃ স্যাদ্বৈশ্য শূদ্রয়োঃ ॥” ইতি ।

খণ্ডাশৌচে সকলেরই অশৌচ কালের ত্রিভাগৈক ভাগকালানন্তর স্পৃশ্যত্ব হয় ।

* অস্থি সঞ্চয়ন মৃত্যুর পর চতুর্থাৎ দিন সাধ্য কার্য্য বিশেষ ।

প্রমাণ সম্বর্ত যথা—“চতুর্থো হনিকর্তব্য মস্থিসঞ্চয়নং দ্বিজৈঃ ॥” ইতি ।

অস্থিসঞ্চয়নের পর অঙ্গস্পর্শ করিবে । প্রমাণ সম্বর্ত যথা—“ততঃ সঞ্চয়না-
দূৰ্দ্ধং অঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে ॥” ইতি ।

† নন্ত রাত্রি ।

প্রমাণ থাণ্ডাশৌচে দেবল যথা—

“অশৌচ কালান্বিজ্ঞেয়ং স্পর্শনস্তু ত্রিভাগতঃ ॥” ইতি ।

অতিক্রান্তা শৌচে সচেল † স্নানে অস্পৃশ্যত্ব নিবৃত্তি ।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

“অতিক্রান্তাশৌচে তু সচেল স্নানাদঙ্গাস্পৃশ্যত্ব
নিবৃত্তিঃ পূর্বোক্ত নির্দেশমিতি মনুবচনাৎ ॥”

জননাশৌচে সপিণ্ডদিগের অস্পৃশ্যত্ব হয় না ।

প্রমাণ কুর্মপুরাণ, যথা—

“সূতকেতু সপিণ্ডানাং সংস্পর্শো নৈব দূষ্যতি । ইতি ॥”

পুত্রকন্যা জননে ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা দশদিবস অস্পৃশ্যা থাকে এবং
শূদ্রা ত্রয়োদশ দিবস অস্পৃশ্যা থাকে ।

প্রমাণ আদি পুরাণে যথা—

“ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা প্রসূতা দশভির্দিনৈঃ ।

গর্ভতৈঃ শূদ্রাতু সংস্পৃশ্যা ত্রয়োদশভিরেব চ ॥ ইতি ॥”

হৃতিকা স্পর্শনে পিতার এবং বিমাতার মাতার সমান অস্পৃশ্যত্ব হয় ।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

“পুত্রজনে পিতুর্বিব্রমাতৃগাঞ্চ তৎসমকালিকা

স্পৃশ্যত্বঞ্চ বক্ষ্যত ইতি ॥”

অন্যের স্নান মাত্রে শুদ্ধি

অথ দ্রব্য শুদ্ধি ।

ছাগ, গো, মহিষী, ব্রাহ্মণী প্রসূত হইলে দশদিবসে শুদ্ধ হয়, নবোদক
বর্ষাতিরিক্তকালে পতিত হইলেও ঐরূপ ।

প্রমাণ যম যথা—

“অজা গাবো মহিষ্যশ্চ ব্রাহ্মণীচ প্রসূতিকা ।

দশ রাত্রেণ শুদ্ধ্যন্তি ভূমিষ্ঠঞ্চ নবোদকং ॥” ইতি ॥

ভূমিগত নবোদক বর্ষাকালে ও তিন দিবস পান কর্তব্য নহে ।

প্রমাণ মিতাক্ষরায় স্মৃতির্থ্য—

“কালে নবোদকং শুদ্ধং ন পাতব্যস্ত তৎত্রাহং ।” ইতি

শূদ্রানীত জল এবং মেঘাসু দ্বারা স্নান, আচমন, দেবপূজা ও পিতৃতপর্ণাদি
নিষিদ্ধ ।

প্রমাণ শাস্ত্র যথা—

“স্নান মাচমনং দানং দেবতা পিতৃতপর্ণং ।

শূদ্রোদকৈর্ন কুর্বাতি তথা মেঘাদ্বিনিঃসৃতৈঃ ॥” ইতি

অকালে ভূমিগত মেঘ বিনিঃসৃত জল দশদিবসের মধ্যে পান করিলে
এক দিন উপবাসে শুদ্ধ হইবে ।

প্রমাণ মিতাক্ষরায় স্মৃতির্থ্য—

“অকালেতু দশাহং স্যাৎ গীত্বা নাদ্যাদহনিশং ॥ ইতি ।”

বৃষ্টির জল স্পর্শাদি পূর্বোক্তাতিরিক্ত কর্মে নিষিদ্ধ নহে ।

প্রমাণ পানাদিতরত্র স্পর্শাদৌতু হরিবংশঃ—

“অভৌমমন্তো বিসৃজন্তি মেঘাঃ

পূতং পবিত্রং পবনৈঃ স্নগন্ধি ॥ ইতি ॥”

ইহা বর্ষাকালে তিন দিবস মধ্যে কিম্বা অকালে দশ দিবস মধ্যে স্পর্শাদি করিতে পারে ।

সুবর্ণ, রজত, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্তি, রত্ন, কাংস্থ, লৌহ, তাম্র, পারদ, রঙ্গ, টিন, দস্তা ও সীসকময় পাত্রে কেহ ভোজন না করিলে কেবল জল দ্বারা শুদ্ধ হয় ।

প্রমাণ ব্রাহ্মে যথা—

সুবর্ণ রূপ্যশঙ্খাশ্ম * শুক্তি † রত্ন ময়ানিচ ।

কাংস্যায় স্তাত্ৰ রৈত্যান্নি ‡ ত্রপু § সীস ময়ানিচ ।

নির্লেপানি বিশুদ্ধান্তি কেবলেন জলেনতু ॥ ইতি ।

এই সকল পাত্রে যদি শূদ্র ভোজন করে তাহা হইলে ক্ষার, অন্ন, ও বারি দ্বারা তিনবার মার্জিত করিলে শুদ্ধ হয়, অন্য যদি স্তৃতিকা, রজস্বলা, শব ও মূত্রাদি স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যাবৎকাল পর্য্যন্ত দধ্ব করিলে পাত্র নষ্ট না হয় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত দধ্ব করিবে ।

প্রমাণ ব্রাহ্মে যথা—

“শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শুদ্ধান্তি ত্রিধা ক্ষারান্নবারিভিঃ ।

স্তৃতিকা শব বিগ্ধ † (৫) রজস্বলা হতানিচ ॥ ইতি ॥”

ধান্য এবং বস্ত্রাদি অধিক বস্ত্র অন্নজলের অভাৱেই শুদ্ধ, অন্ন হইলে ধৌত করিলে শুদ্ধ হয় ।

প্রমাণ মনু যথা—

“অদ্বিস্ত প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্য বাসসাং ।

প্রক্ষালনেনত্বল্পানাং অদ্বিঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ইতি ॥”

* অশ্ম প্রস্তর ।

† শুক্তি ক্রিমিক ।

‡ রৈত্যাং পিত্তলং ইতি স্মৃতিঃ । স্মার্তের টীকায় রৈত্যা শব্দের অর্থ পিত্তল লিখিত আছে । অভিধানে রৈত্যা শব্দে শুক্র ধাতু পারদ বুঝায় ।

§ ত্রপু রঙ্গ, টিন, ও দস্তা ।

(৫) বিগ্ধ পুরীষ ও মূত্র ।

ধূলি, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, ছায়া, গো; অশ্ব, মক্ষিকা, এবং রবিকিরণাদি
স্পর্শ মাত্রে শুদ্ধ হয় ।

প্রমাণ মত্ব যথা—

“মক্ষিকা বিপ্রাষ ঙ্ শ্চায়া গৌরশ্বসূর্য্যরশ্ময়ঃ ।

রজোভূর্বাযুরগ্নিশ্চ স্পর্শে মেধ্যানি নির্দিশেৎ । ইতি ॥”

আম মাংস, ঘৃত, মধু, এবং ফল সম্ভূত দ্রব পদার্থ স্নেচ্ছাদির অশুচি পাত্রে
থাকিলেও তাহাহইতে তুলিয়া লইলেই শুদ্ধ হয় ।

প্রমাণ যম যথা—

আম মাংসং ঘৃতংক্ষৌদ্রংস্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ

স্নেচ্ছভাণ্ড স্থিতা দুর্গা নিক্ষুত্বাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ইতি ॥”

যাহা এক জনে লইয়া যাইতে পারেনা এমন কাষ্ঠ এবং প্রস্তর মৃত্তিকার
ন্যায় শুদ্ধ এবং বহু সংখ্যক ঈষ্টক অর্থাৎ ঈষ্টক রাশিও তজ্রপ শুদ্ধ ।

প্রমাণ বৌধায়ন যথা—

“অনেকোদ্ধাছে দারুশিলে ইষ্টকাশ্চ সক্ষীর্ণীভূতা ॥” ইতি ॥

এইকপ সকল বস্তুই তাপন, প্রোক্ষণ, কিয়দংশ পরিত্যাগ ইত্যাদি কার্য্য
দ্বারা শুদ্ধ হয়, গ্রন্থ গৌরব ভয়ে সমস্ত উদ্ধৃত হইলনা ।

অথ মুমূর্ষু মৃত কৃত্য ।

শালগ্রাম সমীপে কিম্বা একক্রোশের মধ্যে মৃত্যু হইলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ।
প্রমাণ লিঙ্গপুরাণ যথা—

“শালগ্রাম সমীপেতু ক্রোশ মাত্রং সমন্ততঃ ।

* কীকটেইপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নরঃ ॥” ইতি ।

ঃ বিপ্রাষ দ্রববস্তুর বিন্দু ।

* কীকট মগধ ।

তুলসী বৃক্ষ সমীপে মৃত্যুতেও হরিপদ প্রাপ্তি ।

প্রমাণ বৈষ্ণবামৃত্যে ব্যাস যথা—

“তুলসীকাননে জন্তোর্থদি মৃত্যুর্ভবেৎ কচিৎ ।

সু নির্ভৎস্য যমং পাপী লীলয়ৈব হরিং বিশেৎ ॥” ইতি॥

গঙ্গাতীর হইতে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত পুণ্যক্ষেত্র, ইহাতে দান, জপ, হোম, করিলে গঙ্গাতীরকৃত সম ফল প্রাপ্তি, এবং ঐ স্থান বাসীরা স্বর্গগামী হয় ও ঐ স্থানে মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয় না ।

প্রমাণ স্কান্দে যথা—

“তীরাদগব্যুতি * মাত্রস্ত পরিতঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ।

অত্র দানং জপোহোমো গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ ।

অত্রস্থা স্ত্রিদিবং বাস্তি যে মৃতাস্তেহপুনর্ভবাঃ ॥” ইতি॥

গঙ্গাতীবাধি নরণে প্রাপ্ত ব্রহ্মলোক ব্যক্তিবও শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে ।

প্রমাণ ভাগবতে যথা—

“কৃষ্ণএবং ভগবতি মনোনাগ্ দৃষ্টিরভিভি

রাঅন্যাত্মান নাবেশ্য সোহন্তঃ শ্বাসমুপারমং

সম্পদ্যমানমাজ্জায় ভীষ্মং ব্রহ্মনি নিকলে

সর্বে বুদ্ধবুস্তে তুষ্ণীং† বয়াংসীব ‡ দিনাত্যায়ে¶

তস্য নিহঁরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব

যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মূহুতং দুঃগিতোহভবৎ ॥” ইতি ॥

* গব্যুতি দুই ক্রোশা গব্যুতি জী ক্রোশযুগ মিতামরঃ ।

† তুষ্ণী নীরব ।

‡ বয়াংসি পক্ষিণঃ জীবন কাল বা ।

¶ দিনাত্যায়ে দিবসাপগমে কালশেষে বা ।

পরমাত্মা ভগবান কৃষ্ণে স্বকীয় আত্মা মিলিত করিয়া, মহাবীর ভীষ্ম মুক্ত হইলে তাঁহাকে নিরুপাধি ব্রহ্ম সম্মিলিত জ্ঞানেও মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিণী ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত পুত্র মুক্ত পিতৃাদির শ্রাদ্ধ নিজ কর্তব্যানুরোধে অবশ্যই করিবে।

আসন্নমৃত্যুব্যক্তি অশুচি হইলেও সবৎসা গাভি দান করিবে, অশুভ হইলে নরকোদ্ধারের নিমিত্ত কেবল মাত্র গাভি দান করিবে, রোগ প্রযুক্ত নিজে অসমর্থ হইলে অন্য দ্বারা দান করাইবে, যদি সে সময়ে বৈতরণ্যাদি দান না করা হয়, তাহা হইলে অশোচাস্তে পুত্রাদি ঐ কার্য্য করিবে।

প্রমাণ স্মৃতি যথা—

“আসন্ন মৃত্যুনা দেয়া গোঃ সবৎসাচ পূর্ব্ববৎ ।
তদভাবে চ গোৱেকা নরকোদ্ধারণ্যবৈ ।
তদা যদি ন শক্ৰোতি দাতুং বৈতরণীঞ্চ গাং ।
শক্তোহন্যোহরুকৃ তদা দত্তা শ্রেয়োদদ্যান্মৃতস্যচ ॥” ইতি ॥

শবদূষিত গৃহস্থ মৃন্ময় ভাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া, গোময় দ্বারা উপলেপন করতঃ ব্রাহ্মণ কর্তৃক মন্ত্রপূত জন সেই গৃহে অভ্যুক্ষণ করিবে।

প্রমাণ সম্বন্ধ যথা—

“গৃহশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি অন্তস্থশবদূষিতে ।
প্রোৎসৃত্য মৃন্ময়ং পাত্রং সিদ্ধমন্নং তথৈব চ ।
গৃহাদপাস্য তৎ সর্ব্বং গোময়েনোপলেপয়েৎ ।
গোময়েনোপলিপ্যাথ ছাগেনাত্রাপয়েদ্বুধঃ ।
ব্রাহ্মণৈর্মন্ত্রপূতৈশ্চ হিরণ্যকুশবারিভিঃ ।
সর্ব্বমভ্যুক্ষয়েদ্বৈশ্ম ততঃ শুদ্ধ্যত্যা সংশয়ঃ ॥” ইতি ॥

দহন, খনন, উপলেপন, বপন, এবং পর্জন্য বর্ষণ, এই পাঁচ প্রকার কার্য্য দ্বারা ভূমির পবিত্রতা হয়।

প্রমাণ দেবল যথা—

“দহনং খননংভূমেরুণালেপনবাপনে ।

* পৰ্জন্য-বর্ষণকাপিশৌচং পক্ষবিধং স্মৃতং ॥” ইতি ॥

দাহযোগ্য মমুষ্যের মৃত্যু হইলে, তৎহার মৃত দেহ কিম্বা অস্থির অপ্রাপ্তিহে
অমাবস্যা় পৰ্ণনর দন্ধ করিবে ।

প্রমাণ দীপকলিকা যথা—

“অস্থুমলাভে দর্শেতু ততঃ পৰ্ণনরং দহেৎ ॥” ইতি ॥

শরপত্র দ্বারা পুরুষের প্রতিকৃতি নির্মাণ করিবে এবং শিরে ৪০, গ্রীবাতে
১০, বক্ষঃস্থলে ৩০, জঠরে ২০, বাহুতে ১০০, অঙ্গুলিতে ১০, † বুধণে ৬, ‡ শিশ্নে ৪,
উরুতে ১০০, জাহ্নু জঙ্ঘাতে ৩০, এবং পদাঙ্গুলিতে ১০, এই ৩৬০ পলাশ পত্র
দিয়া পশম অর্থাৎ মেষাদির লোম দ্বারা বেষ্টন করিবে, পরে যবমণ্ড লেপ দিয়া
দাহ করিবে ।

প্রমাণ আশ্বলায়ন গৃহ পরিশিষ্টে যথা—

“অস্থিনাশে পলাশ বৃন্তানাং ত্রীণি যষ্ঠিশতানিচ

পুরুষপ্রতিকৃতিং কৃদ্ধাহশীত্যর্কিস্ত শিরসি

গ্রীবায়াং দশ যোজয়েৎ উরসি ত্রিংশতং দদ্যাৎ

বিংশতিং জঠরেতথা বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাৎ

দদ্যাদঙ্গুলিভি দর্শ দ্বাদশাঙ্গং বুধণয়ো

রক্টাঙ্গং শিশ্নেএবচ উরুভ্যাঞ্চ শতংদদ্যাৎ

ত্রিংশতং জাহ্নুজঙ্ঘয়োঃ পাদাঙ্গুলিষুচ দশ ॥” ইতি ॥

“উর্ণা সূত্রেণ সংবেক্ষ্য যবপিষ্টেণ লেপয়েৎ ॥” ইতিচ ।

পৰ্ণনর দাহ তিন পক্ষ পবে করিতে হয় ।

প্রমাণ বিষয় যথা—

“ত্রিপক্ষেতু গতে পৰ্ণনরং দহাদনগ্নিক ॥” ইতি ।

অথ অধিকারি নির্ণয় ।

নিম্নলিখিতেরা পূর্বের অভাবে পরোক্ত দাহাদি সপিণ্ডীকরণান্ত্র ক্রিয়ার অধিকারী ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অপুত্র পত্নী, কৰ্ম্মাসমর্থ পুত্রবৃদ্ধ পত্নী, অদত্ত কন্যা, বাগদত্তা কন্যা, দত্ত কন্যা, দৌহিত্র, কনিষ্ঠ সহোদর, জ্যেষ্ঠ সহোদর, কনিষ্ঠ বৈমাতেয়, জ্যেষ্ঠ বৈমাতেয়, কনিষ্ঠ সোদরপুত্র, জ্যেষ্ঠ সোদর পুত্র, কনিষ্ঠ বৈমাতেয় পুত্র, জ্যেষ্ঠ বৈমাতেয় পুত্র, পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, পৌত্রী দত্তা পৌত্রী, পৌত্রবধূ, প্রপৌত্রী, দত্তা প্রপৌত্রী, পিতামহ, পিতামহী, সপিণ্ড সমানোদক গোত্রজ, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, মাতৃপক্ষ সপিণ্ড মাতৃপক্ষ সমানোদক, অসবর্ণা ভাৰ্যা, অপরিণীতা অর্থাৎ বাগদাননিশ্চিতা ভাৰ্যা, স্বশুর, জামাতা, পিতামহী ভ্রাতা, শিষ্য, গুরু, মিত্র, পিতৃমিত্র, একগ্রামবাসী, গৃহীত বেতন সজাতীয়, সজাতীয় ।

স্মার্তের গ্রন্থে যেরূপ লিখিত আছে সেইরূপ অনুবাদিত হইয়া লিখিত হইল । নিম্নে স্ত্রীর দাহাদি ক্রিয়ার অধিকারী লিখিত হইতেছে ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দত্তা অদত্তা ও বাগদত্তা কন্যা, দৌহিত্র, সপত্নীপুত্র, পতি, * স্নুযা, সপিণ্ড, সমানোদক, সগোত্র, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, ননন্দা পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র, জামাতা, স্বামী মাতুল, ভর্তৃশিষ্য, পিতৃ সমানোদক, পিতৃ গোত্রজ, মাতৃসমানোদক, মাতৃ বংশ, সজাতীয় ।

ইহারাই ক্রমান্বয়ে স্ত্রীলোকের দাহাদির অধিকারী ।

প্রমাণ স্মার্ত যথা—

“জ্যেষ্ঠ পুত্র ইত্যাদি”

এবং প্রচেতা যথা—

“পুত্রোভ্রাতা পিতাবাপি মাতুলো গুরুরেবচ

এতে পিণ্ড প্রদা জ্ঞেয়া সগোত্রাশ্চৈব বান্ধবাঃ ॥” ইতি ।

পুত্রাদি নিকটে না থাকিলে যে ব্যক্তি দাহ করিবে অথবা প্রথম পিণ্ড দান করিবে সেই পুত্রাদির আগমনেও দশপিণ্ড দানের অধিকারী ।

প্রমাণ বায়ু পুরাণ যথা—

“অসগোত্রঃ সগোত্রোবা যদি স্ত্রী যদিবা পুমান্ ।

যশ্চাগ্নিদাতা প্রেতস্য পিণ্ডং দদ্যাৎ স এব হি ॥

এবং আখ্যায়ন গৃহ পরিশিষ্টে—

“অসগোত্রঃ সগোত্রোবা যদি স্ত্রী যদিবা পুমান্ ।

প্রথমেহহনি যো দদ্যাৎ সদশাহং সমাপয়েৎ ॥”

উহাদের অসামর্থ্যে পুত্রাদির উক্ত কৰ্ম্ম করিতে পাবে ।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

“দাহকাদেবসামর্থ্যে পিণ্ডা দেয়াঃ স্ত্রতাদিভিঃ ॥”

প্রথমাধিকারীর ব্যাঘাত হইলে অন্য করিতে পারে ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“এবং ক্রিয়া প্রবৃত্তানাং যদি কশ্চিদ্ধিপদ্যতে ।

তদ্বন্ধুনা ক্রিয়া কার্য্য সৰ্ব্বৈবাসহকারিভিঃ ॥”

অশৌচ মধ্যে স্ত্রীলোক রজস্বলা হইলে, বস্ত্রত্যাগ ও স্নান করিয়া স্বামীর পূরক পিণ্ড অর্থাৎ পূর্বোক্ত দশপিণ্ড দান করিকে ।

প্রমাণ শাতাভ্যাস যথা—

“ভর্তুঃ পিণ্ড প্রদানেতু সাধ্বী স্ত্রীচেদ্রজস্বলা ।

বস্ত্রংত্যক্তা পুনঃ স্নাত্বা সৈব দদ্যাভু পূরকং ॥” ইতি ।

অপুত্রা স্ত্রী স্বামীর সাহসংসরিক শ্রাদ্ধেব সময় রজস্বলা হইলে, পঞ্চমদিবসে শ্রাদ্ধ করিবে ।

প্রমাণ গোতম যথা—

“অপুত্রা তু যদা ভার্য্যা-সংপ্রাপ্তে ভর্তুরাদিকে ।

রজস্বলা ভবেৎ সা তু কুর্য্যাৎ তৎ পঞ্চমেহহনি ॥” ইতি ।

যে ব্যক্তির নাভির উর্দ্ধে কিম্বা অধোভাগে রুধিরস্রাব হয়, সেই ব্যক্তি সেই দিন দৈব ঐশ্বর্যকর্মে অনধিকারী, কিন্তু গ্রহণে, পূরক দানে এবং মহাতীর্থে ক্ষত দোষ গ্রাহ্য নহে ।

প্রমাণ স্মৃতি যথা—

নাভে রুদ্ধা মধোবাপি যদি স্যাদ্রুধিরস্রবঃ ।

অশুকিস্তদহঃকর্ম্য কুর্বন্নরকমাশ্ন য়াৎ ॥” ইতি ।

এবং

“চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেচ স্নাতানাং পিতৃতপর্গে

মহাতীর্থেতু সম্প্রাপ্তে ক্ষতদোষান বিদ্যতে ॥ ইতি ।”

অথ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন কৃত্য ।

অশৌচ নিবৃত্ত হইলে শ্রাদ্ধ দিবসে স্নানান্তর ব্রাহ্মণ জলস্পর্শে, ক্ষত্রিয় বাহনায়ুধ স্পর্শে, বৈশ্য প্রত্যাদি অশ্বাদি তাড়ন দণ্ড কিম্বা রশ্মি অর্থাৎ লাগাম স্পর্শে এবং শূদ্র বস্তু স্পর্শে শুদ্ধ হইবে ।

প্রমাণ মহু লথা—

“বিপ্রঃ শুদ্ধাত্যপম্পৃষ্টা ক্রিয়ো বাহনায়ুধং ।

বৈশ্যঃ প্রত্যোদং রশ্মীন্ বা যষ্টিং শূদ্রঃ কৃতক্রিয়ঃ ॥” ইতি ॥

ঐ দিবস ফলবস্ত্রযুক্ত উত্তম শয্যাং কাঞ্চনময় প্রেত প্রতিকৃতি শায়িত করিবে এবং দ্বিজদাম্পতীকে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া পূৰ্ব্বোক্ত শয্যা দান করিতে হয় ।

প্রমাণ মৎস্য পুরাণে যথা—

“অশৌচান্ত-দ্বিতীয়েহহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণং ।

কাঞ্চনং পুরুষং তদ্বৎ ফলবস্ত্রসমন্বিতং ।

সংপূজ্য দ্বিজ-দাম্পত্যং নানাভরণ ভূষণৈঃ ॥” ইতি ॥

একাদশাহে যে প্রেত মম্বন্ধে বুধোৎসর্গ হয়, তিনি প্রেতলোক পরিত্যাগ করত স্বর্গে গমন করেন ।

প্রমাণ মৈথিল ধৃত বচন যথা—

“অহন্যেকাদশে প্রাপ্তে যস্য চোৎসৃজ্যতে বুধঃ ।

প্রেতলোকাধিমুক্তশ্চ স্বর্গলোকং সমগ্নুনত ॥” ইতি ॥

এবং অগ্নি পুরাণে যথা—

“একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বুধঃ ।

প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥” ইতি ॥

সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত বুধোৎসর্গ করিতে পারে ।

প্রমাণ অগ্নিপুুরাণে যথা—

“আদ্য শ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠে মাসি চ বৎসরে ।

বুধোৎসর্গশ্চ কর্তব্যো যাবন্মস্যাৎ সপিণ্ডতা ॥” ইতি ॥

প্রেত্যোদ্দেশে ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, তাষূল, ছত্র, গন্ধ, মালা, ফল, শয্যা, পাছকা, গো, কাঞ্চন এবং রজত, দান করিতে হয় ।

ইহারই নাম ষোড়শ দান ।

প্রমাণ সাম্প্রদায়িক যথা—

‘ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং প্রদীপোহ্নং ততঃ পরং ।

তাম্বুলচ্ছত্রগন্ধাশ্চ মালাং ফলমতঃ পরং ।

শয্যাচ পাছুকা গাবঃ কাঞ্চনং রজতং তথা ।

দান মেতৎ ষোড়শকং প্রেতমুদ্दिश्य दीयते ॥ ইতি ॥

প্রতি গ্রহ সমর্প অথাৎ সুযোগ্য ব্রাহ্মণে দান করা কর্তব্য ।

প্রমাণ দেবল যথা—

“প্রতিগ্রহ সমর্থোহি কুত্বা বিপ্রো যথাবিধি ।

নিস্তারয়তি দাতারং আত্মানঞ্চ সতেজসা ॥”

দান গ্রহণে বেদাঙ্গ পারগ নিঃশব পাণস্পর্শ হয়না ।

প্রমাণ হ্যানে যথা—

“বেদাঙ্গ-পারগো বিপ্রো যদি কুর্যাৎ প্রতিগ্রহং ।

ন স পাপেন লিপ্যেত পদ্ম-পত্র মিবাস্তস্যা ॥” ইতি ॥

পিতা ও মাতার মৃত্যুতে এক বৎসর পর্যন্ত পুত্রের কালাশৌচ থাকে । এই সময় মধ্যে দৈব এবং পৈত্র কৰ্ম করিতে পারেনা, বিস্ত সপিণ্ডীকরণান্তে বৎসর মধ্যে ও উক্ত অশৌচ যায় ।

প্রমাণ দেবীপূরণ যথা—

“প্রমীর্তৌ পিতরৌ যস্য দেহন্তস্যোশুচির্ভবেৎ ।

নাপি দৈবং নবা পৈত্রং বাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ ॥” ইতি ॥

এবং শাতাতপ বচন যথা—

“অর্বাঙ্ সশ্বৎসরাঙ্কৌ পূর্ণেসশ্বৎসরেহপি বা ।

যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতা ন তেষান্ত পৃথক্ ক্রিয়া ॥” ইতি ॥

অথ উদ্বাহকৃত্য ।

• পিতৃশ্রোত্রে এবং মাতামহ গোত্রে বিবাহ করিবে না ।

প্রমাণ মনু এবং শাতাতিপ যথা—

“অসপিণ্ডাচ যামাতুরসগোত্রা চ যাপিতুঃ ।

সাপ্রশস্তা দ্বিজাভীনাং দারকর্মানি মৈথুনে ॥” ইতি ।

পিতৃসাপিণ্ড্য এবং মাতামহ সাপিণ্ড্যও বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

প্রমাণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

পিতৃ সাপিণ্ড্য সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ।

প্রমাণ ।

“লেপভাজ” ইত্যাদি পূর্বেই লিখিত হইয়াছে ।

মাতামহ সাপিণ্ড্য পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত ।

প্রমাণ हरिनाथोपाध्याय দ্বত নারদ বচন যথা—

“পঞ্চমাং সপ্তমাদূর্কং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাৎ ।

সপিণ্ডতা নিবর্তেত সর্ববর্ণেষু বিধিঃ ॥” ইতি ।

এবং বিষ্ণুপুরাণে—

“সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃ পক্ষাচ্চ পঞ্চমীং ।

উদ্বাহেত দ্বিজোভার্যাং ন্যায়েন বিধিনানুপ ॥” ইতি ।

সপ্তম পঞ্চম পর্য্যন্ত পিতৃ মাতৃ বান্ধব কন্যা, ও সমান প্রবরা কন্যা বিবাহ করিবে না ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“আসপ্তমাৎ পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃমাতৃতঃ ।

অবিবাহ্যাসগোত্রাচ সমান প্রবরা * তথা ॥” ইতি ।

অসবর্ণা কন্যা বিবাহত কলিতে নিষিদ্ধ ।

প্রমাণ বৃহন্নারদীয়ে যথা—

“সমুদ্রে যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং ।

দ্বিজানাম মসবর্ণাস্ত্র কন্যাসূপযম † স্তথা ।

দেবরেণ স্ততোৎপত্তিস্মধুপর্কে পশোর্বধঃ ।

মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বান প্রস্থাপ্রমস্তথা ।

দত্তায়্যৈশ্চব কন্যায়্যাঃ পুনর্দানং পরস্যচ ।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ ।

মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চ তথামথন্ ‡ ॥

ইমান্ ধর্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাভ্র্মনীষিণঃ ॥”

ইতি ।

জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিবে না, করিলে পতিত হইবে ।

প্রমাণ, হারীত যথা—

“জ্যেষ্ঠেহ্নির্বির্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্বিশান্ পরিবেত্তা

ভবতি পরিবিনোজ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কন্যা

পরিদায়ী দাতা পরিকর্তা যাজকঃ তে সর্বের পতিতা ॥”

ইতি ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশান্তরে গমন করিলে এবং আসিবার সম্ভাবনা না থাকিলে
কিছা পাতিত্যাদি দোষযুক্ত হইলে, কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারে ।

* প্রবরন্তস্ত গোত্র প্রবর্তকস্য মূনে ব্যাবর্তকো মুনীগণ ইতি মাধবাচার্য্যঃ ।

† উপযম বিবাহ ।

‡ মথ যজ্ঞ ।

প্রমাণ শাতাতপ যথা—

“ক্লীবে দেশান্তরগতে পতিতে ভিক্ষুকেহপিবা ।

যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিদেবনে ॥” ইতি ।

জ্যেষ্ঠাকন্যা সত্বে কনিষ্ঠাকে বিবাহ করিবে না, করিলে সেই কন্যাকে পরিত্যাগ করিবে ।

প্রমাণ দেবল যথা—

“জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং * কন্যায়ামুহতেহনুজা ।

সাচাঞ্চে দীধিযুক্তৈয়া পূর্বাচ দীধিযুঃ স্মৃতা ॥” ইতি ।

এবং ভট্টদেব ধৃত বচন যথা—

“পরিত্যক্তা চ সা পোষ্যা ভোজনাচ্ছাদনেন চ ॥” ইতি ।

দশবৎসর পর্য্যন্ত কন্যা বিবাহের কাল, এই সময় মধ্যে কালাকাল বিবেচনা করিয়া দান করিবে, ইহার পর অকালেও দোষ নাই ।

প্রমাণ অঙ্গিরা যথা—

“আবৃত্তেতীর্থগমনে প্রতিজ্ঞাতে চ কস্মণি ।

কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষো ন বিদ্যতে ।

অষ্টবর্ষাভবেদগৌরী নববর্ষাতু রোহিণী ।

দশমে কন্যাকাপ্রোক্তা অতউর্দ্ধং রজশ্বলা ।

তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যাকাবুধৈঃ ।

প্রদাতব্যা প্রযত্নেন নদোষঃ কালদোষতঃ ॥” ইতি ।

আমরণ কন্যার বিবাহ না হওয়াও শ্রেয়ঃ, তথাপি রজশ্বলা দোষ ভয়ে গুণহীন পাত্রে কন্যাদান উচিত নয় ।

প্রমাণ সম্বচন যথা—

“কামমামরণান্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যার্তুমতাপি ।

নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেন্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥” ইতি ।

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ এবং চৈত্র ভিন্ন পাঁচ মাসে কন্যা বিবাহিতা হইলে স্ত্রতবতী এবং সমৃদ্ধা হয় ।

প্রমাণ রাজমার্ত্তভীয়ে যথা—

“আষাঢ়ে ধন ধান্য ভোগরহিতা নষ্ট প্রজা শ্রাবণে,
বেশ্যা ভাদ্রপদে ইষে চ মরণং রোগান্বিতা কার্তিকে,
পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবহুলা চৈত্রে মদোন্মাদিনী,
অন্যেষেব বিবাহিতা স্ত্রতবতী নারীসমৃদ্ধা ভবেদिति ॥”

বিবাহ গর্ভান্বিত যুগ্মবৎসরেই প্রশস্ত ।

প্রমাণ রাজমার্ত্তভীয়ে যথা—

“অযুগ্মেচ্ছূর্ভগানারী যুগ্মে চ বিধবা ভবেৎ ।

তস্মাৎ গর্ভান্বিতে যুগ্মে বিবাহেসা পতিব্রতা ॥” ইতি ।

চৈত্র এবং পৌষ ভিন্ন অবশিষ্ট নিষিদ্ধ মাসে বিবাহে অধিক ক্ষতি নাই ।

প্রমাণ রাজমার্ত্তভীয়ে যথা—

“মঙ্গল্যেষু বিবাহেষু কন্যা সম্বরণেষু চ ।

দশমাসা প্রশস্যন্তে চৈত্র পৌষ বিবর্জিতা ॥” ইতি ।

দশ বৎসর অতীত হইলে কন্যা বিবাহে গ্রহাঙ্ক শুক্রাদির নিয়ম নাই ।

প্রমাণ রাজমার্ত্তভীয়ে যথা—

“রাজগ্রস্তে তথা যুদ্ধে পিতৃণাং প্রাণসংশয়ে ।

অতি প্রোঢ়াচ যা কন্যা নানুকূল্যং প্রতীক্ষ্যতে ॥” ইতি

অতি বুদ্ধাচ যা কন্যা কুলধর্ম বিরোধিনী ।

অবিশুদ্ধাপি সাদেয়া চন্দ্রলগ্ন বলেন তু ॥” ইতিচ ।

এবং ভূজবল ভীমে যথা—

“ঐহশুদ্ধিমব্দশুদ্ধিঃ শুদ্ধিঃমাসায়নর্তুদিবসানাং ।

অর্বাঙ্ দশবর্ষেভ্যো মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্যকানাং ॥” ইতি ।

পিতা, পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা, মাতামহ, মাতুল, সকুল্য, পিত্রাদি বান্ধব কন্যাদান করিবে, এই সকলের অভাবে প্রকৃতিস্থ মাতা, মাতা অপ্ৰকৃতিস্থ হইলে স্বজাতীয়েরা কন্যাদান করিবে ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“পিতাদদ্যাৎস্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ ।

মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা ।

মাতুলভ্রাতাবে সর্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ততে ।

তস্যামপ্রকৃতিস্থায়্যাং কন্যাং দদ্যাৎ স্বজাতয়ঃ ॥” ইতি ।

মলমাসে কন্যাদান সকল কালেই নিষেধ ।

প্রমাণ অঙ্গিরা যথা—

“মলমাসাদি কালানাং বিবাহাদ্যে প্রযজ্ঞতঃ ।

পুংসঃ প্রতি সদাদোষাৎ সর্বদৈবহিবর্জ্যতা ॥” ইতি ।

বিবাহাদি কর্ষে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ইহাকেই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বলে ।

প্রমাণ বিষ্ণু পুরাণে যথা—

“কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববৈশ্মনঃ ।

নামকর্মাণি বালানাং চূড়া কর্মাদিকে তথা ।

সীমস্তোময়নে চৈষ পুত্রোদিমুখদর্শনে ।

নাস্তীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥” ইতি ।

এবং ছন্দোগ পরিশিষ্টে যথা—

“অপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ সূতসংস্কার কৰ্ম্মসু ।

পিণ্ডানোদ্বহনাভেষাং তদভাবে * হপিতং ক্রমাৎ † ॥”

ইতি ।

বিবাহাদিতে ক্ষৌর কৰ্ম্ম করিতে হয় ।

শ্রমাণ ত্রিপতি বহুমাল্য যথা—

“আজ্ঞয়ানরপতে দ্বিজন্মনাংদার কৰ্ম্মমৃত সূতকেযুচ ।

বন্ধমোক্ষমথ দীক্ষণেষপি ক্ষৌর মিচ্চ মথিলেযুচোড়ুযু ॥”

ইতি ।

কন্যাবিবাহে পণ গ্রহণ নিষিদ্ধ, দানে স্বর্গপ্রাপ্তি ।

শ্রমাণ যম যথা—

“কুপারাম ‡ প্রপাকারী ৪ তথাবৃক্ষাদি রোপকঃ ।

কন্যাপ্রদঃ সেতুকারী স্বর্গমাপ্নোত্যশ সয়ং ॥” ইতি ॥

কন্যাদানের নানা প্রকার লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই উৎকৃষ্ট বলিয়া লিখিত হইল । বিদ্বান বিনয়ী বরকে আহ্বান করিয়া, যথাশক্তি লক্ষ্যতা কন্যা সম্প্রদানের নামই ব্রাহ্ম বিবাহ ।

শ্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

* তদভাবে পিতৃনাশে পাতিত্যাदिना प्राक्षानधिकारित्वादৌ वा ।

† তৎ ক্রমাৎ তস্যসংস্কার্যস্যাপিতুঃ ক্রমাৎ তেনস্বয়ং তদন্যোবা তৎপিতৃ ভ্যন্তন্যাতামহেভ্যশ্চ প্রাক্ং কুর্য্যাৎ ।

‡ আরাম উদ্যান ।

৪ প্রপাপানীর শালিকা ইত্যমরসিংহঃ ।

“ব্রাহ্মোবিবাহ আত্ময়াদীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতঃ ॥” ইতি ।

এবং মত্ব যথা—

“আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বাচ শ্রুত শীল বতে স্বয়ং ।

আত্ময় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥” ইতি ।

অথ গর্তাধান ।

আদ্যাত্মতুর পর গর্তাধান করিতে হয় ।

প্রমাণ যাক্তবক্ষ্য যথা—

“গর্তাধান যুতৌ পুংসঃসবনং স্পন্দনাং পুরা ।

যষ্ঠেহক্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাত কশ্মচ ।

অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিক্রমঃ ।

যষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি চূড়াকার্য্য যথাকুলং ॥” ইতি ॥

ঋতুমতী উপরত শোনিতা হইলে গমনে সম্ভানোংপত্তি হয় ।

প্রমাণ গোভিল যথা—

“যদা ঋতুমতী ভবতু্যপরত শোনিতা তদা সম্ভবকাল ॥” ইতি ।

স্বামী নিকটস্থ থাকিয়া ঋতুগমন না করিলে, জগহত্যায় পাতক হয় ।

প্রমাণ স্মৃতি যথা—

“ঋতুমতীস্তু যোভার্য্যাং সম্মিধোনোপসর্পতি ।

অবাপ্নোতি সমন্দাত্মা জগহত্যাযুতাবৃত্তৌ ॥” ইতি ।

জ্যোষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরাজিত্তর এই কয় নক্ষত্রে এবং পর্বে গর্তাধান নিষিদ্ধ ।

প্রমাণ জ্যোতিষে যথা—

“জ্যেষ্ঠামূল্য মঘাশ্লেষা রেবতী কৃত্তিকাস্থিনী ।

উত্তরাত্রিতয়ং ত্যক্তা পৰ্ববৰ্জং ত্রজে দত্তৌ ॥” ইতি ॥

চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি, এই গুলির নাম পৰ্ব ।

প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণে যথা—

“চতুর্দশাষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা ।

পৰ্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবি সংক্রান্তিরেবচ ॥” ইতি ।

আদ্যন্তু হইতে ষোড়শদিন পর্যন্ত যুগ্মদিনে গর্ভাধান প্রশস্ত ।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

ষোড়শর্তুর্নিশাস্ত্রীণাং তাস্ময়ুগ্মাস্ত্রসংবিশেৎ ।” ইতি ।

অথ পুংসবন ।

গর্ভবতীর তৃতীয় মাসের আদিম দশম দিবসে পুংসবন করিতে হয় ।

প্রমাণ গোভিল যথা—

“তৃতীয়স্য গর্ভমাসস্য আদিম দশম দিবসে পুংসবনস্যকাল ॥”
ইতি ।

অথ সৌমন্তোন্নয়ন ।

যদি এই সংস্কারের পূর্বে পুংসবন না হইয়া থাকে তাহা হইলে
প্রায়শ্চিত্তস্বাক্ষর মহাব্যাহতি হোম করিয়া উক্ত কৰ্ম্ম নিকাহ করিবে ।

প্রমাণ যথা ছন্দোগ পরিশিষ্টে—

“সংস্কারা অতিপত্যোরন্ স্বকালান্ন কথঞ্চন ।

হুত্বৈতদেব কুবীত যেতূপনয়নাদথঃ ॥ ইতি ।

যদি সীমস্তোত্রয়ন না হইয়া প্রসব হয়, তাহা হইলে বালককে ক্রোড়ে করিয়া সীমস্তোত্রয়ন করিবে।

প্রমাণ যথা—বৃহদ্রাজমার্ত্তণ্ডে—

“যানার্য্য কৃতসীমস্তাপ্রসূতে^{৩৬} কদাচন ॥

অঙ্কে নিধায়তং বালং পুনঃ সংস্কারমর্হতীতি ॥”

সীমস্তোত্রয়নে বৃদ্ধি শ্রদ্ধ করিবে।

প্রমাণ—

“কন্যা পুত্র বিবাহেষ্বিত্যাদি ॥”

অথ জাত কর্ম ।

পুত্র জন্ম অবশ্যে পিতাকে সবস্ত্র স্নান করিতে হয়। বেদোক্ত কার্য্যসমাপাধা করিয়া নাড়ীচ্ছেদনের পূর্বে ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দান করিতে হয়, এবং স্নবর্ণ ও ফল দিয়া পুত্র মুখ দর্শন করিতে হয়।

প্রমাণ কৃত্যচিন্তামণিতে দেবল যথা—

“জাতে পুত্রে পিতাশ্রদ্ধা সচেলং স্নানমাচরেৎ ।

ব্রাহ্মণেভ্যো যথাশক্তি দত্ত্বা বালং বিলোকয়েৎ ॥” ইতি ।

এবং পূর্ণ যথা—

“শ্রদ্ধা বালস্যু বৈ জন্ম কৃত্বা বেদোদিতাঃ ক্রিয়াঃ ।

অচ্ছিন্ননালং পশ্যেত্ত্বং দত্ত্বা রক্ষ্যং ফলান্বিতং ॥” ইতি ।

ইহাতেও আভ্যুদয়িক শ্রদ্ধ করিতে হইবে।

প্রমাণ যথা—মার্কণ্ডেয় পুরাণে

‘নৈমিত্তিকমথো বক্ষ্যে শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ার্থকং ।
পুত্রজন্মনি তৎকার্যং জাতকশ্মসমং নরৈঃ ॥’ ইতি ।

অথ নাম করণ ।

জন্মের পর একাদশ দিনে নামকরণ বিধেয় ।

প্রমাণ শ্রুতির্থথা—

“একাদশে দ্বাদশে বাহনি পিতা নাম কুর্যাৎ ॥” ইতি ।

ইহাতেও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে ।

প্রমাণ—

“কন্যা পুত্র ইত্যাদি” পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণাদির যথাক্রমে দেবশাস্ত্রাদি পদান্ত নাম করিবে ।

প্রমাণ যম বচন যথা—

“শশ্মা দেবশচ বিপ্রস্য বশ্মাত্রাতাচ ভূভুজঃ ।

ভূতিগুপ্তশচ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্যাকারয়েৎ ॥” ইতি ।

এবং বিষ্ণুপুরাণে যথা—

“দেব পূর্বং নরাখ্যংহি শশ্মবশ্মাদি সংযুত মিতি ॥”

অথ নিষ্কুমণ ।

নিষ্কুমণে চন্দ্র এবং সূর্যকে অর্ঘদান করিতে হয় ।

প্রমাণ কৃত্যচিন্তামণি যথা—

“স্বস্ববিধানতোহর্ক শশিনোরঘ্যং দাপয়েদতি ॥”

এই সংস্কারে বুদ্ধি শ্রদ্ধা করিতে হয়না ।

প্রমাণ ছন্দোগপরিশিষ্টে যথা—

“সূর্যোন্দোঃ করণীয়েতুতয়োঃ শ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে ॥”

অথ অন্নপ্রাশন ।

পুরুষের ষষ্ঠ কিস্বা অষ্টম মাসে এবং স্ত্রীর পঞ্চম কিস্বা সপ্তম মাসে অন্ন প্রাশন করিবে ।

প্রমাণ কৃত্যচিন্তামণিধৃত বচন যথা—

“অন্নস্য প্রাশনং কার্য্যং মাসিষষ্ঠাক্টমে বৃধৈঃ ।

স্ত্রীণাস্তু পঞ্চমে মাসি সপ্তমে প্রজগৌমুনিরিতি ॥”

অন্নপ্রাশনে বুদ্ধি শ্রদ্ধা করিতে হয় ।

প্রমাণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

দ্বাদশী, সপ্তমী, নন্দা, রিত্তা, ও পঞ্চপর্ব্বের অন্নপ্রাশন নিষেধ ।

প্রমাণ কৃত্যচিন্তামণি যথা—

“দ্বাদশী সপ্তমী নন্দা রিত্তাসু পঞ্চপর্ব্বসু ।

বলমায়ুর্যশোহন্যাচ্ছিশূন্যামন্নভক্ষণং ॥” ইতি ॥

অথ চূড়াকরণ ।

তৃতীয় কিস্বা পঞ্চম বৎসর চূড়াকরণের সময় ।

প্রমাণ শব্দ ও লিখিত যথা—

“তৃতীয়ে বর্ষে চূড়াকরণং পঞ্চমেবেতি ॥”

জন্মমাসাদি ব্যতিরিক্ত শুদ্ধকালে রিত্তাষ্টমীপ্রতিপচ্ছী বর্জিত গুরুপক্ষীয়
তিথিতে অযুগ্মবর্ষে চূড়াকরণ প্রশস্ত ।

প্রমাণ জ্যোতিষে যথা—

“অযুগ্মাব্দে তথামাসি চূড়াভৌম শনীতরে ।

অর্কেন্দু কাল শুক্লোচ জন্ম মাসেন্দু ভাদৃতে ।

রিত্তাদর্শাষ্টমী ষষ্ঠী প্রতিপদ্বর্জিতে সিতে ॥” ইতি ॥

অথ উপনয়ন ।

গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণের, গর্ভেকাদশে ক্ষত্রিয়ের, এবং গর্ভদ্বাদশে বৈশ্যের
উপনয়নের মুখ্যকাল ।

প্রমাণ গোভিল যথা—

“গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ গর্ভেকাদশেষু

ক্ষত্রিয়ং, গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং ॥” ইতি ॥

ব্রাহ্মণের ষোড়শবৎসর পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত এবং
বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত গোণকাল । ইহার পর সাবিত্রী পতিতা
হন ।

প্রমাণ গোভিল যথা—

“আষোড়শাং ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালো ভবতি আদ্বাবিংশাং

ক্ষত্রিয়স্য আচতুর্বিংশাদ্বৈশ্যস্য অতউর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা

ভবন্তি ॥” ইতি ।

যে কর্মদ্বারা অধ্যয়নার্থ গুরু সমীপে নীত হয়, তাহার নাম উপনয়ন ।

প্রমাণ শ্রুতি যথা—

“গৃহ্যোক্ত কৰ্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ
বালো বেদায় তদ্যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ ॥” ইতি ॥

ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত সাবিত্রীক ব্যক্তি চান্দ্রায়ণানন্তর উপনীত হইবে।

প্রমাণ । শঙ্খ ও লিখিত যথা—

“ব্রাত্যশ্চান্দ্রায়ণকরেৎ ।” ইতি ।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ও আষাঢ় এই কয়মাস ভিন্ন মাসে
উপনয়ন নিষেধ ।

প্রমাণ রাজমার্গেণ যথা—

“মাঘে দ্রবিশীলাত্যঃ ফাল্গুণেচ দৃঢ়ব্রতঃ
চৈত্রে ভবতি মেধাবী বৈশাখে কোবিদোভবেৎ
জ্যৈষ্ঠে গহননীতিজ্ঞ আষাঢ়ে ক্রতু ভাজনঃ
শেষেষন্যেযুরাত্রিঃ স্যান্নিষিদ্ধং নিশিচত্রতং ॥” ইতি ।

অথ প্রায়শ্চিত্ত কৃত্য ।

যে বিধিবোধিত কৰ্ম্মদ্বারা পাপক্ষয় হয়, তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রমাণ মহাভারতে যথা—

“অন্তির্গাত্ৰান্ মলমিব তমোহগ্নি ভয়াদযথা ।
দানেন তপসাচৈব সৰ্ব্বপাপমপোহতি ॥” ইতি ॥

এবং স্মার্ত—

“তেন পাপক্ষয়মাত্র সাধনত্বেন বিধিবোধিতং কৰ্ম্ম প্রায়শ্চিত্তং ।
ইতি ।”

সকলেরই শুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য ।

প্রমাণ শব্দ যথা—

“তস্মাৎ কর্তব্যমেবেহ প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ।”

এবং মনু যথা—

“চরিতব্যমতোনিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ।

নির্দৈশ্চ লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তে নিষ্কর্তনসঃ ॥” ইতি ॥

অজ্ঞব্যক্তির নিকট প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেনা । যম বলিয়াছেন, যিনি বেদস্মৃতি বিরুদ্ধ অপ্ৰামাণিক বচন প্রয়োগ করেন, তাঁহার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ।

প্রমাণ যম যথা—

“বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থ সংযুক্তবচঃ প্রমাণং
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্যাদ্বচনং প্রমাণং ”
ইতি ।

ঋষিবাক্যাদির যিনি বেদ শাস্ত্রাবিরোধী তর্কদ্বারা সমন্বয় করিতে পারেন, তিনিই বিজ্ঞ অর্থাৎ ধর্ম্মবেত্তা ।

প্রমাণ মনু যথা,—

“আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা ।

যন্তর্কেনানুসন্ধতে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥” ইতি ।

বিচার যুক্তিপূর্ব্বক করিতে হয়, কারণ কেবল শাস্ত্রবচন লইয়া অযৌক্তিক বিচারে ধর্ম্মহানি হয় ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“কেবলং শাস্ত্রমাস্ত্রিত্য ন কর্তব্যোবিনির্ণয়ঃ

যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥” ইতি ।

জানিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না দিলে পাপ হয় ।

প্রমাণ অঙ্গিরা যথা—

ভার্তান্যং মার্গমাণানাং প্রায়শ্চিত্তানি যে দ্বিজাঃ ।

জানন্তো ন প্রযচ্ছন্তি তেহপিতদোষভাগিনঃ ॥” ইতি ॥

পাপী বক্তার নিকট পাপ বলিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দান করিয়া উপদিষ্ট ব্রত আচরণ করিবে ।

প্রমাণ স্মৃতি যথা—

“প্রথ্যাপ্য পাপং বক্তৃত্যঃ কিঞ্চিদ্বদ্বা ব্রতং চরেদिति ॥”

অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে প্রায়শ্চিত্ত করিবেনা ।

প্রমাণ যথা—ব্যবহার চিন্তামণি গ্রন্থে—

“নাঋত্ম্যাং ন চতুর্দশ্যাং প্রায়শ্চিত্ত পরীক্ষণে ।

ন পরীক্ষা বিবাহশ্চ শনিভৌম দিনে তথ্য ॥” ইতি ।

অথ প্রায়শ্চিত্ত পূর্বাহ্নকৃত্য ।

পূর্বাহ্নে কেশাদি বপন করিবে এবং ঘৃত ভোজন করিবে, প্রদোষে সন্ধা করিবে ।

প্রমাণ শঙ্কলিখিত যথা—

“বাপ্যকেশান্ নথান্ পূর্বং ঘৃতং প্রাশ্ণ বহির্নিশি ।

প্রত্যেকং নিয়তং কালমাত্মনো ব্রতমাদিশেৎ ।

প্রায়শ্চিত্তমুপাসীনোবাগ্যতন্ত্রিসবনং স্পৃশেৎ ॥” ইতি ।

কেশ বপন না করিলে, দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দ্বিগুণ দক্ষিণা দিবে ।

প্রমাণ লঘুহারীত যথা—

“কেশানাং ধারনার্থস্তু দ্বিগুণং ত্রত মাচরেৎ ।

দ্বিগুণেতু ত্রতেকীর্ণে দ্বিগুণাদক্ষিণা ভবেদিতি ॥”

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, রাজা এবং জ্ঞীলোক মহাপাতক গোহত্যা এবং ত্রতোল্লঙ্ঘন ব্যতিরেকে মুণ্ডন করিবে না ।

প্রমাণ মিতাক্ষরাধৃত বচন যথা—

“বিদ্বদ্বিপ্রনৃপস্ত্রীণাং নেষ্যতে কেশবাপনং ।

ঋতে মহাপাতকিনো গাংহস্তশ্চাবকীর্ণিনঃ * ॥” ইতি ॥

সধবা জ্ঞীলোক কখনই মুণ্ডন করিবেনা, সমস্ত কেশের দুই অঙ্গুল মাত্র ছেদ করিবে, তাহাদিগের গোষ্ঠেশয়ন, গোচন্দ্র পরিধানাদিও নিষিদ্ধ ।

প্রমাণ ভবদেব ভট্টধৃত বচন যথা—

“বপনংনৈব নারীনাং নানু ব্রজ্যা জপাদিকং ।

ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং নচ দধ্যাদ্গবাজিন ॥”

অথ বাল্যাদি ভেদে প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় ।

অশীতি বৎসর হইতে বৃদ্ধের, পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বালকের, জ্ঞীলোকের এবং রোগীর অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রমাণ বিষ্ণু শাতাতিপ বচন যথা—

“অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালে। বা পূ্যনষোড়শঃ ।

প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধ মর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগীণ এবচ ॥” ইতি ।

বালকের পঞ্চ বৎসরের পর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত যথোক্ত ত্রতের চতুর্থাংশ ।

প্রমাণ লঘুহারীত যথা—

পাদো বালেষু দাতব্যঃ সৰ্ব্ববর্ণেষু বিধিরিতি ।”

রোগী, বৃদ্ধ এবং পোগণ্ড অন্য দ্বারা ব্রত করিবে ।

প্রমাণ ব্রহ্ম পুরাণে যথা—

“রোগী বৃদ্ধস্ত পোগণ্ডঃ কুৰ্ব্বন্ত্যন্যৈ ব্রতং সদা ॥” ইতি ।

পোগণ্ড পঞ্চম বৎসরের পর হইতে দশম বৎসর পর্য্যন্ত ।

প্রমাণ যথা—

ভাগবতের দশমস্কন্ধীয় দ্বাদশাধ্যায় টীকাতে শ্রীধর স্বামী যত বচন—

“কৌমারং পঞ্চমাদান্তং পোগণ্ডং দশমাবধি ।

কৈশোরমাপঞ্চদশাং যৌবনন্ত ততঃপরং ॥” ইতি ।

অথ ধেনু মূল্য নির্ণয় ।

প্রাজাপত্য ব্রতে অশক্ত হইলে, এক পয়স্বিনী ধেনু দান করিবে, ধেনুর অভাবে তাহার মূল্য দান করিবে ।

প্রমাণ সম্বর্ত্ত যথা—

“প্রাজাপত্য ব্রতাশক্তৌ ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীং ।

’ ধেনোরভাবে দাতব্যং তুল্যাং মূল্যাং ন সংশয়ঃ ॥” ইতি ।

ধেনুমূল্য ধনীর পঞ্চকার্ষাপণ * মধ্যমের ত্রিকার্ষাপণ এবং দরিদ্রের এক কার্ষাপণ ।

প্রমাণ স্মৃতিযুক্ত বচন যথা—

* কার্ষাপণ—কাহন ।

“ধেমুঃপঞ্চতি রাঢ়ানাং মধ্যানাং ত্রিপুরাণিকী (১)

কার্ষাপণৈক মূল্যাহি দরিদ্রাণাং প্রকীৰ্ত্তিতা ॥” ইতি

প্রাজাপত্যাদি ব্রত অতীত দুঃসাধ্য, অতএব ঐ সকল ব্রত করিয়া, যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঋষিগণ দানেও তদ্রূপ ফল প্রাপ্তি লিখিয়াছেন।

প্রমাণ যম যথা—

“শৌষণেন শরীরস্য তপসাধ্যয়নেনচ।

পাপকৃগ্মুচ্যতে পাপাং দানেন দমনেনচ ॥” ইতি।

গোদান অপেক্ষা তন্মূল্য দান সহজ, অতএব ঋষিগণ উহার মূল্য ও নির্দেশ করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত—গোমূল্য কার্ষাপণ ত্রয় নির্দেশ করিয়াছেন, আরো বলিয়াছেন, কার্ষাপণ ত্রয় লভ্য রজতাদি দানেও ক্ষতি নাই।

যথা—

“অতঃ কার্ষাপণ ত্রয়লভ্যং রজতাদি দীয়তে।” ইতি।

অথ জ্ঞান কৃত্যাদি নিরূপণ।

এই কর্ম আমি করিতেছি ইত্যাদি ইচ্ছা দ্বারা অর্থাৎ কামনা পূর্ব্বক কৃত কর্মই জ্ঞান কৃত।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

“যদিগাং জ্ঞাত্বাএতাং গাং হস্মীতি ইচ্ছয়া হস্তি তদা

কামনা দ্বারৈব জ্ঞানস্য প্রবৃত্ত্যঙ্গত্বাদিতি ॥”

অজ্ঞান কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞানকৃত পাপকর্মের অর্দ্ধ।

১ ত্রিপুরাণ তিন কাহন। প্রমাণ গৌতম যথা—

“অশীতিভির্ক্ষরাটকৈঃ পণ ইত্য ভীষীযতে।

তৈ বোড়শৈঃ পুরাণং স্যাদিতি ॥”

অথ বিপ্রাদি স্বামিক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত^১।

জ্ঞান পূৰ্বক ব্রাহ্মণ স্বামিক গোবধে লগ্নদশ প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হয় ।

প্রমাণ মহু যথা—

“উপপাতক সংযুক্তো ২ গোম্মোমাসং যবান্ পিবেৎ ।

কৃতবাপো বসেদগোষ্ঠে চৰ্ম্মণা তেন সংবৃতঃ ।

চতুর্থকাল মশ্মীয়াদক্ষার লবণং ৩ মিতং ৪ ।

গোমূত্রেণ চরেৎ স্নানং দ্বৌমাসৌ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।

দিবানু গচ্ছেৎ তা গাস্তু তিষ্ঠন্নূৰ্দ্ধং রজঃ পিবেৎ ।

শুশ্রূষিত্বা নগন্ধুত্বা রাত্রৌ বীরাসনং বসেৎ ।

তিষ্ঠন্তীষনুতিষ্ঠেতু ব্রজন্তীষপ্যনু ব্রজেৎ ।

আসীনাস্থ তথাসীনো নিয়তোবীতমৎসরঃ ।

আতুরামভিশস্তাং বা চৌর বাত্ৰাদিভির্ভয়ৈঃ ।

পতিতাং পঙ্কলগ্নাং বা সৰ্ব্বপ্রাণৈর্বিমোচয়েৎ ।

উষেঃ বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভূশম্ ।

ন কুৰ্ব্বীতান্ননস্ত্রাণং গো রকৃষ্যতু শক্তিতঃ ।

আত্মনো যদি বান্যেষাং গৃহেক্ষেত্রে খলেহথবা ।

ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তং চৈববৎসকম্ ।

২ পাতক হইতে গুরু ও অতিপাতক, মহাপাতক এবং অমুপাতক অপেক্ষা লঘুপাতকের নাম উপপাতক, অর্থাৎ অযাজ্য যাজনাদি পাপ বিশেষ ।

৩ অক্ষারলবণং অকৃত্রিম লবণমিতি স্মার্ত্তঃ ।

৪ মিতং স্বল্পমিতি । রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যঃ ।

অনেন বিধিনা যন্তু গোম্মোগামনু গচ্ছতি ।

সগোহত্যা কৃতং পাপং ত্রিভির্শ্বাসৈর্কৰ্য্যাপোহতি ।

বৃষভৈকাদশাগাশ্চ দদ্যাৎ স্মৃচরিতব্রতঃ ।

অবিদ্যামানে সৰ্ব্বস্বং বেদবিদ্যোনিবেদয়েদিতি ॥”

এই ত্রৈমাসিক ব্রত সপ্তদশ প্রাজাপত্য তুল্যা । ইহাতে অশক্ত হইলে সপ্তদশধেহু তদভাবে এক পঞ্চাশত কার্ষাপণ বরাটক দান করিতে হয় ।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

“ত্রৈমাসিক ব্রতং সপ্তদশ প্রাজাপত্য তুল্যাং তদশক্তৌ

সপ্তদশ ধেনবো দেয়া, তদভাবে এক পঞ্চাশৎ

কার্ষাপণা দেয়া । ইতি ॥”

দক্ষিণা (বৃষভ মূল্য পঞ্চকার্ষাপণ এবং দশটি গাভির মূল্য দশ কার্ষাপণ) সৰ্ব্বদমেত পঞ্চদশ কার্ষাপণ ।

প্রমাণ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে ।

এই প্রায়শ্চিত্ত দ্বিজাতি পক্ষে ঐরূপ সৰ্বত্র দ্বিজাতির জানিবে ।

জী, শূদ্র, বালক এবং বৃদ্ধেরা ইহার অর্দ্ধেক দান করিবে । জীর জীৱ ও বালক এইরূপ একের উভয় পরত্ব হইলে চতুর্থাংশ ।

প্রমাণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

অজ্ঞানে বধ করিলে উক্ত কার্ষাপণের অর্দ্ধ দান করিবে এবং দক্ষিণা গোমূল্য এক কার্ষাপণ দান করিবে ।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

“অজ্ঞানতো হর্দ্বং, ততো ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা গৌরেকা

দক্ষিণা দেয়া । ইতি ॥”

এবং সধ্বৰ্ত্ত যথা—

“ভুক্ত বৎসুচ বিশ্রেয়ু গাংবৈদদ্যা দ্বিচক্ষণো গবামভাবে
দাতব্যং গোমূল্যঞ্চ নশংসয় । ইতি ॥”

এক বৎসরীয় গোবধে যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের চতুর্থাংশ দিবৎসরীয় বধে
অর্দ্ধ ইত্যাদি ।

প্রমাণ বৃদ্ধ প্রচেতা যথা—

“এক বর্ষে গবিহতে কৃচ্ছ্রপাদো বিধীয়তে ।
অবুদ্ধি পূর্ব্বং পুং সং স্যাদ্বিপাদস্তু দ্বিহায়ণে ।
ত্রিহায়ণে ত্রিপাদঃস্যাৎ প্রাজাপত্য মতঃপরং ॥
ইতি ॥”

গভ্রিণী, কপিলাদি গোবধে প্রায়শ্চিত্ত দ্বৈগুণ্য ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“গভ্রিণীং কপিলাং দোগ্ধ্রীং হোমধেনুঞ্চ সূত্রতাং ।
রোধাদিনা ঘাতয়িত্বা দ্বিগুণং গোত্রতং চরেদিতি ॥”

অতি বৃদ্ধা, অতি কুশাদি গোবধে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“অতি বৃদ্ধামতি কুশামতি বালাঞ্চ রোগিণীং ।
হত্বা পূর্ব্ব বিধানেন চরেদর্দ্ধং ত্রতং দ্বিজঃ । ইতি ॥”

• অথ ক্ষত্রিয় স্বামিক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ।

জ্ঞান পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় স্বামিক গোবধে দ্বাদশ প্রাজাপত্য করিবে, অথবা
ষট্‌ত্রিংশৎ কাষ্যপণ দান করিবে । দক্ষিণা যথাস্থিতি ।

প্রমাণ ক্ষত্রিয় সম্বন্ধিনী গোবধে দেবল যথা—

“গোময়ঃ যথাসান্ তচ্চক্ষণা পরিবৃত্তো গোত্রাসাহারো
গোত্রতো যবানী গোভিরভিসঞ্চরন্ বিপ্রমুচ্যত ইতি ॥”

অত্ৰান পূৰ্ব্বক অৰ্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত, বাল শূদ্রাদির ও পূৰ্ব্বোক্ত বিধানে ক্রমান্বয়ে
লবু প্রায়শ্চিত্ত, ও দক্ষিণা যথাশক্তি ।

অথ বৈশ্য স্বামিক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ।

জ্ঞান পূৰ্ব্বক বৈশ্য স্বামিক গোবধে দশ প্রাজাপত্য করিবে ।

প্রমাণ বৈশ্য সম্বন্ধিনী গোৰ্বধে শাতাতপ যথা—

“পঞ্চগব্যেন গোঘাতী মাসৈকেন বিশুদ্ধ্যতি ।
গোমতীঞ্চ জপেদ্বিদ্যাং গবাংগোষ্ঠেচ সংবসেৎ ।
ইতি ॥”

যে পরিমাণে গোশকুৎ অর্থাৎ গোময়, তাহার দ্বিগুণ গোমূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত,
অষ্টগুণ হৃৎ ও অষ্টগুণ দধি একত্র করিয়া প্রণব দ্বারা আহরণ ও পানাদি
করিলেই পঞ্চগব্য পান হয় ।

প্রমাণ শাতাতপ যথা—

“গোশকুৎ দ্বিগুণং মূত্রং সর্পির্বিদ্যাচ্চতুর্গুণং ।
ক্ষীরমষ্ট গুণৈব পঞ্চগব্যে তথা দধি ॥ ইতি ॥”

এবং যম যথা—

“আহুত্যা প্রণবেনৈব উথাপ্য প্রণবেন চ ।
প্রণবেন সমালোভ্য প্রণবেনৈবতং পিবেদিতিচ ॥”

গোমতী বিদ্যা প্রায়শ্চিত্ত কাও কল্পতরুতে যম যথা—

“গোমতীং কীৰ্ত্তয়িষ্যামি সর্বপাপ প্রণাশিনীং ।
তাস্তু গু মে গদতো বিপ্রাঃ শূদ্রাঃ সসমাহিতাঃ

গাবঃ স্তরভয়ো নিতং গাবো গুগ্গুলু গন্ধিকাঃ
 গাবঃ প্রতিষ্ঠাভূতানাং গাবঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ ।
 অন্নমেব পরং গাবো দেবানাং হরিরুত্তমং ।
 পাবনং সৰ্ব্বভূতানাং ক্ষুরস্তিচ হবীংষিচ ।
 হবিষামন্ত্রপুতেনতপর্যন্ত্যমরান্দিবি ।
 ঋষীণামগ্নিহোত্রেষু গাবো হোমপ্রয়োজিকাঃ ।
 পাবনং সৰ্ব্বভূতানাং গাবঃ শরণমুত্তমং ।
 গাবঃ পবিত্রং পরমং গাবো মঙ্গলমুত্তমং ।
 গাবঃ স্বর্গস্য সোপানং গাবোধন্যাঃ সনাতনাঃ ।
 নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এবচ ।
 নমো ব্রহ্মস্বতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ ।
 ব্রাহ্মণাশ্চৈবগাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতং ।
 একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরনাত্র তিষ্ঠতি ॥ ইতি ।”

এই গোমতী বিদ্যা জপ ও পূর্বোক্ত প্রকারে পঞ্চগব্য পান করিয়া, এক
 মাস গোষ্ঠে বাস করিলে পাপক্ষয় হয় । ইহাতে অশক্ত হইলে, দশ প্রাজাপত্য
 তাহার অনুকল্প যথোক্ত বিধানে ত্রিংশৎ কার্ষাপণ দান । দক্ষিণা যথাশক্তি ।
 বাল বৃদ্ধাদির পূর্বোক্ত প্রকারে লঘু প্রায়শ্চিত্ত ।

অথ শূদ্র স্বামিক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ।

শূদ্রস্বামিক গোবধে চারি প্রাজাপত্য ব্রত করিবে । অনুকল্প যথাবিধি
 দ্বাদশ কার্ষাপণ দান ।

প্রমাণ শূদ্র সম্বন্ধীয় গোবধে বিশ্বামিত্র যথা—

“কৃচ্ছ্রাং স্ত চতুরঃ কুর্যাৎ গোবধে বুদ্ধি পূর্বকে ।

অমত্যাচ দ্বয়ং কার্য্যং তদর্দ্ধং বালবৃদ্ধয়োঃ ।

• স্ত্রী শূদ্রয়ো রেবমেতৎ বধে চৈব ন সংশয় ইতি ॥”

অমত্যা অর্থাৎ অজ্ঞান পূর্বক বধে, অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত, বালবৃদ্ধাদির প্রায়শ্চিত্ত পূর্বের ন্যায় ।

অথ রোধাদি নিমিত্তক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ।

ক্ষীণ গোর ক্ষীণত্ব না জানিয়া যদি রোধ করে এবং তাহাতেই যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রাজাপত্যের পাদৈক প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ দ্বাদশ পণ বরাটক ১ দান করিবে । বন্ধন নিমিত্ত বধে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিবে । যোজন* নিমিত্ত বধে ত্রিপাদ প্রাজাপত্য করিবে ।

প্রমাণ পরাশর বচন যথা—

“রোধনে তু চরেৎ পাদং বন্ধনে চার্কমেবহি ।

যোজনে পাদহীনং স্যাদিতি ॥”

অক্ষুষ্ঠস্থল হস্ত প্রমাণ—সার্দ্ধ সপত্র দণ্ড তাড়নে উহার মৃত্যু হইলে, এক প্রাজাপত্য করিবে এবং ইহার অধিক দণ্ড দ্বারা আঘাতে মৃত্যু হইলে, তদ্বৈগুণ্য প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রমাণ পরাশর যথা—

“প্রাজাপত্যং নিপাতন ইতি ।”

এবং বৃহস্পতি যথা—

“কৃচ্ছ্র মজ্ঞান তাড়নে ইতি ॥”

কৃচ্ছ্রং ব্রতং প্রাজাপত্যমিতি ॥

১ বরাটক—কড়ি ।

* যোজন—যোজিত করণ, হলে যোজন ।

এইস্থলে নিপাতন ও তাড়ন দণ্ড দ্বারা বুঝিতে হইবে । দণ্ডের পরিমাণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

প্রমাণ অঙ্গিরা যথা—

“অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ শ্বোল্যেন বাহুমাত্র প্রমাণতঃ
সাদ্র্শচ সপলাশচ দণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥ ইতি ॥”
অস্মাদূর্দ্ধ প্রহারেণ যদি গাং বিনিপাতয়েৎ ।
দ্বিগুণস্ত ভবেত্তত্র প্রায়শ্চিত্তমিতি স্থিতিঃ ॥
ইতিচ ॥”

পাদ প্রায়শ্চিত্তে অঙ্গলোম বপন করিবে, দ্বিপাদে শ্মশ্রুণও বপন করিবে, ত্রিপাদে শিখা ভিন্ন সমস্ত, সম্পূর্ণ সমস্তই বপন করিবে ।

প্রমাণ মিতাক্ষরাস্থত সম্বর্ত্ত বচন যথা—

“পাদেহঙ্গলোম বপনং দ্বিপাদে শ্মশ্রুণোহপিচ
ত্রিপাদেচ শিখা বর্জ্জং সশিখস্ত নিপাতনে ॥ ইতি ॥”

নাসাচ্ছেদন, কর্ণচ্ছেদন এবং অতি দোহনাদিতে মৃত্যু হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে । অথবা সার্কসপ্ত প্রাজাপত্য করিবে, ইহার অনুকল্প যথাবিধি পূর্বোক্ত প্রকারে করিবে ।

প্রমাণ হারীত যথা—

“নাসাচ্ছেদন দাহেষু কর্ণচ্ছেদন বন্ধনে ।
অতি দোহাতি বাহাভ্যাং কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেদতি ॥”

অথ অপালনাদি নিমিত্ত গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্বামিক গোরশীতে অথবা বায়ুতে মৃত্যু হইলে, প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, অপালন হেতু শূন্যগৃহে স্বয়ং রজ্জু বন্ধনে, ক্ষুদ্রজলাশয়

জলে, সপাঘাতে, বৈদ্যুতিক তেজে, গৰ্ভমধ্য পতনে এবং ব্যাভ্রাদি ভক্ষণে
মৃত্যু হইলেও ঐক্লপ ।

প্রমাণ পরাশর যথা—

“শীতানিল হতা চৈব উদ্বন্ধন মৃতাপিবা ।
শূন্যাগারাদ্ব্যাপেক্ষায়াং প্রাজাপত্যং বিনির্দ্দেশেৎ ।
অপালনাং প্রণশ্যেতু গোশ্চরন্তী কথঞ্চন ।
জলৌঘ পলুলে মগ্না নাগ বিদ্যুদ্বতা পিবা ।
শ্বভ্রে বা পতিতাক্স্মাং শ্বাপদৈর্বাপি ভক্ষিতা ।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং গোশ্বামি ব্রতমুত্তমং ॥
ইতি ॥”

প্রাজাপত্য ব্রতের নিয়মও মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত
হইল ।

যথা—

“সশিখং বপনং কার্য্যং ত্রিসঙ্কামবগাহনং ।
শৃঙ্গৈর্বাপি খুরৈর্যুক্ত লাজ্জুল অবগাদিভিঃ ।
আর্দ্রমেবহি তচ্চর্ম্ম পরিধায় সগাং ব্রজেৎ ।
তাসাং মধ্যে বসে দ্রাত্রৌ দিবাভাভিঃ সমংব্রজেৎ ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ তথা রাজন্য বৈশ্যয়োঃ । ইতি ॥”

উক্ত ব্রতে অশক্ত হইলে, প্রাজাপত্যঘয়ের অহুকলে ধেনুদ্বয়, তদভাবে
ষট্কার্ষাপণ দান করিবে, দক্ষিণা বৃষ সহিত গো, তদভাবে ষট্কার্ষাপণ ।

প্রমাণ পরাশর যথা—

“প্রায়শ্চিত্তে তত শচীর্গে কুর্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনং
অনভুৎ সহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণামিতি ॥”

বিপ্রাদিরা জ্ঞান পূর্বক ঐ কৰ্ম করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে স্ত্রী, শূদ্র, রোগী ও বালাদি উহার অর্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিবে । স্ত্রী বা বালক, শূদ্র বা বালক ইত্যাদি একে উভয়ত্ব থাকিলে পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।

অজ্ঞান ক্রুতে সকলেরই জ্ঞান ক্রুতের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ সর্বত্রই জানিবে ।

অপ্রাপ্ত দম্যাবস্থ অর্থাৎ ত্রিবর্ষ পর্য্যন্ত গোবৎসের অপালনকৃত বধে পাদ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ সার্ক কার্ষাপণ দান করিবে । এই পাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশ, পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের বৃদ্ধিতে হইবে ।

প্রমাণ স্মার্তধৃত বচন যথা—

“পাদশ্চাপ্রাপ্তকে দেয়ো বৎসে স্বামিন্যরক্ষিতে । ইতি ॥”

এক দিবসে গৃহ দাহাদিতে বহু গোবধে দ্বিগুণ গোব্রত আচরণ করিবে অর্থাৎ দ্বাদশ কার্ষাপণ দক্ষিণক দ্বাদশ কার্ষাপণ দান করিবে ।

প্রমাণ স্মার্তধৃত বচন যথা—

“ব্যপন্নানাং বহুনাঞ্চ রোধনে বন্ধনেহপিবা ।

ভিষজ্জিথ্যো পচারেচ দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ ॥

ইতি ॥”

অনেকের সম্মতিতে অবিভক্ত ধন দ্বারা একজন প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সকলের পাপক্ষয় হয় ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

‘ “বহুনাং সম্মতো যস্ত দদ্যাৎসকং ধনং নরঃ ।

করণং কারয়েদ্বাপি সর্বৈরেব কৃতং ভবেৎ ॥ ইতি ॥”

“এক পার্কে বসতাং পিতৃদেব দ্বিজার্চনং

একং ভবেদ্বিত্তানাং তদেবস্যা সগৃহে গৃহে ॥

ইতিচ ॥”

এবং নারদ যথা—

“ভাতৃগাম বিভক্তানাং একোদ্যমঃ প্রবর্ততে ।

বিভাগে সতি ধর্মোহি ভবেদেষাং পৃথক্ পৃথক্ ॥

ইতি ॥”

বিভক্তার অনেক লোক কর্তৃক এক গোবধে সমানাংশে পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।

প্রমাণ স্মৃতি যথা—

“একাচেৎ বহুভিঃ কাপি দৈবা দ্ব্যাপাদিতা ভবেৎ ।

পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াং চরেয়ু স্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ইতি ॥”

গো পূর্বব্যাদি বিনষ্ট হইলে প্রায়শ্চিত্ত নাই ।

প্রমাণ পরাশর যথা—

“উখিতস্ত পদংগচ্ছেৎ পঞ্চসপ্ত দশা থবা ।

গ্রাসন্বা যদি গৃহ্নাতি তোয়ন্বা পিবতি স্বয়ং ।

পূর্বব্যাদি বিনষ্টানাং প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে ॥ ইতি ॥”

তাহার হিতার্থ চিকিৎসায় মৃত্যু হইলেও প্রায়শ্চিত্ত নাই ।

প্রমাণ সম্বর্ত যথা—

“দ্বিজানাং গোহিতার্থং বা প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে । ইতি ॥”

শূঙ্গ কর্ণোপাটনে, অস্থি ভঙ্গে ও লাঙ্গুলচ্ছেদে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ প্রোক্ষা-
পত্য ব্রত করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে এক ধেনু দান, তদভাবে ত্রিকার্ষ্যপণ
বরাটক অথবা তন্মূল্যাদি দান করিবে ।

প্রমাণ ভবদেবভট্ট, ধৃত বম বচন যথা—

“অস্থিভঙ্গং গবাং কৃষ্মা লাঙ্গুলচ্ছেদনং তথা ।

পাটনে কর্ণশৃঙ্গাণাং মাসার্কস্ত যবান্ পিবেৎ ॥ ইতি ॥”

এবং স্মৃতি সাগরে গোভিল যথা—

“কর্ণ লাঙ্গলয়ো শ্বেদনমস্থি ভঙ্গং বিধায়চ ।

প্রাজাপত্য ত্রতং কুর্যুশ্চত্বারো ব্রাহ্মণাদয় ইতি ॥”

অণ্ডকোষ মোচনে চান্দ্রায়ণ ত্রত করিবে ।

প্রমাণ স্মৃতি সাগরে গোভিল যথা—

“মুক্ষমোষকরো বিপ্রো ত্রতং চান্দ্রায়ণং চরেদিতি ॥”

গোমাংস খাদককে গো বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে, বধে সাক্ষাৎ বধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।

প্রমাণ গোভিল যথা—

“বিক্রয়ের্গাং বিনিময়ে দত্ত্বা গোমাংস খাদকে ।

ত্রতং চান্দ্রায়ণং কুর্যাৎ বধে সাক্ষাদ্বধী ভবেদিতি ॥”

কপিলাকে এবং উৎসৃষ্ট বৃষকে হলে বোজন করিলে চান্দ্রায়ণদ্বয় করিবে ।

প্রমাণ স্মৃতি সাগরে গোভিল যথা—

“বৃষতস্তু সমুৎসৃষ্টং কপিলান্বাপি কামতঃ

যোজয়িত্বা হলে কুর্যাৎ দ্বিতং চান্দ্রায়ণদ্বয়ং ॥ ইতি ॥”

অথ চাণ্ডালাদ্যম্ ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত ।

অস্তাবসায়ীর অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্ন ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ ত্রত করিবে, অশক্ত হইলে সাদ্রি সপ্ত ধেনু দান করিবে, অথবা তন্মূল্য সাদ্রি দ্বাবিংশতি কাষাপণী দান করিবে, অজ্ঞানে করিলে তপ্ত কৃচ্ছ্র ত্রত করিবে, অর্থাৎ অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ করিবে ।

প্রমাণ অঙ্গিরা যথা—

“অস্তাবসায়িনামমমশ্রীয়াদ্যন্তু কামতঃ ।

সতু চান্দ্রায়ণং কুর্যাৎ তপ্তকৃচ্ছু মথাপিবা ॥ ইতি ॥”

পূর্বোক্ত বিধি ব্রাহ্মণ পক্ষে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পাদ, দ্বিপাদ ও ত্রিপাদান ব্রত করিবে।

প্রমাণ অভক্ষ্য ভক্ষ্য প্রকরণে বিষ্ণু যথা—

“বিপ্রৈস্তু সকলং দেয়ং পাদোনং ক্ষত্রিয়ে মতং ।

বৈশ্যৈহর্দ্বং পাদ শেষন্তু শূদ্রজাতিষু শস্যতে ॥ ইতি ॥”

শূদ্র, নট, চিকিৎসক, কুর, স্ত্রীজীবী, যুগজীবী, ও চণ্ডালাদির অন্ত ভক্ষণে ব্রাহ্মণেরা মাস ব্রত করিবে।

প্রমাণ শজ্ঞা যথা—

“শূদ্রানং ব্রাহ্মণো ভুক্ত্বা তথা রজাবতারিণঃ ।

চিকিৎসকস্যক্রুরস্য তথা স্ত্রী যুগজীবিনঃ ।

চাণ্ডালানং ভূমিপানং অজজীব্যশ্চ জীবিনাং ।

শৌণ্ডিকানং সূতিকানং ভুক্ত্বা মাসব্রতং চরেদिति ॥”

একবার অজ্ঞাতে চাণ্ডালাদির আমান ভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, এবং সিদ্ধান্ত ভক্ষণে পরাক ব্রত অর্থাৎ পঞ্চ প্রোজাপত্য ব্রত করিবে।

প্রমাণ বিষ্ণু বচন যথা—

“চাণ্ডালানং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ, সিদ্ধং

ভুক্ত্বা পরাক ইতি ॥”

অজ্ঞানে অন্ত্যজাতির গৃহে বাস করিয়া পরে জানিতে পারিলে ব্রাহ্মণ চাক্ষারণ করিবে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরাক ব্রত করিবে এবং শূদ্র প্রোজাপত্য

ব্রত করিবে । সে স্থানে সিদ্ধান্ত ভোজনে কুচ্ছ ব্রত । তৎসংসর্গী অর্দ্ধ কুচ্ছ করিবে, তৎসংসর্গী পাদ কুচ্ছ করিবে তৎসংসর্গীর পাপ নাই ।

প্রমাণ আগন্তুয যথা—

“অন্ত্যজাতি রবিজাতো নিবসেৎ যস্য বেশ্মনি ।
 সৰ্বৈ জ্ঞাত্বাতুকালেন কুর্য্যান্তত্র বিশোধনং ।
 চান্দ্রায়ণং পরা কোবা দ্বিজাতীনাং বিশোধনং ।
 প্রাজাপত্যস্ত শূদ্রাণাং তথাসংসর্গদূষণে ।
 যৈস্তত্র ভুক্তং পক্কান্নং কুচ্ছং তেষাং বিনির্দ্দেশেৎ ।
 তেষামপিচ যৈভুক্তং অর্দ্ধস্তেষাং বিধীয়তে
 তেষামপিচ যৈভুক্তং কুচ্ছ পাদৌ বিধীয়তে ॥ ইতি ॥”

কলিযুগে যিনি অসৎকর্ম করিবেন তিনিই পতিত, তৎসংসর্গীর পাপ নাই ইত্যাদি যে সকল প্রমাণ আছে, তাহা সাধারণ পর, কিন্তু যে স্থলে বিশেষ বিধি দর্শিত হইবে তথায় সংসর্গীরও পাপ হয় ইহা জানিতে হইবে ।

সংসর্গীর পাপাভাবের প্রমাণ যথা— পরাশর—

“ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রাম মুৎসৃজেৎ ।
 দ্বাপরে কুলমেকস্ত কর্তারস্ত কলৌযুগে ॥ ইতি ॥”

অসদাচারীমাত্রের পাপ বিষয়ে প্রমাণ পরাশর যথা—

“কূতে সস্তাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেনচ ।
 দ্বাপরে ত্বর্থ মাদায় কলৌ পততি কর্মণা । ইতি ॥”

সস্তাষণাদ্যন্যতর গুরু সংসর্গী বিশেষের পাপোৎপত্তির প্রমাণ স্বান্দে যথা—পরদারাভিগমনমুপক্রম্য

“এতৈঃ সহ সমাযোগং যঃ করেন্নতি দিনে দিনে ।
 তুল্যতাং যাতিবিপ্রৈস্ত্র কলৌ সম্বৎসরে গতে ॥ ইতি ॥”

স্নেচ্চ চাণ্ডালাদিরাং বলপূর্ব্বক একমাস উচ্ছিষ্ট ভক্ষণাদি করাইলে, সায়িক ব্রাহ্মণেরা চান্দ্রায়ণে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য পরাকে, নিরগ্নি বিজাতি প্রাজাপত্যে এবং শূদ্র প্রাজাপত্যের চতুর্থাংশে শুদ্ধ হইবে। এক বৎসর করিলে নিরগ্নি ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরাক ব্রত করিবে এবং শূদ্রে মাসার্দ্ধ যব পান অর্থাৎ প্রাজাপত্য করিবে। চারি বৎসরের পর আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

প্রমাণ দেবল যথা—

‘দাসীকৃতো বলাৎ স্নেচ্চে শচাণ্ডালৈর্দ্যৈশ্চ দম্ব্যভিঃ ।
 অশুভং কারিতং কৰ্ম্মগবাদেঃ প্রাণ হিংসনং ।
 উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনকৈব তথা তসৈ্যব ভক্ষণং ।
 খরোষ্ট্র বিড়্ বরাহানাং আমিমস্যচ ভক্ষণং ।
 তৎ স্ত্রীণাঞ্চ তথা মঙ্গ স্তাভিশ্চ সহভোজনং ।
 মাসৌষিতে দ্বিজাতৌচ প্রাজাপত্যং বিশোধনং ।
 চান্দ্রায়ণস্ত্রাহিতাণ্ণেঃ পরাক স্তুথবা ভবেৎ ।
 চান্দ্রায়ণং পরাক্ষ্ম চরেৎ সম্বৎসরৌষিতঃ ।
 সম্বৎসরৌষিতঃ শূদ্রে মাসার্দ্ধং যাবকংপিবেৎ ।
 মাসং বিপ্রৌষিতঃ শূদ্রে কৃচ্ছ্রপাদেন শুদ্ধ্যতি ॥
 ইতি ॥’

অজ্ঞানে চাণ্ডাল পতিতাদির উচ্ছিষ্টান ভক্ষণানন্তর বমন করিয়া দ্বিজ সকল পরাক ব্রতে এবং শূদ্র প্রাজাপত্যে শুদ্ধ হইবে।

প্রমাণ অঙ্গিরা যথা—

‘চাণ্ডাল পতিতাদীনাং উচ্ছিষ্টানস্য ভক্ষণে ।

দ্বিজঃশুদ্ধ্যেৎ পরাকেন শূদ্রে কৃচ্ছ্রেণশুদ্ধ্যতি ॥ ইতি ॥’

অমেধ্য, পতিত, চাণ্ডাল, নীচজাতি, রজস্বলা, ত্যক্ত, কুকর্শ্মরত, কৃষ্টি ও ও কুনখী ইহাদিগের স্পৃষ্টান ভোজনে প্রাজাপত্য করিবে।

প্রমাণ শব্দা যথা—

“অমেধ্য পতিতচাণাল পুষ্করজস্বলাবধূত কুণি কুষ্ঠি কুনদী
কুকুরাদি স্পৃষ্টানি ভুক্ত্বা কৃচ্ছমাচরেদিতি ॥”

চাণালাদি স্পৃষ্টজল নাজানিয়া পানু করিলে সান্তপন ব্রত করিবে, অশক্ত
হইলে এক কাষাপণ বরাটক দান করিবে ।

প্রমাণ অঙ্গিরা যথা—

‘যন্ত চাণাল সংস্পৃষ্টং পিবেতোয়মকামতঃ ।
সতুসান্তপনং কৃচ্ছংচরেৎ শুদ্যর্থমাত্মনঃ ॥ ইতি ॥’

অথ অন্ত্যজা স্ত্রীগমন প্রারম্ভিক্ত ।

রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ এবং ভিল্ল এই সাতটা
অন্ত্যজাতি ।

প্রমাণ সমচবন

“রজক শ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এবচ ।

কৈবর্ত মেদ ভিল্লাশ্চ সপৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতা ॥” ইতি ।

অজ্ঞানে ঐ সকল স্ত্রী গমনাদিতে পাতিত্য এবং জ্ঞানে তাহাদিগের তুল্যত্ব
হয় ।

প্রমাণ যম বচন যথা—

“এতেষাস্তু জ্বিয়ো গম্বা ভুক্ত্বাচ প্রতিগৃহচ ।

পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানান্ধাম্যস্ত গচ্ছতি ॥

ইতি ॥”

অজ্ঞানে একবার গমনে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, জ্ঞান পূর্বক একবার গমনে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।

প্রমাণ সম্বর্ত্ত যথা—

“নটীং শৈলুষিকী * ঞ্জৈব রজকীং বেণু জীবিনীং ।
গত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্যাৎ তথা চন্দ্রোপ জীবিনীং ।
কামতস্ত্ব যদা গচ্ছেচ্চরেৎ চান্দ্রায়ণদ্বয়ং ॥ ইতি ”

অথ অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত ।

গোমাংস ভক্ষণে প্রাজ্ঞাপত্য করিবে ।

প্রমাণ স্মৃমন্ত যথা—

“গোমাংস ভক্ষণে প্রাজ্ঞাপত্যং চরেদिति ।”

প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনর্বার উপনয়নের বিধি আছে ।

প্রমাণ বিষ্ণু যথা—

“গ্রাম কুকুট নর গোমাংসাদি ভক্ষণে চ সর্ব্বেষেব
দ্বিজাতীনাং প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনঃ সংস্কারং কুর্যাদिति ॥”

সংস্কারে অশক্ত হইলে তন্নিমিত্ত সার্ক দ্বাবিংশতি কাষাপণী দান করিবে।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

“চাণ্ডালান্ন ভক্ষণ প্রকরণে উপনয়নং চান্দ্রায়ণং সমমিতি
শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় সঙ্কলনাৎ সংস্কারা শতৌ
ধেম্বকং সার্ক দ্বাবিংশতি কাষাপণাবাদেয়া ইতি ॥”

* শৈলুষিকী । বৃত্ত্যশেষীনটানান্ত সত্ব শৈলুষিকঃ স্মৃতঃ ।

ইতি ব্রহ্মপুরাণং ।

বহুকাল পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত জন্তুদিগের মাংস ভক্ষণ করিলে সম্বৎসর ত্রত করিবে, অশক্ত হইলে পঞ্চদশ ধেনু দান অথবা তদুল্য পঞ্চ চত্বারিংশৎ কাষাপণ বরাটকাদি দান করিবে ।

প্রমাণ শব্দ যথা—

“গামশ্বং কুঞ্জরোষ্ট্রৌচ সর্বং পক্ষ্যনখং ১ তথা ।

ক্রবাদং ২ কুকুটং গ্রাম্যং কুর্যাৎ সম্বৎসরং ত্রতং ॥

ইতি ॥”

অলেহ, অপেষ, এবং অভক্ষ্য রেতো মূত্র পুরীষাদি ভক্ষণে জ্ঞান পূর্বক হইলে এক চান্দ্রায়ণ, অজ্ঞানে তপ্তকৃচ্ছ্র অর্থাৎ অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ করিবে ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“অলেহ্যানামপেয়ানা মভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণে ।

রেতো মূত্র পুরীষাণাং শুদ্ধৈ চান্দ্রায়ণং চরেদिति ॥”

এবং গৌতম যথা—

“অমত্যাপানে পয়োমূত মূদকং বায়ুং প্রতিত্র্যাহং

পিবেৎ সতপ্ত কৃচ্ছ্রঃ ॥ ইতি ॥”

বল পূর্বক ভক্ষণ করাইলে প্রাজাপত্য করিবে ।

প্রমাণ যথা—সম্বর্ত্ত ।

“বিগ্নু ত্র ৩ ভক্ষণে বিপ্রঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ । ইতি ॥”

কেহ কেহ বলেন এই প্রায়শ্চিত্ত উনৈকাদশ বর্ষীয় বাল বিষয় ।

১ পক্ষনখ অর্থাৎ পক্ষনখ বিশিষ্ট প্রাণী । ভক্ষ্যপক্ষনখ যথা—শশক, শল্লকী অর্থাৎ শজারু, গোধা, গণ্ডার এবং কুর্ম ।

২ ক্রবাদ অর্থাৎ মাংসাশী জন্তু ।

৩ বিগ্নু ত্র পুরীষ ও মূত্র ।

অথ স্পর্শন প্রায়শ্চিত্ত

ভোজন করিয়া আচমনের পূর্বে চাণাল ও স্বপচ ৪ কর্তৃক প্রমাদ বশতঃ
৫ স্পৃষ্ট হইলে সহস্র গায়ত্রী জপ, ত্রিরাত্রি উপবাস ও পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে ।
প্রমাণ আপস্তম্ব যথা—

“ভুক্তোচ্ছিষ্ট স্তৃনাচান্তশচাণালৈঃ স্বপচেন বা ।

প্রমাদাং স্পর্শনং গচ্ছেৎ তত্র কুর্যাদ্বিশোধনং ।

গায়ত্র্যক্ট সহস্রস্ত দ্রুপদাং বাশতং জপেৎ ।

ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥” ইতি ॥

পান, মৈথুন, মূত্র ও পুরীষোৎসর্গ সময়ে শব রজস্বলা এবং অস্ত্রাজ কর্তৃক
স্পৃষ্ট হইলে যথাক্রমে চারি, তিন, এক এবং দুই দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ
হইবে ।

প্রমাণ যথা—দক্ষ :

“পানে মৈথুন সংসর্গে তথা মূত্রে পুরীষয়োঃ ।

সংস্পর্শং যদি গচ্ছেত্তু শবোদক্যাস্তজৈঃ সহ ।

দিনমেকং চরেন্ম ত্রে পুরীষেতু দিনদ্বয়ং ।

দিনত্রয়ং মৈথুনে স্যাৎ পানে স্যাচ্চতুর্ভয়ং ॥ ইতি ॥”

উচ্ছিষ্ট মুখ হস্তাদি ব্রাহ্মণ কুকুর শূকরাদি স্পর্শে সাস্তপন ব্রত করিবে ।

প্রমাণ কাশ্যপ যথা—

“স্ব শূকরাস্ত্য চাণাল মদ্য ভাণ্ডরজস্বলাঃ ।

যদ্যুচ্ছিষ্টঃ স্পৃশেৎ তত্র কৃচ্ছ্রং সাস্তপনং চরেদिति ॥”

৪ স্বপচ—ব্যাধ ।

৫. প্রমাদোহনবধানতা ইত্যমরঃ ।

উচ্ছিষ্ট শূদ্র স্পর্শে ব্রাহ্মণ উপবাসে শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট বিপ্র স্পর্শে উপবাস করিবে এবং উচ্ছিষ্ট বিপ্র কর্তৃক উচ্ছিষ্ট বিপ্র স্পৃষ্ট হইলে উভয়েই স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

প্রমাণ যথা ব্রহ্মপুরাণে—

“উচ্ছিষ্টেনতু শূদ্রেণ বিপ্রস্পৃষ্টস্ত তাদৃশঃ ।

উপবাসেন শুদ্ধিঃস্যাৎ শুনাংস্পৃষ্ট এব বা ।

উচ্ছিষ্টেনতু বিপ্রেন বিপ্রঃস্পৃষ্টস্ত তাদৃশঃ ।

উভোন্মানং প্রকুরতঃ সদ্য এব সমাহিতৌ ॥ ইতি ॥”

“অনুচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণস্য নন্তমিতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ ॥

ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত ।

ব্রহ্মহা অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধজনিত পাপক্ষয়ের নিমিত্ত শত কার্ষাপনী দক্ষিণক চত্বারিংশদধিক শত কার্ষাপনী দান করিবে ।

প্রমাণ যথা—অঙ্গিরা

“ষড়্ভির্বর্ষৈঃ কৃচ্ছ্রচারী ব্রহ্মহাতু বিশুদ্ধ্যতি । ইতি ॥”

প্রতি বৎসরে ত্রিংশৎ প্রাজাপত্য অতএব ছয় বৎসরে সাতাশ শত প্রাজাপত্যই ইহার মুখ্য কল্প । পতিতা স্ত্রীনিষেবনে জ্ঞানকৃতে ঐরূপ । পতিতা স্ত্রীও পতিত পুরুষ নিষেবনে ঐরূপ ।

প্রমাণ সম্ব যথা—

“গুরুতল্ল ব্রতং কুর্যাৎ রেতঃ সিক্তা স্বযোনিষু । ১

সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু কুমারীষন্ত্যজাহুচ ॥” ইতি ॥

ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রাপান, গুরুপত্নী গমনাদি মহাপাতকের* সমান প্রায়শ্চিত্ত, অতএব এস্থলে গুরুতর ত্রুত পূৰ্বোক্ত মহাপাতক নাশক ত্রুত জানিতে হইবে।

এই মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত কেহ কেহ দ্বাদশ বার্ষিকী ত্রুত নির্দেশ করেন।
প্রমাণ মন্ত্ৰ যথা—

“এবং দৃঢ় ত্রুতোনিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।”

সমাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ইতি ॥”

এই দ্বাদশ বার্ষিক ত্রুত ও পূৰ্বোক্ত ষড়্‌বার্ষিক ত্রুতচরণে অশক্ত হইলে পূৰ্বোক্ত কার্যপণ্যাদি দান করিবে।

স্ত্রীলোকের তুল্য প্রায়শ্চিত্তের প্রমাণ অঙ্গিরা যথা—

“ত্রুতং যচ্চোদিতং পুংসাং পতিত স্ত্রীনিষেবনাং

তচ্চাপিকারয়েন্মুচাং পতিতাং সেবনাং স্ত্রীমিতি ॥”

জানকৃত মহাপাতকের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত।

অথ নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত।

পিতৃ মাতৃ বান্ধব স্ত্রীগমনে চান্দ্রায়ণ করিবে।

প্রমাণ মন্ত্ৰ যথা—

“পৈতৃস্বস্ত্রীয়ভগিনীং স্বস্ত্রীয়াং মাতুরেবচ।

মাতুশ্চ ভ্রাতু রাপ্তস্ত্রীন্ গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেদিতি ॥”

ক্রোধবশতঃ ভাৰ্য্যাকে মাতা অথবা ভগিন্যাদি বলিলে সৰ্ক বর্ণই প্রাজ্ঞাপত্য করিবে।

* মহাপাতক ব্রহ্মহত্যাাদি প্রমাণ মন্ত্ৰ যথা—

“ব্রহ্মহত্যা স্ত্রাপানং তেয়ং গুরুজনাগমঃ

মহাস্ত্রিপাতকান্যাহঃ সংসর্গচাপিঠৈঃ সহ ॥”

প্রমাণ স্মৃতিসাগরে যম যথা—

“ক্রোধান্মোহাদ্বন্দ্বং ভাৰ্য্যাং মাতরং ভগিনীমপি ।

প্রাজাপত্য ত্রতং কুর্য্যাৎ সৰ্ববর্ণেষু যং বিধিঃ ॥ ইতি ॥”

ব্রাহ্মণ নিজে দৈবাৎ যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিলে, তিনটা প্রাণায়াম করিয়া একদিন উপবাস করিবে ।

প্রমাণ স্মৃতিসাগরে আপত্ত্ব যথা—

“ব্রাহ্মণেন যদা দৈবাৎ ছিন্নং যজ্ঞোপবীতকং ।

প্রাণায়াম ত্রয়ং কৃৎস্না নিরাহারঃ ক্ষপেদ্দিনং ॥ ইতি ।”

শূদ্র কর্তৃক ছিন্ন হইলে ত্রিংশৎপণ দক্ষিণকৈক কাষাপণী দান করিবে ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“শূদ্রেণতু যদাচ্ছিন্নমুপবীতং দ্বিজম্মনঃ ।

দণ্ডং ত্রিংশৎপণং দত্ত্বা প্রাজাপত্যেন শুদ্ধ্যতি ॥” ইতি ॥

চাণ্ডালাদি কর্তৃক ছিন্ন হইলে অতিক্রম ত্রত করিবে, অশক্ত হইলে খেতুদ্বয় মূল্যাদি দান করিবে ।

প্রমাণ হারীত যথা—

“চাণ্ডাল পুরুশল্লেক্ষা স্ত্যজ কাপালিকৈস্তথা ।

ছিন্নযজ্ঞোপবীতোযঃ সোহতি কৃচ্ছেৎ শুদ্ধ্যতি ॥”

ইতি ।

• ব্রাত্য অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কাল পর্য্যন্ত অমুপনীত, চাক্ষায়ণ করিবে এবং এক কাষাপণ দক্ষিণাদিবে ।

প্রমাণ শঙ্খ লিখিত যথা—

“ব্রাত্যশ্চাক্ষায়ণকরেন গোপ্রদানঞ্চ কুর্যাদিতি ॥”

যাহাদিগের পিতা মাতা না থাকায় সাবিত্রী যথাবিধি অনুষ্ঠান না হয় অর্থাৎ ষোড়শ বৎসরের পর যখন সাবিত্রী পতিতা হন, তখন উপনয়ন করিতে হইলে প্রাজ্ঞাপত্য ত্রয় করিবে।

প্রমাণ মনু যথা—

“যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুষ্ঠেত যথাবিধি।

তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীণ্ কৃচ্ছান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েদিতি ॥”

ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় বধে যথাক্রমে ব্রহ্মহত্যার চতুর্থাংশ, অষ্টমাংশ ও ষোড়শাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

প্রমাণ মনু যথা—

“তুরীয়োব্রহ্মহত্যায়াঃ ক্ষত্রিয়শ্য বধেশ্মৃতঃ।

বৈশ্যোহষ্টমাংশোরব্রতশ্চে শূদ্রেজ্ঞেয়াস্ত ষোড়শ ॥” ইতি।

অকামে ব্রাহ্মণী বধে বৈশ্যবধ ব্রত করিবে, জ্ঞান পূর্বক দ্বিগুণ, ব্যতিচারিনী বধে পাপ নাই।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“অকামতঃ স্ত্রিয়ং হত্বা ব্রাহ্মণীং বৈশ্যবচ্চরেৎ।

কানতো দ্বিগুণং প্রোক্তং প্রতুষ্ঠায়াং ন কিক্ষণ ॥”

ইতি।

অন্য বর্ণা স্ত্রী বধে ব্রাহ্মণী বধের অর্দ্ধাদি ক্রমে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত গঙ্গান্নাদি। ভক্তিপূর্বক গঙ্গান্নাদি করিলে সকল পাপ হইতেই মুক্ত হইতে পারে, প্রমাণাদি প্রকরণ বিশেষে লিখিত হইবে।

গঙ্গান্নাদি দৈব কৰ্ম ভিন্ন অতি পাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অবিজ্ঞাতগর্ভবধে তজ্জাতীয় পুংবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

“অবিজ্ঞাতগর্ভমিত্যাদি প্রমাণাৎ ॥”

অথ পূর্বজন্মকৃতাতিপাতকাদি প্রায়শ্চিত্ত ।

যথাশাস্ত্র নির্ণীত ব্যাধি যদি চিকিৎসিত হইলেও উপশম প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যাধি জন্মান্তরীণ দুষ্কৰ্ম্মজ্জিহ্ন বলিয়া জানিতে হইবে ।

প্রমাণ আয়ুর্বেদে যথা—

“নশমংযাতি যো ব্যাধিঃসজ্জৈয়ঃ কৰ্ম্মজোবুধৈরিতি ॥”

এবং হেমাঙ্গিকৃত দান খণ্ডে শ্রীভগবদ্ভাক্য যথা—

“দানাদিভিঃ কৰ্ম্মভিরোবধীভিঃ কৰ্ম্মক্ষয়ে দোষ পরিক্ষয়েচ ।
সিদ্ধ্যন্তি যে যত্নবতাং কথঞ্চিৎ তে কৰ্ম্মদোষ প্রভবা গদাস্ত ॥”

নিম্নলিখিত রোগ সকল দানাদি কৰ্ম্ম দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয় ।

প্রমাণ শাস্ত্রাতপীয় কৰ্ম্মবিপাকে যথা—

“মহাপাতকজংচিহ্নং সপ্তজন্মস্বজায়তে ।

উপপাতোদ্ভবংপঞ্চ ত্রীণিপাপ সমুদ্ভবং ।

দুষ্কৰ্ম্মজানৃণাং রোগায়ান্তিচৈব ক্রমাচ্ছমং ।

জপৈঃ স্মার্ত্তর্চনৈর্হোমৈর্দানৈস্তেষাংশমো ভবেৎ ।

পূর্বজন্ম কৃতং পাপং নরকস্য পরিক্ষয়ে ।

বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছাদিভিঃ শমঃ ।

কুষ্ঠকরাজযক্ষ্মাচ প্রমেহোগ্রহণীতথা ।

মূত্রকৃচ্ছাশারীকাশা অতিসারভগন্দরৌ ।

দুষ্কল্লবং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতো হৃক্ষিনাশনং ।

ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ ॥” ইতি ।

কুষ্ঠাদি অগ্নিনাশ পর্য্যন্ত রোগ সকল মহাপাতকজ ।

“জলোদর যকৃৎপ্লীহশূল রোগত্রণানিচ ।

শ্বাসাজীর্ণ জ্বরচ্ছর্দিভ্রমমোহগলগ্রহাঃ ।

রক্তার্কবুদ বিসর্পাদ্যা উপপাতোদ্ভবা গদা ইতিচ ॥”

জলোদরাদি রক্তার্কবুদ বিসর্পান্তরোগ সকল উপপাতকজ ।

“দণ্ডাবতানকশিচত্র বপুঃ কম্প বিচর্জিকাঃ ।

বল্লীকপুওরীকাদ্যা রোগাঃ পাপ সমুদ্ভবা ইতিচ ॥”

শেষোক্ত রোগ সকল পাতকজ ।

“অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগা অতি পাপোদ্ভবন্তি হি ।

অন্যেচবহবোরোগা জায়ন্তে রোগসঙ্করাঃ ।

উচ্যন্তে হি নিদানানি প্রায়শ্চিত্তানিচক্রমাদিতিচ ॥”

অর্শ আদি রোগ সকল অতি পাতকজ, অন্যান্য অনেক রোগ পূর্বোক্ত রোগ সকলের সহিত মিলিত হইয়া রোগসঙ্কর বলিয়া আখ্যাত হয়, প্রধান রোগের প্রায়শ্চিত্তেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত ।

অর্শ এবং গলিত কুষ্ঠ এই দ্বয়ের অন্যতর রোগ যুক্ত অতিপাতকী মহাপাতক প্রায়শ্চিত্তের দ্বৈগুণ্য দানে অর্থাৎ পরাকদয়াশক্তি বিহিত ত্রিংশৎ কার্ষ্যপণী ও যৎকিঞ্চৎ দক্ষিণাদানে জন্মান্তরীয় অতিপাতক হইতে মুক্ত হইবে । মহাপাতকী পরাক ত্রতাশক্ত হইলে পঞ্চধেহুমূল্য পঞ্চদশ কার্ষ্যপণ বারটক দানে অথবা তন্মূল্য লভ্য রজতাদি ঋণ দানে মুক্ত হইবে । উপপাতকে মহাপাতকের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত এবং পাতকে ষষ্ঠাংশ ।

প্রমাণ শাতাতপীয় কন্দ্ববিপাকে যথা—

“মহাপাপেষু সর্বং স্যাদ্ভদ্রকৃত্তুপপাতকে ।

দদ্যাৎ পাপেষু ষষ্ঠাংশং কল্যাৎ ব্যাধি বলাবলং ॥ ইতি ॥”

প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পত্র এই রূপে লিখিতে হয় ।

(ব্রত) নাশ্য (সৰ্ব) পাপক্ষয় কামনয়া যথোক্ত ব্রতাদ্যশক্তৌ
(যথোক্ত) ধেনুমূল্য (যথোক্ত) কার্ষাপণ বরাটক দানরূপং তন্মূল্য লভ্য
রজতাদি খণ্ড দান রূপয়া প্রায়শ্চিত্তং কার্য্যমিতি বিদাং মতং ॥

অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রতনাশ্য সৰ্বপাপ ক্ষয়ার্থিনা যথোক্ত ব্রতাদ্যশক্তৌ
যৎকিঞ্চিদক্ষিণক সার্কি দ্বাবিংশতি কার্ষাপণী দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কার্য্যমিতি
বিদাং মতং ॥

কৰ্ম্ম শেষে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা না দিলে নরকে গমন হয় ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“বুথা বিপ্রবচোযন্তু গৃহ্মাতি মনুজঃ শুভে ।

অদত্বা দক্ষিণাং বাপি সযাতি নরকং ধ্রুবং ॥ ইতি ॥”

অথ আহ্নিক কৃত্য নির্ণয় ।

গৃহী ব্যক্তি প্রত্যহ অরুণোদয় কালে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বেগোৎসৰ্গ
করিবে, তদনন্তর দন্ত ধাবন করিয়া স্নান করিবে ।

প্রমাণ বিষ্ণু ধর্ম্মোক্তরে যথা—

“নিদ্রাং জহাদ্গৃহী রাম নিত্যমেবারুণোদয়ে ।

বেগোৎসৰ্গং ততঃ কৃত্বা দন্তধাবন পূর্বকং ।

• স্নানং সমাচরেৎ প্রাতঃ সৰ্ব্বকল্মষনাশনং ॥ ইতি ॥”

• সূর্য্যোদয়ের পূর্ব চারি দণ্ডই অরুণোদয় কাল, ঐ সময়ে স্নান প্রশস্ত ।

প্রমাণ স্বান্দে যথা—

“উদয়াং প্রাক্ চতস্রস্ত নাড়িকা অরুণোদয়ঃ ।

তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাৎতদ্বি পুণ্যতমং স্মৃতমিতি ॥”

ষষ্ঠী নাড়িতে এক অহোরাত্র হয় এবং ষষ্ঠী দণ্ডেতেও এক অহোরাত্র হয়, অতএব নাড়ী শব্দেই দণ্ড বুঝায়।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

“নাড়িকা দণ্ডঃ । নাড়ী ষষ্ঠ্যাদিবানিশ মিত্যুক্তেঃ ।

ক্রোধাদি জনিত বেগ ভিন্ন অন্য সময়ে বেগ রোধ না করিয়া বহির্দেশ গমনই অবশ্য কর্তব্য ।

প্রমাণ বিষ্ণু ধর্ম্মোক্তরে যথা—

“বেগরোধং ন কর্তব্যমন্যত্র ক্রোধবেগত ইতি ॥”

যথাযোগ্য স্থানে মূত্র পুরীষোৎসর্গ করিবে, নিষিদ্ধ স্থানে করিবে না । পীড়িত ব্যক্তি অসামর্থ্যে নিয়ম লঙ্ঘন করিবে ।

নিষিদ্ধ স্থান যথা মহু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে—

“নমূত্রং পথিকুর্বাীত নভশ্চানি ন গোত্রজে ।

ন ফাল কৃষ্ণে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্বতে ।

ন জীর্ণ দেবায়তনে ন বন্দীকে কদাচন ।

ন সমত্বেষু গর্ভেষু ন গচ্ছন্নাপি সংস্থিতঃ ।

ন নদীতীরমাসাদ্য নচ পর্বতমন্তকে ।

বায়ুগ্নি বিপ্রানাদিত্য মপঃ পশ্যং স্তথৈবচ ।

ন কদাচন কুর্বাীত বিধূ ত্রস্য বিসর্জনেং ॥ ইতি ॥”

আহার, মূত্র পুরীষোৎসর্গ, ক্রীসস্তোগ এবং যোগ ইত্যাদি কর্ম্ম নির্জনেই কর্তব্য ।

প্রমাণ বশিষ্ঠ যথা—

“আহার নির্হার বিহার যোগাঃ স্তসন্তু তা ধর্ম্মবিদাতু কার্য্যা ।
ইতি ॥”

শৌচের পর মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া শিখাবন্ধন করণানন্তর আচমন করিবে ।

প্রমাণ ব্রহ্ম পরাশর যথা—

“কৃহ্মাথশৌচং প্রক্ষাল্য পাদৌহস্তৌচ মৃজ্জলৈঃ ।

• নিবন্ধশিখা আসীনো দ্বিজ আচমনকরেদিতি ॥”

দ্বিজ গায়ত্রী দ্বারা শিখাবন্ধন করিবে, প্রমাণ ব্রহ্মপুরাণে যথা—

“গায়ত্র্যাভূ শিখাং বন্ধা নৈঋত্যাং ব্রহ্মরন্ধ্র তঃ । •

জুটিকাক ততোবন্ধা ততঃ কৰ্ম সমারভেদিতি ॥”

শূদ্রের শিখাবন্ধন মন্ত্র যথা—

“ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানিচ ।

বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং । ইতি ॥”

শিখা মৃত্তি মন্ত্র যথা—

“গচ্ছন্তু সকলাদেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরঃ ।

তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহং ॥ ইতি ॥”

আচমন বিধি ব্রহ্মপুরাণে যথা—

“হোমে ভোজন কালেচ সন্ধ্যায়োরুভয়োরপি ।

আচান্ত্যঃ পুন রাচামেৎ অন্যত্রাপি সন্ধুৎ সন্ধুৎ ॥ ইতি ॥”

• হোমকালে, ভোজন সময়ে এবং উভয় সন্ধ্যায় দুইবার আচমন করিতে হয়, অন্যান্য সময়ে এক একবার ।

আচমন না করিয়া যে কৰ্ম করিবে তাহাই নিষ্ফল হইবে ।

প্রমাণ বায়ুপুরাণে যথা—

“যঃ কৰ্ম কুরুতেমোহাদনাচনৈব নাস্তিকঃ ।

ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সৰ্ব্বানসংশয় ইতি ॥”

দন্ত ধাবন অবশ্য কর্তব্য, কারণ দন্ত ধাবন না করিলে মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়।
প্রমাণ বৃদ্ধ শাতাতপ যথা—

“মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যাশ্রয়তো নরঃ।

তস্মাৎ সৰ্ব্ব প্রযত্নেন ভক্ষয়েদন্তধাবনমিতি ॥”

শ্রাদ্ধে, জন্মদিনে, বিবাহে, ব্রতে ও উপবাসাদিতে দন্ত ধাবন করিবে না।

প্রমাণ বিষ্ণু যথা—

“শ্রাদ্ধে জন্ম দিনে চৈব বিবাহে জীর্ণ সম্ভবে।

ব্রতে চৈবোপবাসেচ বর্জয়েদন্তধাবনং। ইতি ॥”

পর্বেতেও দন্তধাবন করিবে না।

প্রমাণ মহাভারতে যথা—

“তিক্তং কষায়ং কটুকং স্নগন্ধি কণ্টকাস্থিতং।

ক্ষীরিণোর্বৃক্ষ গুল্মানাং ভক্ষয়েদন্তধাবনং।

ভক্ষয়েৎ শাস্ত্র দৃষ্টানি পৰ্ব্বদ্ব্যপিচ বর্জয়েদিতি ॥”

দন্ত লগ্ন বস্ত্র বাহির করিতে কষ্ট বোধ হইলে তাহা বাহির না করিলে
উচ্ছিষ্টাদি দোষ নাই।

প্রমাণ দেবল বচন যথা—

“ভোজনে দন্তলগ্নেচ নিহিত্যাচমনকরেৎ।

দন্তলগ্ন মসংহার্য্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ।

ন তত্র বহুশো যত্নং কুর্য্যাচ্ছকরণে পুনঃ।

অশৌচং জায়তেহত্রে তৃণবেধাদ্ব্রণে কৃতে ॥ ইতি ॥”

সর্বদা তৈল মর্দনানন্তর স্নান করাই কর্তব্য।

প্রমাণ মার্কণ্ডেয় যথা—

“সৰ্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুণ্যং ব্যাসোহিব্রবীশ্মুনিঃ ।
ইতি ॥”

সপ্তমী, নবমী ও পৰ্বেতে তৈল মর্দন করিবে না ।

প্রমাণ মূৰ্কণ্ডেয় যথা—

“সপ্তমীং নবমীং চৈব পৰ্বকালস্ত বর্জয়েৎ । ইতি ॥”

এবং বিষ্ণুপুরাণে যথা—

স্ত্রী তৈল মাংস সন্তোগী পৰ্বশ্বেতেষু বৈ পুমান্ ।

বিগূত্র ভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ ॥ ইতি ॥”

এবং বিষ্ণু ধর্মোত্তরে যথা—

“অষ্টমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং নবমীঞ্চ চতুর্দশীং ।

শিরোহভ্যঙ্গং ন কুর্বাতি পৰ্বসন্ধৌ তথৈবচ ॥ ইতি ॥”

রবি ও মঙ্গলবারে তৈল মর্দন করিবে না, শুক্রবারে ক্ষৌর কর্ম করিবে না, মঙ্গলবারে মাংস ভক্ষণ করিবে না, বুধে স্ত্রীসন্তোগ করিবে না, চিত্রা, অশ্বিনী, হস্তা ও শ্রবণা নক্ষত্রেও তৈল মর্দন নিষেধ । বিশাখা নক্ষত্র ও প্রতিপদে ক্ষৌর নিষেধ, মূলা, মঘা ও ভাদ্রপদে মাংস ভক্ষণ নিষেধ, এবং মঘা, কৃত্তিকা ও উত্তরা নক্ষত্রে স্ত্রীসন্তোগ নিষেধ ।

প্রমাণ কল্পতরু গ্রন্থে যথা—

“নাভ্যঙ্গ মর্কেনচ ভূমি পুত্রে ক্ষৌরঞ্চ শুক্রেহথকুজেহথ মাংসং ।

বুধেহথ যোষিৎ পরিবর্জনীয়া শেষেষু সৰ্ব্বাণি সর্দৈব কুর্যাৎ ।

চিত্রাশ্বিহস্তা শ্রবণেষু তৈলং ক্ষৌরং বিশাখ প্রতিপৎস্ববর্জ্যং ।

মূলা মঘা ভাদ্রপদেষু মাংসং যোষিদ্মঘা কৃত্তিকসৌত্তরাশ্চ ॥

ইতি ॥”

রাত্রি ও সন্ধ্যাকালে স্নান করিবে না, অজ্ঞাত জলে, প্রভূত জলে, অশুচি স্থানে, ভগ্ন কূলে, নাভির অন্ন জলে, চত্বরে, দ্বারসমীপে স্নান করিবে না, অজস্র স্নান করিবে না, উলঙ্গ হইয়া অথবা ভোজন করিয়া স্নান করিবে না।

প্রমাণ হারীত যথা—

“নাতুরো ন ভুক্ত্বা ন জীর্ণবাসা ন নগ্নোনাশ্বন নাবশক্-
থিকোনালঙ্কতো নাজস্রংনাজ্ঞাতে জলে নাকূলে না-
শুচৌ ন প্রভূত জলে ন নাভেরন্ন জলে ন চত্বরে নো-
পদ্বারে ন সন্ধ্যায়াং ন নিশায়াং স্নানাদিতি ॥”

হস্ত অথবা পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে না।

প্রমাণবিষ্ণু যথা—

“স্নাতোনাস্নানি নিমূৰ্জ্যাং স্নান শাট্যা ন পানিনা ইতি ॥”

নদী জলে অবগাহন পূৰ্ব্বক স্নানই প্রশস্ত।

প্রমাণ মৎস্য পুরাণে যথা—

“নদ্যাং প্রত্যেকশঃস্নানে ভবেদগোদানজং ফলং ॥” ইতি ॥

শ্রাবণ এবং ভাদ্রমাসে সমুদ্রগাভিন্ন নদীতে স্নান করিবে না।

প্রমাণ ছন্দোগ পরিশিষ্টে যথা—

“যব্যদ্বয়ং শ্রাবণাদি সৰ্বদানদ্যো রজস্বলাঃ।

তাস্মস্নানং ন কুৰ্ব্বাত বর্জয়িত্বা সমুদ্রগাঃ ॥ ইতি ॥”

স্নানান্তর গঙ্গা মৃত্তিকাদি দ্বারা তিলক করিবে।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“জাহ্নবীতীরসমুত্থাং হৃদং মুক্খা বিভর্তিযঃ।

বিভর্তিরূপং মোহকস্য তমোনাশায় কেবলং ॥”

এবং শাতাতপ—

“গোমতীতীর সমুদ্রাং গোপীদেহসমুদ্ভবাং ।
মৃদং মূৰ্দ্ধ্ণাবহেদ্যস্ত সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ইতি ॥”

চন্দন দ্বারাও তিলক করিতে পারে ।

প্রমাণ ব্রহ্মপুরাণে যথা—

“তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্চন্দনেন যথেষ্টয়া । ইতি ॥”

স্নানে অশক্ত হইলে অর্ধ বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে ।

প্রমাণ জাবালি যথা—

“অশিরক্ষং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌতুকৰ্ম্মিণাং ।
আর্দ্রেণ বাসসাবাপি মার্জনং দৈহিকং বিচুরিতি ॥”

প্রত্যহ তর্পণ কর্তব্য ।

প্রমাণ শাতাতপ যথা—

“তর্পণস্ত শুচিঃ কুর্য্যৎ প্রত্যহং স্নাতকৌ দ্বিজঃ ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমং ॥ ইতি ॥”

বিধবারও প্রত্যহ স্বামীব উদ্দেশে তর্পণ করা উচিত ।

প্রমাণ বিধবাধিকারে কাশিখণ্ড যথা—

“তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্তৃঃ কুশতিলোদকৈঃ ।
তৎ পিতৃস্তৎ পিতৃশ্চাপি নামগোত্রাদি পূর্বকমিতি ॥”

তিল সংযুক্ত জল দ্বারা তর্পণ করিবে, কারণ উহা পিতৃপুরুষের সম্বন্ধে অমৃত স্বরূপ ।

প্রমাণ বায়ু পুরাণে যথা—

“তিলদর্ভৈস্তু সংযুক্তং শ্রদ্ধয়া যৎ প্রদীয়তে ।
তৎ সর্বমমৃতং ভূহা পিতৃণামুপতিষ্ঠতে ॥ ইতি ॥”

শূদ্রাদ্যানীত জল দ্বারা তর্পণ করিবে না ।

প্রমাণ স্মৃতিবৃত্ত বচন যথা—

“শূদ্রোদকৈর্নকুর্বাতি তথা মেঘাদিনিঃসৃতৈরিতি ॥”

সংক্রান্তিতে, রবিবারে, শুক্রবারে, দ্বাদশাতে, শ্রাদ্ধ দিবসে, সপ্তমীতে এবং
জন্মদিনে তিল তর্পণ করিবে না ।

প্রমাণ স্মৃতি যথা—

“রবিশুক্রদিনে চৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে ।
সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যান্তিলতর্পণং ॥ ইতি ॥”

এবং মৎস্যপুরাণে যথা—

“সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনে তথা ।
শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যান্তিলতর্পণমিতি ॥”

এই শ্রাদ্ধ অমাবস্যাতিরিক্ত শ্রাদ্ধ বুঝিতে হইবে, কারণ অমাবস্যায় তিল
তর্পণের বিধি আছে ।

প্রমাণ মৎস্য পুরাণে যথা—

“নীলমণ্ড বিমোক্ষেণ অমাবস্যাং তিলোদকৈঃ ।
বর্ষাস্থ দীপদানেন পিতৃণামনৃণো ভবেদিতি ॥”

তীর্থে, তিথি বিশেষে, গঙ্গাতে ও প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও তিল তর্পণ
করিবে ।

প্রমাণ মদন পারিজাত বিদ্যাকর বাজপেয়্যি ধৃত মরীচি বচন যথা—

“তীর্থে তিথি বিশেষেচ গঙ্গায়াং প্রেত পক্ষকে ।
নিষিদ্ধেহপি দিনে কুর্য্যান্তর্পণং তিল মিশ্রিত মিতি ॥”

যিনি প্রত্যহ সন্ধ্যা না করেন তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের হানি হয় ।

প্রমাণ শাতাতপ যথা—

“অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববাদিনা ।
 আদ্যো রাজভূতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী ।
 তৃতীয়ো বহু যাজ্যঃ স্যাৎ চতুর্থো গ্রামযাজকঃ ।
 পঞ্চমস্তভূতস্তেষাং গ্রামস্য নাগরস্য চ ।
 অনাগতাস্তু যঃ পূর্বাং সাদিত্যাকৈব পশ্চিমাং ।
 নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং সমৰ্থো হব্রাহ্মণঃ স্মৃত ইতি ॥”

প্রাচরাদিকালভেদে সন্ধ্যাব নাম যথাক্রমে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী ।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“গায়ত্রীনাম পূর্বাচ্ছে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে
 সরস্বতীচ মায়াছে সৈব সন্ধ্যা স্মৃতা ইতি ॥”

সন্ধ্যা গানকারী ব্যক্তিকে সমস্ত পাতক হইতে ত্রাণ কাশিনী বলিয়া সন্ধ্যার নাম গায়ত্রী । সবিতাকে অন্তরে প্রকাশিত করায় ইহাব নাম সাবিত্রী এবং বাক্‌রূপিনী বলিয়া ইহার নাম সরস্বতী ।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ ।
 গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ ।
 সবিতৃদ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্তিতা ।
 জগতঃ প্রসবিত্রীত্বাৎ বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী ॥ ইতি ॥”

যিনিই সন্ধ্যা তিনিই গায়ত্রী ।

প্রমাণ যোগিষাজ্জবক্ষ্য যথা—

“যাসন্ধ্যা সাতু গায়ত্রী দ্বিধাভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা ॥” ইতি ॥

গায়ত্রী, ব্রহ্ম, বেদ একই।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“নভিমাং প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণাসহ ॥ ইতি ॥”

জন্ম মৃত্যু ভীত জীবগণ কর্তৃক মুক্তির নিমিত্ত উপাসনীয়, বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্তক সর্বাস্তর্ঘ্যামী তেজঃস্বরূপ ঈশ্বরকে চিন্তা করি। ইহাই গায়ত্রীর অর্থ।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“দেবস্য সবিতু বর্চো ভগ্নমন্তর্গতং বিভুং ।
 ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ক্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি ।
 চিন্তয়ামো বয়ং ভগ্নং ধিয়োনোঃ প্রচোদয়াৎ ।
 ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ ।
 বুদ্ধেচ্চোদয়িতা যন্ত চিদাত্মাপুরুষো বিরাট্ ।
 বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসার ভীরুভিঃ ।
 আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুকুভিঃ ।
 জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্যচ ।
 ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে ।
 মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়তে্যবমেবহি ॥ ইতি ॥”

মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ জানা উচিত।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যাং বিনিয়োগ স্তথৈবচ ।
 বেদিতব্যং প্রযত্নেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥ ইতি ॥”

কারণ ইহা না জানা থাকিলে হোমাদি কর্ম্মের বিশেষ ফল লাভ হয় না।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“অবিদিহ্বাতু যঃ কুর্য্যাৎ যাজনাধ্যাপনং জপং ।

হোমমন্তু জ্বলাদীনি তস্য চাল্ল ফলং ভবেদিতি ॥”

পূর্বকালে মন্ত্র সকল কৰ্ম্ম বিশেষের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল । যে মন্ত্রদ্বারা যে কৰ্ম্ম কর্তব্য তাহাতেই তাহাৰ বিনিয়োগ বলে ।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“পুরা কল্লৈ সমুৎপন্না মন্ত্রাঃ কৰ্ম্মার্থমেবচ ।

অনেনৈদন্তু কুৰ্তব্যং বিনিয়োগঃ সউচ্যতে ॥” ইতি ॥

প্রণবের ব্রহ্ম ঋষি, অগ্নি দেবতা, গায়ত্রী ছন্দ, সৰ্ব্বকৰ্ম্মারম্ভে বিনিয়োগ ।

প্রমাণ সম্বর্ত্ত যথা—

“প্রণবস্য ব্রহ্ম ঋষির্দেবোহগ্নি স্তম্য কথ্যতে ।

গায়ত্রীচ ভবেৎ ছন্দো নিয়োগঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ॥ ইতি ॥”

সপ্ত ব্যাহতির প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ঐক্ষিক শব্দটুপ্ বৃহতী পঙক্তি ত্রিষুপ্ জগতী ছন্দ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বৃহস্পতি, বরুণ, ইন্দ্র, বিশ্ব-দেব, দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগ ।

প্রমাণ সম্বর্ত্ত যথা—

“ব্যাহতীনাঞ্চ সৰ্ব্বাসানার্ধকৈব প্রজাপতিঃ ।

গায়ত্র্যক্ষিঃ গনুৰ্ঋ পচবৃহতী ত্রিষ্ণুবেবচ ।

পঙক্তিশ্চ জগতীচৈব ছন্দাংস্যেতানি সপ্তবৈ ।

অগ্নিৰ্বায়ুস্তথা সূর্য্যো বৃহস্পতিরপাংপতিঃ ।

ইন্দ্রশ্চ বিশ্বে দেবশ্চ দেবতাঃ সমুদাহৃতাঃ ।

প্রাণস্যায়মনৈচৈব বিনিয়োগ উদাহৃত ইতি ॥”

গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সবিতা দেবতা, জপহোমোপনয়নে বিনিয়োগ ।

প্রমাণ সম্বন্ধে যথা—

“বিশ্বামিত্র ঋষিশ্চন্দো গায়ত্রী সবিতে যাতে ।
জপহোমোপনয়নে বিনিয়োগো বিধীয়তে ॥ ইতি ॥”

গায়ত্রী শিরের প্রজাপতি ঋষি গায়ত্রী ছন্দ, ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগ । বায়ুসংযমন করিয়া ভূরাদি সপ্তব্যাহতি, গায়ত্রী, আপোজ্যোতিরাদি গায়ত্রীশির এই গুলি জপ করার নাম প্রাণায়াম ।

প্রমাণ ছন্দোগ পরিশিষ্টে যথা—

“ভূরাদ্যা স্তিত্র এবৈতা মহাব্যাহতয়োহব্যয়াঃ ।
মহর্জন স্তপঃ সতাং গায়ত্রীচ শিরস্তথা ।
আপোজ্যোতীরসোহয়তং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরিতি ।
শিরঃ প্রভীকং প্রণবং অন্তেচ শিরস স্তথা ।
এতাএতাং সহানেন তথৈভির্দশভিঃ সহ ।
ত্রির্জপেদায়ত প্রাণঃ প্রাণায়ামঃ সউচ্যতে ॥ ইতি ॥”

রেচন, পূরণ ও কুস্তন এই লক্ষণ ত্রয় বিশিষ্ট বায়ুসংযমন কার্যের নাম ।
প্রাণায়াম ।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“পূরকো কুস্তকো রেচ্যঃ প্রাণায়াম ত্রিলক্ষণঃ ।
নাসিকা গত-উচ্ছ্বাসো ধাতুঃ পূরক উচ্যতে ।
কুস্তকো নিশ্চলশ্বাসো মুচ্যমানস্তুরেচকঃ ॥ ইতি ॥”

আপোহিষ্টেতি হস্তের সিদ্ধধীপঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, জল দেবতা, মার্জ্জনে বিনিয়োগ ।

প্রমাণ রামায়ণ যথা—

“আপোহিষ্ঠেতি সূক্তস্য সিন্ধুদ্বীপঋষিঃস্মৃতঃ ।

আপোবৈদেবতা ছন্দো গায়ত্রী মার্জ্জনং স্মৃতং ॥ ইতি ॥”

ঋতক্ষেতি মন্ত্রের অঘমর্ষণ ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, ভাব বৃত্ত দেবতা, অশ্ব-
মেধযজ্ঞে বিনিয়োগ ।

প্রমাণ যথা যোগি যাজ্ঞবল্ক্য—

“অঘমর্ষণ সূক্তস্য ঋষি স্যাদঘমর্ষণঃ ।

অনুষ্টুপ চ ভবেৎ ছন্দো ভাববৃত্তস্ত দৈবতং ।

অশ্বমেধাবভূথকে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্বিতঃ । ইতি ॥”

প্রাণায়ামের পর প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়ঙ্কে যথাক্রমে সূর্য্যশ্চমেত্যাदि,
আপঃ পুনস্ত ইত্যাদি ও অগ্নিশ্চমেত্যাदि মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরাচমন করিতে
হয় ।

প্রমাণ প্রাণায়ামানন্তরাচমনে বোধায়ন যথা—

“সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ ইতি প্রাতঃ পবিত্র পানিনা ইতি ॥”

ভরদ্বাজ যথা—

“সায়মগ্নিশ্চ মেতু্যক্ত্বা প্রাতঃ সূর্য্যেত্যপঃ পিবেৎ ।

আপঃপুনস্ত মধ্যাহ্নে ততশ্চাচমনং চরেদিতিচ ॥”

মৈত্রেয়নীর গৃহ পরিশিষ্টে যথা—

• “প্রাত সূর্য্যশ্চ মেতু্যক্ত্বা সায় মগ্নিশ্চমেতিচ ।

• আপঃপুনস্ত মধ্যাহ্নে কুর্য্যাদাচমনং তত ইতিচ ॥”

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রত্রয়ের প্রকৃতি ছন্দ, আপোদেবতা, আচমনে বিনিয়োগ, দেবতা
যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব, প্রাতে ও সায়ঙ্কে কুতাজলি হইয়া এবং মধ্যাহ্নে
উর্দ্ধ বাহু হইয়া উপস্থান করিতে হয় ।

প্রমাণ হারীত যথা—

“সায়ং প্রাতরুপস্থানং কুর্যাৎ প্রাজ্জলি রানতঃ ।
উৰ্দ্ধ্ব বাহুস্ত মধ্যাহ্নে তথা সূর্য্যস্য দর্শনাদিতি ॥”

উক্ত্য মিত্যাদি মন্ত্ৰের প্রস্কন্ন ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ সূর্য্যদেবতা, অগ্নিষ্টোম ও সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগ ।

চিত্র মিত্যাদি মন্ত্ৰের কোৎস ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ, সূর্য্যদেবতা, অগ্নিষ্টোম ও সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগ ।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“উভুত্যাং জাতবেদেতি ঋষিঃপ্রস্কন্ন উচ্যতে ।
ছন্দো গায়ত্র্যমেবাস্য সূর্য্যোদৈবত মেবচ ।
অগ্নিষ্টোম উপস্থানে বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ
চিত্রংদেবেতি হিষাচঃ ঋষিঃ কোৎস উদাহৃতঃ ।
ত্রিষ্টুপ ছন্দো দৈবতঞ্চ সূর্য্যোহস্যঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
অগ্নিষ্টোম উপস্থানে বিনিয়োগস্তথৈবচ ॥ ইতি ॥”

ইহার পর তর্পণ, আবাহন ধান ও জপাদি ।

গায়ত্রী জপে সমস্ত পাতক নষ্ট হয় ।

প্রমাণ যম যথা—

“গায়ত্র্যাঃ পাদমৰ্কন্ম্বাখ্যচঃ সৰ্ব্বচমেববা ।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং সুরবর্ণ হরণংতথা ।
গুরুদারাভিগমনং যচ্চান্যুৎ পাতকং মহৎ ।
সৰ্ব্বমেতৎ পুণাত্যাহ স্বয়ং বৈবস্বতো যমঃ ॥ ইতি ॥”

অনন্তর যথাবিধি মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ দানাদি করিবে । সন্ধ্যা ও তাহার অর্থ পরে লিখিত হইবে ।

দ্বিজগণ তৃণ কাষ্ঠ (যজ্ঞার্থে) পুষ্প সকল স্থান হইলেই স্বকীয় বোধে
আনয়ন করিবে। ইহাতে চৌর্য্যাপরাধ নাই।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“দ্বিজস্তু নৈধ পুষ্পানি সৰ্ব্বতঃ স্ববদাহরেদিতি ॥”

“দেবতার্থস্ত কুশ্মমমন্তেয়ং মনুরব্রবীৎ” ইতি
বচনাচ্চ ।

মূল্য দ্বারা ক্রীত ও যাচিত পুষ্প দ্বারা পূজা নিষ্ফল হয়।

প্রমাণ যথা—

“যাচিতং নিষ্ফলং পুষ্পং ক্রয়ক্রীতঞ্চ নিষ্ফলং ॥ ইতি ॥”

এবং হারীত ও শাতাতপ যথা—

“সমিৎ পুষ্প কুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ সয়মাহরেৎ ।

শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কশ্মকুর্বান্ পতত্যধঃ ॥”

ইতি ॥

গৃহদেবতাকে নিত্য গন্ধ, পুষ্প ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিতে
হয়।

প্রমাণ দেবল যথা—

“অন্নেন স্তমনোভিচ্চগন্ধ ধূপৈঃ প্রদীপকৈঃ ।

গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাঃ ॥ ইতি ॥”

গৃহস্থ মাত্রেই গৃহে শালগ্রামশিলা রাখা উচিত।

প্রমাণ সঙ্খৎসর প্রদীপে স্মৃতি যথা—

“কেশবার্চা গৃহে যস্য নতিষ্ঠতি মহীয়তে ।

তস্যান্নং নৈবভোক্তব্যং অভিক্ষেপ্য সমংস্মৃতং ॥ ইতি ॥”

এবং পদ্ম পুরাণে যথা—

“শালগ্রাম শিলারূপী যত্নতিষ্ঠতি কেশবঃ ।

তত্র দেবাস্তরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দশ ॥ ইতি ॥”

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চজব্য ভিন্ন প্রতিমা পূজা হয় না ।
প্রমাণ স্মৃতি যথা—

“গন্ধং পুষ্পং তথাধূপং দীপং নৈবেদ্য পঞ্চমং ।

প্রতিমাদিষু পূজয়াং অবশ্যং কল্পয়েদ্বুধঃ ॥ ইতি ॥”

জলে পুষ্প অথবা জল দ্বারা পূজা কবিবে ।

প্রমাণ স্মৃতি যথা—

“জলেতু পুষ্পমাত্রেণ জলৈর্ক্বা প্রতিপূজয়েদिति ॥”

জলেও বিষ্ণুর পূজা হয় ।

প্রমাণ বিষ্ণু যথা—

“আপআয়তনং যস্মাং তস্মাং তাসু সদাহরিঃ ॥” ইতি ॥

প্রতিমা স্থানীয় জলে ও অগ্নিতে আবাহন ও বিসর্জন নাই ।

প্রমাণ বৌদ্ধায়ন যথা—

“প্রতিমাস্থানেষ্পসু অগ্নাবাবাহন বিসর্জন বর্জ্যমिति ।”

জলই দেব প্রতিমা ইহার—প্রমাণ শাতাতপ বচনে যথা—

“অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবিদেবা মনীষিণাং ।

কার্ত্ত লোষ্ট্রেষু মুখানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ॥” ইতি ॥

দেবপ্রতিমা ও ত্রিদণ্ডী যতিকে দর্শন করিয়া যিনি নমস্কার না করেন
তিনি এক দিবস উপবাসরূপ প্রাপ্তশিষ্ট করিবেন ।

প্রমাণ মহাভারত যথা—

“দেবতা প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিধৈব ত্রিদণ্ডিনং ।
নমস্কারং নকুর্যাদ্য উপবাসেন শুদ্ধ্যতি ॥” ইতি

শূদ্র সংস্পৃষ্ট শিবলিঙ্গ অথবা বিষ্ণুকে নমস্কার করিবে না ।

প্রমাণ বৃহন্নারদীয়ে যথা—

“নমোদ্যঃ শূদ্রসংস্পৃষ্টং লিঙ্গং বাহরিমেব বা ।
সসর্ব যাতনা ভোগী যাবদাহুত সংপ্লবং ॥ ইতি ॥”

অনুপনীত বিজাতির, স্ত্রী ও শূদ্রের বিষ্ণু ও শিব স্পর্শে অধিকার নাই ।

প্রমাণ বৃহন্নারদীয়ে যথা—

“স্ত্রীগামনুপনীতানাং শূদ্রানাঞ্চ জনেশ্বর ।
স্পর্শনেনাধিকারোহস্তি বিষ্ণোবা শঙ্করেহপিবা ॥”
ইতি ॥

সমস্ত পূজাতেই সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণুকে যথাক্রমে পূজা করিবে ।

প্রমাণ পাণ্ডে যথা—

“আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং ।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যং অন্তেচ কুলদেবতাঃ ॥ ইতি ॥”

রেচক, পূরক ও কুস্তক করিয়া ওঁকার দ্বারা বাক্য, মন ও দেহের সমস্ত দোষ নষ্ট করিবে ।

প্রমাণ ভবিষ্য পুরাণে যথা—

পূরকং কুস্তকং কৃত্বা রেচকঞ্চ সমাহিতঃ ।
কৃত্বোঙ্কারেণ দোষাংস্ত হন্যাং কায়াদি সম্ভবান্ ॥”
ইতি ॥

আত্মার শুদ্ধার্থ বায়ব্য, আগ্নেয়, মাহেজ ও বারুণ মন্ত্র ধারণা করিবে

ঐ সকল মন্ত্র ধারণা দ্বারা যথাক্রমে দেহের শোষণ, দহন স্তম্ভন ও প্লাবন করিবে।
প্রণব দ্বারা উক্ত ধারণা-শুদ্ধ দেহ ও আত্মাকে অর্ক সদৃশ চিন্তা করিবে।

প্রমাণ ভবিষ্যে যথা—

“বায়ব্যাগ্নেয় মাহেন্দ্র বারুণাভির্ষথাক্রমং ।
কিল্বিমং ধারণাভিশ্চ ইন্যাং শুদ্ধার্থমাত্মনঃ ।
শোষণে দহনে স্তম্ভে প্লাবনেচ যথাক্রমং ।
বায়ুগ্নীন্দ্র জলাখ্যাভির্ধারণাভিঃ কৃতেসতি ।
ধ্যায়েদ্বিশুদ্ধমাত্মানং প্রণবেনার্কবৎস্থিতং ।
দেহং তেনৈব গচ্ছিন্ত্য পঞ্চভূতময়ং পরং ।
স্থূলং সূক্ষ্মং তথাক্সানি স্বস্থানেষু প্রকল্ল্যচ ॥ ইতি ”

সূর্য্য পূজায় পুষ্পাভাবে পত্র দিবে তথাপি মুকুল অর্থাৎ অপ্ৰস্ফুটিত পুষ্প
দিবে না।

প্রমাণ ভবিষ্যে যথা—

“মুকুলৈর্নার্চয়েদ্ভানুং অগন্ধং ন নিবেদয়েৎ ।
অলাভেন তু পুষ্পানাং পত্রাণ্যপি নিবেদয়েদिति ॥”

গণেশ, ছর্গা, বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহতি দ্বারা আবাহন
করিবে।

প্রমাণ বায়ু পুরাণে যথা—

“বিনায়কং তথ্যুর্গাং বায়ু মাকাশমেবচ ।
আবাহয়েদ্ব্যাহতিভিস্তথৈবাস্বিকুমারকৌ ॥” ইতি ॥

মৃত্তিকা গ্রহণে, গঠনে, প্রতিষ্ঠনে, আবাহনে, ন্যপনে, পূজনে ও বিসর্জনে
যথাক্রমে হরাদি নাম কীর্তন করিবে।

প্রমাণ ব্রহ্ম পুরাণে যথা—

“মুক্তিকা গ্রহণে চৈব গঠনেচ প্রতিষ্ঠনে
আবাহনেচ স্নপনে পূজনে চ বিসর্জনে
হরাদীনিচ নামান মহাদেবাস্তানি কীৰ্ত্তয়েদিতি ॥”

হরাদি নাম যথা—ব্রাহ্মে ।

“হরো মহেশ্বরশ্চৈব শূলপানিঃ পিণাক ধৃক্ ।
পশুপতিঃ শিবশ্চৈব মহাদেব ইতিক্রমাৎ ॥ ইতি ॥”

শিবলিঙ্গাদিতে নিম্ন লিখিত অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হয় ।

প্রমাণ ভবিষ্যে যথা—

“সৰ্ব্বায় ক্ষিতিমূৰ্ত্তয়ে নমঃ ভবায় জলমূৰ্ত্তয়ে নমঃ
রুদ্রয়াগ্নিমূৰ্ত্তয়ে নমঃ উগ্রায় বায়ুমূৰ্ত্তয়ে নমঃ ভীমায়
আকাশ মূৰ্ত্তয়ে নমঃ পশুপতয়ে যজমানমূৰ্ত্তয়ে নমঃ
মহাদেবায় সোমমূৰ্ত্তয়ে নমঃ ঈশানায় সূর্য্যমূৰ্ত্তয়ে নমঃ ।
মূৰ্ত্তয়ো হৃষ্টৌ শিবসৈ্যতাঃ পূৰ্ব্বাদিক্রম যোগতঃ ।
আগ্নেয়ান্তাঃ প্রপূজ্যাস্তু বেদ্যাংলিঙ্গে শিবং যজ়েদিতি ॥”

ঘোড়শোপচার আচার চিস্তামণিতে যথা—

“আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্ ।
মধুপক মাচমন স্নান বসনাভরণানিচ ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনস্তথা ॥”

• কুশ, পুষ্প, ও অক্ষত দ্বারা অথবা সিদ্ধার্থ ও চন্দন দ্বারা অর্ঘ্য দান করিবে ।

প্রমাণ কালিকা পুরাণে যথা—

“পাদার্থমুদকং পাদ্যং কেবলং ত্রয়োমেবতৎ ।
তত্বেজসেন পাত্রেণ শঙ্কোনাথ প্রদাপয়েৎ ।

কুশ পুষ্পা ক্ষতৈর্বাপি সিদ্ধার্থৈশ্চন্দনৈস্তথা ।

তোয়ৈ গন্ধৈ র্থথালকৈরর্ঘ্যং দদ্যাত্তু সিদ্ধয়ে ॥” ইতি ।

অর্ঘ্যপাত্রে অষ্টধা মন্ত্র জপ করিবে এবং সেই জল নিজদেহে এবং নৈবেদ্যা-
দিতে দিবে ।

প্রমাণ কালিকা পুরাণে যথা—

“এবমেব ত্বর্ঘপাত্রে হৃষ্টধামন্ত্রং জপেৎসুধীঃ ।

তভোয়ৈঃ সেচয়েৎ শীর্ষং গন্ধপুষ্পাদিকং তথা ।

যদীয়তে দেবতাভ্যো গন্ধপুষ্পাদিকং তথা ।

অর্ঘ্যপাত্রে স্থিতৈস্তোয়ৈ রভিষিচ্য সমুৎসৃজেদিতি ॥”

তুলসীচয়ন মন্ত্র স্বান্দে যথা—

“তুলস্যামৃতনামাসি সদাত্ত্বংকেশব প্রিয়ে ।

কেশবার্থং চিনোমিত্বাং বরদাভব শোভনে ।

তদঙ্গ সন্তুর্বেদেবং পূজয়ামি যথাহরিং ।

তথাকুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌগল বিনাশিনী ।

মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্যাদ্গৃহীত্বা তুলসীদলং ।

পূজনং বাস্য দেবস্য বিষ্ণুলোকং সগচ্ছতি ॥ ইতি ॥”

সংক্রান্তি, পক্ষান্ত, দ্বাদশী, রাত্রি ও সন্ধাতে তুলসীচয়ন নিষেধ ।

প্রমাণ বৈষ্ণবামৃত ব্যাস যথা—

“সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং নিশিসঙ্কায়োঃ ।

হিন্দিস্তি তুলসীং যেতু তে হিন্দিস্তি হরেঃশিরঃ ॥”

ইতি ॥

অষ্টাদশ অণাম নৃসিংহ পুরাণে যথা—

“উরসা শিরসাদৃষ্ঠ্যা বচসা মনসাতথা ।

পদ্ম্যাং করাভ্যাং জানুভ্যাং প্রণামোহফাঁঙ্গ ইষ্যতে ॥

ইতি ॥”

তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্টাঙ্গে বিষ্ণুকে প্রণাম করিলে দশাশ্বমেধের ফললাভ হয় ।

প্রমাণ বামন পুরাণে যথা—

“ত্রিঃ প্রদক্ষিণঞ্চ যঃকুর্য্যাৎ সাক্ষাৎ প্রণামকং ।

দশাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নুয়াম্নাত্রে সংশয়ঃ ॥ ইতি ॥”

বিষ্ণু পুরাণোক্ত কাম্যাবলি অর্থাৎ ভূতগণকে অন্নদান গৃহস্থের কর্তব্য ।

প্রমাণ যথা—

“ততো হন্যদন্নমাদায় ভূমিভাগে শুচৌপুনঃ ।

দদ্যাদশেষভূতেভ্যঃ স্বেচ্ছয়াতৎ সমাহিতং ।

দেবামনুষ্যাঃ পশুবোবয়াংসিসিদ্ধাঃ সযক্ষোরগ দৈত্যসজ্জাঃ ।

প্রেতাঃপিশাচা স্তরবঃসমস্তা যেচান্নমিচ্ছন্তি ময়াপ্রদত্তং ।

পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যাবুভুক্ষিতাঃ কশ্মু নির্বন্ধবন্ধাঃ ।

প্রয়াস্ততেতৃপ্তিমিদংময়ামং তেভ্যো বিসৃক্তং স্তুথিনোভবন্ত ।

যেষাং নমাতা নপিতা নবন্ধু নৈবান্ন সিদ্ধিনর্তথান্নমস্তি ।

তত্ত্বপ্তয়ে হমং ভুবিদত্তমেতৎ প্রয়াস্ত তৃপ্তিং মুদিতাভবন্ত ।

ভূতানি সর্কানি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণু নর্যতোহন্যদস্তি ।

তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূতম্নং প্রযচ্ছামি ভবায়তেষাং ॥

চতুর্দশো ভূতগণেষএষ যত্রস্থিতা যেহখিল ভূতসজ্জাঃ ।

তৃপ্ত্যর্থম্নং হি ময়া বিসৃক্তং তেবামিদন্তে মুদিতাভবন্ত ।

ইত্যানুচর্য্য নরোদদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমন্বিত ইতি ॥”

অচিরোদিত স্বর্ঘ্যে, সন্ধ্যাকালে, এবং দিবাভোজনে অতিতৃপ্ত ব্যক্তি
রাজিতে ভোজন করিবে না।

প্রমাণ মনু যথা—

“নাতিপ্রগে নাতিসায়ংন সায়ং প্রাতরাশিত” ইতি ॥

ভোজন করিবার সময় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর অনভূমিতে প্রদান করিবে।

প্রমাণ ব্রহ্ম পুরাণে—

“প্রাণেভ্যস্তথ পঞ্চভ্যঃ স্বাহা প্রণবসংযুতাঃ।

পঞ্চাহতিস্তজ্জুয়াৎ প্রলয়াগ্নি নিভেষুচ ॥ ইতি ॥”

দেবাদির উদ্দেশ্যে পাদোদকাদি প্রদান করিতে হয়।

প্রমাণ স্মৃতি যথা—

“নিবেদ্য প্রাশনাৎ পূর্ব্বংদেব পাদোদকাহুতিঃ।

হোতব্যাজ্ঞঠরে বহ্নৌস্বেন পানিতলেনতু ॥” ইতি ॥

জীবনাতৃক ও জীবৎ পিতৃক ব্যক্তি দক্ষিণমুখে ভোজন করিবে না।

প্রমাণ আপস্তম্ব যথা—

“দক্ষিণামুখোন ভুঞ্জীত এবম্বিধভোজন মনায়ুষ্যং
মাতুরূপদিশতি ॥”

এবং

“কুহুন্মানং গয়াশ্রাদ্ধং তিলৈস্তপ্ৰণমেবচ।

ন জীবৎ পিতৃকঃ কুর্যাদদক্ষিণামুখ ভোজনং ॥

ইতি ॥”

দিবসে দুইবার অন্ন ভোজন করিবে না।

প্রমাণ আপস্তম্ব যথা—

“দিবাপুন নভুঞ্জীতান্যত্র ফলমুলেভ্যঃ ॥ ইতি ॥”

প্রাণাহুতি স্বতাভাবে সম্পন্ন হইলে, আর স্বত ভোজন করিবে না ।

প্রমাণ স্বতার্থসারে যথা—

“প্রাণাহুতৌ স্বতাভাবে পশ্চাদ্ভুক্তীত নোহুতমিতি ॥”

অন্তরণের নিমিত্ত “অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা” এই বলিয়া, জলপান করিতে হয় ।

প্রমাণ ব্রহ্ম পুরাণে যথা—

“আপোশানঞ্চ গৃহীয়াৎ সর্ব্বতীর্থময়ঞ্চযৎ ।

অমৃতোপস্তরণং মসীতি বিষ্ণোরন্নময়স্যচ ।

অত্র চাস্তরণার্থস্তু প্রাশ্যতে যোহুতংসকৃৎ ।

অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতিসচ উদ্ধরেৎ ॥” ইতি ॥

পানীয়, পায়স, স্বত, দুগ্ধ, সর্পি সমস্ত ভক্ষণ করিবে, না পারিলে পরিত্যাগ করিবে, তথাপি ভুক্ত্যবশিষ্ট অনাকে দিবে না ।

প্রমাণ মহাভারতে যথা—

“পানীয়ং পায়সংসর্পির্দ্দধি ক্ষীরমুতান্যপি ।

নিরশ্যৎ শেষমেতেষাং নপ্রদেয়স্তু কস্যচিৎ ॥” ইতি ॥

কার্ত্তিক মাসে মাংসাদি ভোজন করিবে না ।

প্রমাণ নারদীয়ে যথা—

“নমৎস্যং ভক্ষয়েন্মাংসং নকৌশ্মং নান্যদেবহি ।

চণ্ডালোজায়তে রাজন্ কার্ত্তিকে মাংসভক্ষণাৎ ॥

ইতি ॥”

মৎস্য ভক্ষণ নিষেধ যজু বচনে যথা—

“মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তান্মাংস্যান্ বিবর্জয়েদিতি ॥”

প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিতে কুম্ভাণ্ডাদি পঞ্চদশ দ্রব্য ভক্ষণে দোষ
ক্রমাযুগ্মে নিম্ন লিখিত স্মৃতি বচনে লিখিত হইয়াছে ।

যথা—

“কুম্ভাণ্ডেচার্থ হানিস্যাঙ্ঘ্ হত্যাং নশ্মরেদ্ধরিং ।
বহুশক্রঃ পটোলে স্যাক্কিন হানিস্তমূলকে ।
কলঙ্কীজায়তে বিস্ত্রে তিৰ্য্যক্যোনিশ্চ নিম্বকে ।
তালে শরীরনাশঃ স্যাৎ নারিকেলে চ মূৰ্খতা ।
তুসী গোমাংসতুল্যাশ্চ কলম্বী গোবধাত্মিকা ।
শিম্বী পাপকরীপ্রোক্তা পৃথিকা ব্রহ্মঘাতিকা ।
বার্তাকৌতুত হানিস্চাৎ চিররোগীচ মাষকে ।
মহাপাপকরং মাংসং প্রতিপদাদিষু বর্জয়েদिति ॥”

অথ সামগ সক্ষ্যা প্রয়োগ ।

“ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, তদ্বিষোঃ পরমংপদং সদা
পশ্যন্তি সুরয়োদিবীব চক্ষুরাততম্ ইত্যুক্তা আচমনংকুর্য্যাৎ ॥”

ওঁ বিষ্ণু ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে ।

“ওঁ শন্ন আপোধন্ন্যাঃ শমনঃসন্তনূপ্যাঃ* ।

শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃসন্তকূপ্যাঃ ।”

মরুদেশভব জল আমাদিগের মঙ্গল করক । জলপ্লাবিত দেশের জল
আমাদিগের হিতকারী হউক । সমুদ্রভব জল আমাদিগের কল্যাণদায়ী
হউক । কূপ জল আমাদিগের শুভদ হউক ।

* নূপ্যা আপঃ অনুপদে শভবানি জলানি ইত্যর্থঃ । জল প্রায় দেশের নাম
অনুপ । জলপ্রায় মনুপংস্যাদিত্যমরঃ ।

ওঁ ত্রুপদাদিব মুমূচানঃ স্মিঃ স্নাতোমলাদিব
পূতং পবিত্রেণে বাজ্যমাপঃশুক্লস্ত মৈনসঃ ।

রুক্ষ সকল যেকপ বস্মাক্ত ব্যক্তির ক্রমাপনোদন করে, অবগাহন যেকপ স্নাত ব্যক্তির মলাদি দূরীভূত করে, ঘৃত যেকপ সংস্কার বিধি দ্বারা পবিত্র হয়, হে জল সেইরূপ আমাদেরকে পাপ হইতে মুক্ত কর ।

“ওঁ আপোহিষ্টা ময়োভুবস্তান উর্জে
দধাতন মহেরণায় চক্ষসে ।”

হে জল তোমরা স্তূপদায়ী অতএব আমাদেরকে অন্নদান কর এবং চরমে পরত্নকেব সহিত সংসোজিত কর ।

“ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ
নউষতীরিব মাতরঃ ॥”

হে জল হিতকারিণী স্নেহবতী জননীর ন্যায়, যে রস আমাদের শিবতম আমাদেরকে তৃপ্তাগী কর এবং সমস্ত কলুষ বিনাশ কব ।

“ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বোবদ্যক্ষয়ায়
জিন্মথ আপোজনয়থা চনঃ ।”

হে জল তোমরা যে রস দ্বারা জগৎকে তৃপ্ত করিতেছ, সেই রস দ্বারা আমাদেরকে পরিতৃপ্ত কর ।

“ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিক্রাওপসোহধাজায়ত ততোরাত্র্যজায়ত
ন্ততঃ সমুদ্রোর্নবঃ সমুদ্রোদর্নবাদধি সম্বৎসরোহজায়ত ।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিসতোবশী সূর্য্যা চন্দ্রম
সৌধাতাযথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্বিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চাস্তরীক্ষমথোম্বঃ ।”

মহাপ্রলয় সময়ে কেবল এক মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন । সেই সময়ে বিশ্ব

অঙ্ককারে আবৃত ছিল। অনন্তর লোকত্রয়ের কারণ বারিপূরিত জলধি উৎপন্ন হয়। সেই জল হইতে উৎপন্ন বিধাতা ক্রমাগত চন্দ্র, সূর্য্য, সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ, নক্ষত্র ইত্যাদি সৃষ্টি করেন, সেই সময় হইতে দিন, রাত্রি, ঋতু, বর্ষাদি হইতে লাগিল।

(ইতি মার্জ্জনং । ততো ব্রহ্মজ্ঞানং)

“ওঁ কারস্য ব্রহ্মধ্বাষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা সর্ব-
কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ । সপ্তব্যাহতীনাং প্রজাপতি
ধ্বাষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্ঠুব্রহ্মতী পঙ্তি ত্রিকুপ্জগত্য-
শ্চন্দাংসি অগ্নিবাযু বরুণ সূর্য্য বৃহস্পতীন্দ্র বিশ্বদেবা
দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র
ধ্বাষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতাদেবতা প্রাণায়ামে বিনি-
য়োগঃ । গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতি ধ্বাষি ব্রহ্মবাযুগ্নি
সূর্য্যশ্চতস্ত্রো দেবাদেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ।”

(ইহার অর্থ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে)

(ইত্যুক্ত্বা জলংবেষ্টয়িত্বা অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণপুটং ধৃত্বা
প্রথমং রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র কমণ্ডলু-
করং হংসাসন মারুতং ব্রহ্মাণংনাভিদেবেশেধ্যায়ন) “ওঁ
ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং
ওঁ তৎসবিতুর্বরেন্যং ভর্গোদেবস্যধীমহি ধियोয়োনাং
প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ
স্বরোম্ ।” নাসাপুটো ধৃত্বা হৃদিনীলোৎপলদল প্রভং
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্ম হস্তং গরুড়াসনমারুতং
কেশবংধ্যায়ন) “ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ

জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুৰ্বরেণ্যং ভৰ্গো-
দেবস্য ধীমহি ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যো-
তীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরোম্ ।” (ততো দক্ষিণ না-
সাপুটেন বায়ুং ত্যজন্ ললাটে শ্বেতং ত্রিশূল উমরুকরং
অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রী রূষভাসনস্থং শব্দুং ধ্যায়ন্)
“ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং
ওঁ তৎসবিতুৰ্বরেণ্যং ভৰ্গোদেবস্য ধীমহি ধियोয়োনঃ
প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ
স্বরোম্” । (ইতি প্রাণায়ামঃ)

পূৰ্বোক্ত প্রকারে যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের ধ্যান করিয়া প্রাণায়াম
করিতে হয়।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“আদানং রোধমুৎসর্গং বায়োস্ত্রি স্ত্রিঃ সমভ্যাসেৎ ।

ব্রহ্মাণং কেশবং শব্দুং ধ্যায়েদেবাননুক্রমাদিতি ॥”

এবং বৃহস্পতিধৃত বিষ্ণু ধর্মোত্তর বচন যথা—

“ব্রাহ্মণং কেশবং শব্দুং ধ্যায়ন্ মুচ্যেত বন্ধনাদিতি ।”

(তত আচমনং তত্র প্রাতর্মন্ত্রঃ ।

“সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষিঃ প্রকৃতিশ্চন্দ্র আপো-
দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ
মন্যুপত্যশ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষস্তাং
যদ্রাত্ৰ্যো পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পশ্চ্যামুদ-
রেণ শিখ্রা অহস্তদবলুপ্পতু যৎকিঞ্চিদ্রিতং ময়ি

ইদমহমাপোহমৃতযোনৌ সূর্য্যোজ্যোতিষি পরমাত্মনি
জুহোমিস্বাহা ।”

সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞ পতিরা আমাকে অসমাপ্ত যজ্ঞকৃত পাপ হইতে বক্ষা করুন। আমি রাত্রিকালে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর, ও শিশ্নবারা যে পাপ করিয়াছি দিবস তাহা নাশ করুন। অন্য যে কিছু পাপ আছে, তাহা সূর্য্যে অর্পণ করিতেছি।

(মধ্যাহ্নে মন্ত্রশ্চ)

“আপঃপুনস্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুধাষিঃ প্রকৃতিশ্চন্দ
আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপঃপুনস্ত
পৃথিবীং পৃথ্বীপূতা পুনাতুমাং পুনস্ত ব্রহ্মণস্পতি-
ব্রহ্মপূতা পুনাতুমাং যচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বাহুশ্চরিতং
মম সর্ব্বংপুনস্ত মামাপোহমতাঞ্চ প্রতিগ্রহংস্বাহা ।”

জল পৃথিবীকে পবিত্র করুন। পবিত্রা পৃথিবী আমাকে পবিত্র করুন। পূত পরব্রহ্ম আমাকে পবিত্র করুন। আমি উচ্ছিষ্ট ও অভোজ্য ভোজনাদি যে কিছু পাপ করিয়াছি, জল আমাকে সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত করুন।

(সায়াহ্নে মন্ত্রশ্চ)

“অগ্নিশ্চমেতি মন্ত্রস্য রুদ্রধাষি প্রকৃতিশ্চন্দ আপো-
দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিশ্চ মামন্যুশ্চ
মন্যুপত্যশ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যোরক্ষস্তাং যদহ্লা
পাপমকার্ষং মনসাবাচা হস্তাভ্যাং পদ্ম্যামুদরেণ শিশ্না
রাত্রিস্তদবলুপ্তত্ব যৎকিঞ্চিদ্রিতং ময়ি ইদমহমাপো-
হমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষিপরমাত্মনি জুহোমিস্বাহা ।”
(ইতি আচমনং)

অগ্নি, যজ্ঞ, ও যব। তিরা আমাকে অসম্পন্ন যজ্ঞকৃত পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি কায়মনোবাক্য দ্বারা দিবসে যে কিছু পাপ করিয়াছি রাত্রি তাহা নষ্ট করুন। অন্য যে কিছু পাপ আছে তাহা সত্য ও জ্যোতিষরূপ পরমাত্মাতে অর্পণ করি।

(ততো জলে গায়ত্রীং জপ্তা) •

আপোহিষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপশ্চাষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ
আপোদেবতা মার্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপোহিষ্ঠা
ময়ো ভুবস্তান উর্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে । ওঁ
যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব
মাতরঃ । ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বোযস্য ক্ষয়ায় জিনথ
আপোজনয়থা চনঃ ।” (ইতি পুনর্মার্জনং)

(ততো জল গণ্ডুষং নাশিকায়্যারোপ্য)

“ঋতঞ্চ সত্যঞ্চৈতি মন্ত্রস্য অঘমর্ষণ ঋষিরণুষ্টুপ্ ছন্দো
ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাত্রিপসোহধ্য জায়ত ততোরাত্র্য-
জায়ত ততঃ সমুদ্রোর্নবঃ সমুদ্রাদর্নবাদধি সম্বৎসরো-
হজায়ত অহোরাত্রানি বিদধদ্বিশ্বস্য মিশতোবশী সূর্য্যা
চন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়দ্বিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্ত-
রীক্ষমথোস্বঃ ।”

(ইতি পঠিত্বা ভূমৌ তজ্জল গণ্ডুষং ত্যজেৎ) (ততো গায়ত্র্যাজলাঞ্জলি
ত্রয়ং সূর্য্যায় দদ্যাৎ) (মধ্যাহ্নেভূসকুৎ) (ততঃ সূর্য্যোপস্থানং) (তত্রমন্ত্রঃ) ।

“উদ্ধৃত্যমিত্যস্য প্রক্ষমঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা

সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ উছৃত্যং জাতবেদসং
দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং ।”

জগতের প্রকাশের নিমিত্ত রশ্মি সকল সূর্য্যদেবকে বহন করিতেছে ।

“চিত্রমিত্যস্য কোৎস ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা
সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ চিত্রং দেবানা মুদগা-
দনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যগ্নেরাপ্রাদ্যা বা পৃথিবী-
ঞ্চান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্মৈশ্চ ।”

অগ্নি, মিত্র ও বরুণ এই তিন দেবতার নয়ন সদৃশ এতদতিরিক্ত দেবতা
স্বরূপ সন্তাবর জন্মের আত্মা স্বরূপ সূর্য্যদেব স্বকীয় অংশুমালা দ্বারা স্বর্গ,
মর্ত্য ও আকাশ ব্যাপ্ত করিয়াছেন ।

“ওঁ নমো ব্রহ্মণে, ওঁ নমো ব্রাহ্মণেভ্যঃ, ওঁ নম
আচার্য্যেভ্যঃ, ওঁ নম ঋষিভ্যঃ, ওঁ নমো দেবেভ্যঃ,
ওঁ নমো বেদেভ্যঃ, ওঁ নমো মৃত্যবে, ওঁ নমো
বায়বে, ওঁ নমো বরুণায়, ওঁ নমো বিষ্ণুবে, ওঁ নমো
বৈশ্রবণায় চোপজায়চ ।”

ইত্যেতৈঃ প্রত্যেকং জলাঞ্জলিনা প্রতু্যপস্থানং কুর্য্যাত্, এতদনন্তরং
নিম্পিতৃকস্য পিত্রাদি তর্পণং, ততঃ কৃত্যঞ্জলিঃ ।

“ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী ।

গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাত ব্রহ্মযোনি নমোহস্তুতে ॥” ইতি ।

অগ্নি বরদে বেদোদ্ধীপনকারিণী বেদমাতা ব্রহ্মযোনি প্রণবস্বরূপে দায়ত্রী
দেবী আগমন করুন, আমি তোমাকে নমস্কার করি ।

(ইত্যা বাহ্য ওঁ ভূঃস্বদয়ে, ওঁ ভুবঃ শিরসি, ওঁ স্বঃ

শিখায়াং, ওঁ তৎসবিতুর্বরেন্যং সর্বাঙ্গে, ওঁ ভর্গো-
দেবস্যধীমহি ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ করতলদ্বয়ে ।
এবং অপরবারদ্বয়ং ন্যসেৎ)

তর্পণের পর গায়ত্রী জপের বিধি ব্রাহ্মণসূর্যস্বৈ শঙ্খ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“প্রণবোভূভূবঃ স্বশ্চ অঙ্গানি হৃদয়াদয়ঃ ।

ত্রিরাবৃত্য ততঃ পশ্চাদার্ষং ছন্দশ্চ দৈবতং ।

বিনিয়োগ স্তথারূপং ধ্যাতব্যং ক্রমাস্তবৈ ॥ ইতি ॥”

(ততশ্চ)

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সবিতাদেবতা

জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ।

(ততোধ্যানং)

“প্রাতর্গায়ত্রীং কোমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিস্তয়েৎ ।

হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাং ।”

“মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাং তাক্ষস্হাং পীতবাসিনীং ।

যুবতীং যজুর্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাং ॥”

“সায়াহ্নে শিবরূপাং বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং ।

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যাহ্নাং সামবেদসমায়ুতাং ॥”

(এবং প্রাতরাদিকাল ভেদেন যথাক্রমং গায়ত্রীং

সাবিত্রীং সরস্বতীং ধ্যায়ন্ উর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ প্রাতরুদ্বোধান-
করৌ মধ্যাহ্নে তথাতিষ্ঠন্ তীর্থ্যক্করৌ সায়মুপবিষ্টৌ-
হৃদোমুখৌকরৌ কৃত্বা অনামিকা মধ্যমূল পর্ব্বদ্বয়
কনিষ্ঠামূলাদি পর্ব্বত্রয় অনামিকাগ্রপর্ব্ব মধ্যমাগ্রপর্ব্ব

তর্জন্যাণ্ডাদি পর্বত্রয়রূপ দশপর্বত্ব অঙ্গুষ্ঠাদ্য পর্ব-
যোগেন)

এই ধ্যানের প্রমাণ স্মৃতি যথা—

“গায়ত্রী ব্রহ্মরূপাতু সাবিত্রী বিষ্ণুরূপিণী ।

সরস্বতী রুদ্ররূপা উপস্যারূপভেদতঃ ॥”

রূপনামভেদের প্রমাণ যোগি যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“পূর্ব্বাসন্ধ্যাচ গায়ত্রী সাবিত্রী মধ্যমাস্মৃতা ।

যাতবেৎ পশ্চিমাসন্ধ্যা বিজ্ঞেয়াসাসরস্বতী ॥ ইতি ॥”

“ওঁ ভূভূবঃ স্বঃতৎসবিতুর্বরৈর্যৎ ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ।”

(ইতি দশধাজপন সমর্থশ্চৈতৎতথা সহপ্রধাপি) ততঃ—

“ওঁ মহেশবদনোৎপন্ন বিষ্ণোহৃদয় সন্তুবা ব্রহ্মণা
সমনুজ্জাতা গচ্ছদেবি যথৈচ্ছয়া ॥”

(ইত্যনেন বিসর্জয়েৎ)

“অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্য শুক্লোপ্রীয়েতাং”

(ইত্যুচ্চার্য) “ওঁ আদিত্য শুক্লাভ্যাং নমঃ”

(ইতি জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ) ততঃ—

“জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষি স্ত্রিকুপুছন্দে।
হৃদির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ
জাতবেদসে স্তনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি
বেদঃ সনঃ পরিষদতি দুর্গানি বিশ্বানাবেব সিকুং ছুরিতা-
ত্যগ্নিঃ ।”

পূর্বোক্ত মন্ত্রের ঋষি কশ্যপ, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, দেবতা অগ্নি, আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজন । অগ্নিতে সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি, অগ্নি আমাদের অরাতি দণ্ড করেন, উহা দ্বারা বেদ বশীকৃত হয়, নৌকা যেক্রপ তটিনীতরণের সাধন সেইরূপ অগ্নি বিশ্বের পাপ হইতে আমাদের গকে উত্তীর্ণ করেন ।

(ইতি শিরসিরক্ষাং কুর্য্যাৎ)

এই স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র জপের প্রমাণ বিষু ধর্মোত্তরে যথা—

“জাতবেদস ইত্যেতজ্জপেৎস্বস্ত্যয়নং পথি ।

ভয়ৈর্বিমুচ্যতে সর্বৈঃ সন্তিমান্ প্রাপ্নুয়াৎগৃহে ॥

ইতি ॥”

“ঋতমিত্যাদ্য কালাগ্নিরুদ্র ঋষিরনুষ্টিপছন্দো রুদ্রো-
দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋতং সত্যং
পরংব্রহ্ম পুরুষংকৃষ্যাপঙ্গলং উর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং
বিশ্বরূপং নমোনমঃ ।” ইতি কৃতাজ্জলির্জপেৎ ।

এই মন্ত্রের কালাগ্নি ঋষি, অনুষ্টিপ্ ছন্দ, রুদ্রদেবতা, রুদ্রোপস্থানে বিনি-
য়োগঃ । নিত্য, সত্য, কৃষ্য পঙ্গল, উর্দ্ধলিঙ্গ, বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ পরব্রহ্মকে
নমস্কার করি ।

এই মন্ত্র জপের প্রমাণ ছন্দোগ পরিশিষ্টে যথা—

“ততো রুদ্রমর্কবাগ্ভা বৈদিকাজ্জপাৎ” ইতি ॥”

(ততঃ) “ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ অদ্রোয়্যে নমঃ, ওঁ

বরুণায় নমঃ, ওঁ বিষণ্ণে নমঃ, রুদ্রায় নমঃ ।

(ইত্যেনেন জলাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ) এই জলাঞ্জলি দানের প্রমাণ বিষু ধর্মোত্তরে

যথা—

“ক্ষিপেজ্জলাঞ্জলীন্সপ্ত মনোদুঃখ বিনাশনে ।” ইতি ॥

ত্রিকালেই সূর্য্যার্ঘ দান করিবে, অশক্ত হইলে একবার দান করিবে।

প্রমাণ নারসিংহে যথা—

“অর্ঘ্যংদদ্যাত্তু সূর্য্যায় ত্রিকালেষু যথাক্রমাৎ ।

অশক্ত এককালে হপি মধ্যাহ্নে তু বিশেষতঃ ॥ ইতি ॥

সন্ধ্যাংকৃত্বাত্তদ্বার্য্যংততঃ পশ্যেদিবাকরং । ইতিচ ॥”

“ওঁ ত্রাহিসূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে ।

অনুকম্পয় মাংভক্তং গৃহাণার্য্যং দিবাকর ॥” ইতি ॥

“ওঁ নমো বিবস্মতে ব্রহ্মন্ভাস্মতে বিষ্ণুতেজসে ।”

জগৎ সবিত্রেসূচয়ে সবিত্রে কস্মদায়িনে ॥ ইতি ॥”

এই বিষ্ণু পূবাণোক্ত সূর্য্যার্ঘ্য দান মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য দিবে।

(ইদমর্ঘ্যং ত্রিসূর্য্যায় নম) ইতি সূর্য্যায়ার্য্যং দত্ত্বা)

“ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাসং কাশ্যপেয়ং মহাভ্র্যাতিং ।

ধ্বান্তারিং সর্কপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরং ।”

ইতি প্রণমেৎ ॥

পূর্বে জপে কর বিন্যাসের যে রীতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণের নিমিত্ত স্মৃতি বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“কৃত্বোত্তানৌ করৌপ্রোতেঃ সায়ঞ্চাধোমুখৌ করৌ ।

মধ্যেতীর্ধ্যক্ করৌপ্রোক্তা জপএবমুদাহতঃ । ইতি ।”

এবং শাস্ত্রা যথা—

“তিস্রোহঙ্গুল্য স্ত্রিপর্ব্বাণোগধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা ।

অনামা মধ্যমারভ্য জপএব মুদাহতঃ । ইতি ॥”

এবং মদন পারিজাতে ।

“মধ্যমায়াদ্বয়ং পর্বৎ জপকালেতুবর্জয়েৎ ।

এনং মেরুং বিজানীয়াদুযিতং ব্রহ্মণাস্বয়ং ॥ ইতি ॥”

সংখ্যা করিয়া জপ না করিলে তাহা নিষ্ফল হয় ।

প্রমাণ মদন পারিজাতে যথা—

“অঙ্গুষ্ঠাঞ্জনং যজ্ঞপুং যজ্ঞপুং মেরুলজিতং ।

অসংখ্যাতঞ্চ যজ্ঞপুং তৎসর্বং নিষ্ফলংভবেৎ ।”

ইতি ॥

জপকালে অন্যের সহিত আলাপ করিবে না ।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“জপকালে ন ভাষেত ব্রতহোমাদিকেযুচ ।” ইতি ।

অশুচি, দৈবকর্মাতিরত, অক্ষত পাণি, জপানিরত ও পুষ্পপাণি ব্যক্তি অন্যকে অভিবাদন করিবে না ।

প্রমাণ শঙ্খ লিখিত যথা—

“নপুষ্পাক্ষত পাণি নীশুচির্নজপন্নদৈব পিতৃকার্য্যং
কুর্ব্বন্থিতি ॥”

বৃন্তাক, জালিকা শাক, কুসুম্ব, অশ্বস্তক, পলাণ্ডু, লগুন, শুক্ল ও নির্ঘাস ভক্ষণ করিবে না ।

প্রমাণ কৌশ্লে যথা—

• “বৃন্তাকং জালিকাশাকং কুসুম্বাশ্বস্তকং তথা ।

পলাণ্ডুলগুনং শুক্লং নির্য্যাসকৈব বর্জয়েৎ ॥” ইতি ॥

গৃজন, কিংক, কুকুণ্ড, উত্তুম্বর ও অলাবু ভক্ষণে পতিত হয় ।

প্রমাণ কৌশ্লে যথা—

“গৃঞ্জনং কিংশুককৈব কুকুণ্ডল তথৈবচ ।

উড়ুশ্বর মলাবুধ জম্বাপততি বৈদ্বিজঃ ॥” ইতি ॥

অথ দীক্ষা কৃত্য নির্ণয় ।

যাহাতে জ্ঞান দান হয় এবং যাহার দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়, এবম্বিধ পাপচ্ছেদ ক্ষমা ক্রিয়ার নাম দীক্ষা ।

প্রমাণ প্রয়োগসারে যথা—

“দীয়তে জ্ঞান মতান্তঃ ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ ।

তেন দীক্ষেতি সাজ্জিয়া পাপচ্ছেদ ক্ষমাক্রিয়া ॥” ইতি ॥

উপনয়ন না হইলে বেক্রপ অধ্যয়নাদি কৰ্মে অধিকার হয় না, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্র-দেবার্চনাদি কৰ্মে অধিকার হয় না ।

প্রমাণ আগনে যথা—

“দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিষু ।

যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ।

তথাত্রাদীক্ষিতানাস্ত মন্ত্রদেবার্চনাদিষু ।

নাধিকার স্ততঃ কুর্যাদাত্মনং শিবসংস্তুতং ॥” ইতি ॥

অদীক্ষিত ব্যক্তি পশু তুল্য এবং তাহার জীবন নিফল ।

প্রমাণ স্থানে কার্তিক প্রসঙ্গে ব্রহ্মনারদ সম্বাদে যথা—

“তেনরাঃ পশুবোলোকে কিংতেষাং জীবনে ফলং ।

যৈর্নলক্লা হরেদীক্ষা নার্চিতোবা জনার্দনঃ ॥” ইতি ॥

দীক্ষারহিত ব্যক্তির ইহ-জন্ম-কৃতকর্ম নিষ্ফল হয় এবং পরে পশুযোনি
প্রাপ্তি হয় ।

হরিভক্তিবিলাস ধৃত বিষ্ণুযামলে যথা—

“অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্বং নিরর্থকং ।

• পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ ॥” ইতি ॥

দিব্য জ্ঞান লাভের নিমিত্ত গুরুকে সর্বস্ব নিবেদন করিয়া মন্ত্র গ্রহণ
করিবে ।

প্রমাণ বিষ্ণুযামলে যথা—•

“দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্যসংক্ষয়ং ।

তস্মাদীক্ষেতি সাপ্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ।

অতোগুরুং প্রণম্যৈবং সর্বস্বং বিনিবেদ্যচ ।

গৃহীয়াদ্বৈষং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্বং বিধানতঃ ॥” ইতি ॥

জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সং গুরুর নিকট গমন করিবে ।

প্রমাণ শ্রুতি যথা—

“তদ্বিজ্ঞানার্থং সদগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।

সমিৎ পানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ॥” ইতি ॥

এবং ভাগবতের দশমস্কন্ধে যথা—

“বিজিত হৃষীক বায়ুভি রদান্ত মনস্তুরগং ।

যইহ যতন্তি যন্ত মতিলোল মুপায়খিদঃ ।

• ব্যসন শতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং ।

বনিজ্জইবাজ সন্ত্যক্ত কর্ণধারা জলধৌ ॥” ইতি ॥

বিজিতেজির বায়ু যে ব্যক্তি সদগুরুচরণাশ্রয় ব্যতিরেকে অদমিত মন •

দমন করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি এই সংসার সাগরে অকৃতকৰ্ণধার বণিকের
ন্যায় ক্লেশ ভোগ করে।

এবং শ্রুতি যথা—

“নৈষাতর্কেণ মতিরপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব
সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা।” ইতি।

শোভন জ্ঞানের নিমিত্ত প্রিয়তমা বুদ্ধিকে নিজ তর্ক দ্বারা অপমার্গে
প্রবিষ্ট করিবে না।

শুদ্ধবংশজাত, স্বয়ং পাতিত্যাদি দোষরহিত, সদাচারী, আশ্রমী, ক্রোধ
রহিত, বেদবেত্তা, সর্বশাস্ত্রবেত্তা, শ্রদ্ধাবান্, অনুয়া শূন্য, প্রিয়বাক, প্রিয়দর্শন,
সুবেশ, তরুণ, সর্বভূত-হিত-রত, ধীমান্, অনুদ্রুতমতি, অহিংসক, তত্ত্ব বিচারক,
বাৎসল্যাদিগুণযুক্ত, ভগবৎ পূজায় কৃত নিশ্চয়, কৃতজ্ঞ, ন্যায়বান্, কৃপালু,
মন্ত্র হোম পরায়ণ, অনুমান ও তর্ক প্রকারজ্ঞ শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই গুরু শ্রেষ্ঠ।

প্রমাণ যথা মন্ত্র-মুক্তাবলি গ্রন্থে—

“অবদাতাম্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বেচিতাচারতৎপরঃ।

আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্বশাস্ত্রবিৎ।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।

শুচিঃ স্বেবেশস্তরুণঃ সর্বভূতহিতৈরতঃ।

ধীমাননুদ্রুতমতিঃ পূর্ণোহহন্তা বিমর্শকঃ।

সগুণোহর্চ্চাস্ত কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ।

নিগ্রহানুগ্রহেশক্তোহোম মন্ত্র পরায়ণঃ।

উহাপোহ প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।

ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুস্যাদ্ গরিমান্বুধিঃ ॥” ইতি ॥

এবং অগস্ত্যসংহিতা যথা—

“দেবতোপাসকঃ শাস্ত্রো বিষয়েষপি নিম্পৃহঃ।

অধ্যাত্মবিদ্বাক্সবাদী বেদশাস্ত্রার্থ কোবিদঃ ।
 উদ্ধর্তুং চৈব সংহর্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
 তত্ত্বজ্ঞোযন্ত্রমন্ত্রাণাং মৰ্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ ।
 পুরশ্চরণকৃদ্ধোম-মন্ত্র সিদ্ধঃ প্রয়োগ বিৎ ।
 তপস্বী সত্যবাদীচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥” ইতি ॥

দেবতোপাসক, শাস্ত্র, বিষয়ে অনাশক্ত, আত্মতত্ত্ববেত্তা, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্ত্রার্থজ্ঞ, উদ্ধার এবং সংহার সমর্থ, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যন্ত্র মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, সংশয়-
 ছেত্তা, রহস্যজ্ঞ, পুরশ্চরণকৃত, হোমমন্ত্রসিদ্ধ, প্রয়োগবেত্তা, তপস্বী, সত্যবাদী
 ও গৃহস্থ ব্যক্তিই গুরুশ্রেষ্ঠ ।

সহস্র শাখাধারী, সৰ্ব্বযজ্ঞ দীক্ষিত এবং মহাকুল প্রসূত ব্যক্তিও অবৈষ্ণব
 হইলে গুরুশ্রেষ্ঠ নন ।

প্রমাণ পাণ্ডে যথা—

“মহা ভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈগুরুনৃণাং ।
 সৰ্ব্বেষামেবলোকানামসৌপূজ্যো যথাহরিঃ ।
 মহাকুলপ্রসূতোহপি সৰ্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
 সহস্র শাখাধারীচ ন গুরুম্যাদবৈষ্ণবঃ ।” ইতি ॥

বিষ্ণু মন্ত্র দীক্ষিত ও বিষ্ণু পূজা তৎপর ব্যক্তিই বৈষ্ণব ।

প্রমাণ হরিভক্তি বিলাসপুত্র পাণ্ডে যথা—

“গৃহীত বিষ্ণু দীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরোনরঃ ।
 বৈষ্ণবোহতিহিতো হভিজৈরিতরো হস্মাদ বৈষ্ণবঃ ॥”
 ইতি ।

অবৈষ্ণব ব্যক্তির নিকট উপদিষ্ট হইলে নিরন্নগামী হইতে হয় ।

প্রমাণ পঞ্চরাত্রে যথা—

‘অবৈষম্যবোপদিষ্টেন মস্ত্রেণ নিরয়ং ত্রজেৎ ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক গ্রাহয়েদ্বৈষম্যবাদগুরোঃ ।’

বহু ভোজনকারী, দীর্ঘসূত্রী, বিষয় লোলুপ, হেতুবাদবৃত্ত, অবাচ্য পর
পাপাদিবক্তা, গুণ নিন্দক, অরোমা, বহুরোমা, নিন্দিতাশ্রম সেবক, কাণ দন্ত,
কুষ্টোষ্ঠ, দুর্গন্ধিস্বাসবাহক, দুষ্ট লক্ষণ সম্পন্ন, দান সমর্থ, বহু প্রতিগ্রহাসক্ত
ব্যক্তিকে গুরু করিবে না ।

প্রমাণ তত্ত্বসাগরে যথা-

“বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রীচ বিষয়াদিষু লোলুপঃ ।

হেতুবাদবতো দুষ্টোহবাখাদী গুণ নিন্দকঃ ।

অরোমা বহুরোমাচ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ ।

কালদন্তো হসিতোষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিস্বাসবাহকঃ ।

দুষ্টলক্ষণ সম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ ।

বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহুঃ ॥” ইতি ॥

শ্রদ্ধাস্বয়, শ্রীমান, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, পুণ্য চরিত্র, মহাবুদ্ধি,
অদাস্তিক, রাগ দ্বেষাদি রহিত, গুরুচরণ পরায়ণ, দেবাদি পূজক, শ্রদ্ধাবান,
নিয়তেল্লিয় যুবা ও রূপালু ব্যক্তিই শিষ্যশ্রেষ্ঠ ।

প্রমাণ মন্ত্র মুক্তাবলীতে যথা—

“শিষ্যঃ শ্রদ্ধাস্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ ।

সত্যবাক্ পুণ্যচরিতো হৃদভ্রমীর্দন্তবর্জিতঃ ।

কামক্রোধ পরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরু পাদয়োঃ ।

দেবতা প্রবণঃ কায়-মনোবাগ্ভির্দিবানিশং ।

নিরুজো নির্জিতাশেষ পাতকঃ শ্রদ্ধয়াস্থিতঃ ।

দ্বিজদেব পিতৃগাণ্ড নিত্যমর্চা পরায়ণঃ ।

যুবা বিনিয়তশেষ করণঃ করুণালয়ঃ ।

ইত্যাदि लक्ष्मणैर्युक्तः शिष्योदीक्षाधिकारवान् ।” ইতি ॥

জৈমিনি, স্নগত, নাস্তিক, নগ্না, কপিল ও অক্ষপাদ এই ছয় জন এবং
ইহাদের মতানুবর্তী ব্যক্তির হেতুবাদী ।

প্রমাণ হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে যথা—

“জৈমিনিঃ স্নগতশ্চৈব নাস্তিকোনগ্না এবচ ।

কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়্ভেতে হেতুবাদিনঃ ।

এতন্মতানুসারেণ বর্তন্তে যে নরাধমাঃ ।

তে হেতু বাদিনঃ প্রোক্তান্তেভ্যস্তদ্বৎ নদাপয়েদিতি ।”

গুরু ও শিষ্য এক বৎসর একত্র বাসে পরস্পরের স্বভাব অবগত হইয়া
মন্ত্রদান ও গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ কল্প ।

প্রমাণ মন্ত্রমুক্তাবলীতে যথা—

“তয়োর্বৎসর বাসেন জ্ঞাতান্যোন্য স্বভাবয়োঃ ।

গুরুতা শিষ্যতাচেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥” ইতি ॥

এবং শ্রুতি যথা—

“নাসম্বৎসর বাসিনে দেয়াৎ ।”

এবং সারসংগ্রহেহপি—

• “সদ্যুরূঃ স্বাপ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ ॥”

ইতি ॥

বাসুদেব মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়াই কর্তব্য ।

প্রমাণ নারসিংহে যথা—

“সত্যং সত্যং পুনঃসত্য মুক্ষিপ্যভুজমুচ্যতে ।

বেদাচ্ছাস্ত্রং পরংনাস্তিন দেবঃ কেশবাৎপরঃ । ইতি ॥”

পাণ্ডে যথা—

“অরিশ্মিত্রং বিষংপথ্যং অধর্মোদধর্মতাংব্রজেৎ ।

‘সুপ্রসম্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্যয়ঃ ॥’ ইতি ॥”

বাসুদেবই নিত্য পরব্রহ্ম তিনি তুষ্ট হইলে বিপরীতে বিপর্যয় হয় ।

বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি অন্যের উপাসনা করেন, তিনি জননীর পরিবর্তে চণ্ডালিনীর বন্দনা করেন ।

প্রমাণ স্বান্দে যথা—

“বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে ।

স্বমাতরং পরিত্যজ্য স্বপতীংবন্দতে হিসঃ ॥” ইতি ॥

এবং মহাভারতে যথা—

“অনাদৃত্যতু যোবিষ্ণুং অন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ ।

গঙ্গাস্তসঃ সতৃষ্ণার্ভো যুগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥” ইতি ॥

এবং হরিবংশে শিববাক্য যথা—

“হরিরেব সদারাধ্যো ভবন্তিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ ।

বিষ্ণুমন্ত্রং সদাবিপ্রাঃ পঠধ্বংধ্যাতকেশবং ॥” ইতি ॥

এই তান্ত্রিক বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষায় স্ত্রী শূদ্রাদিরও অধিকার আছে ।

প্রমাণ পাণ্ডে নারদাশ্বরীষ সন্বাদে যথা—

“আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনং ।

কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিস্তুয়িত্বাপতিং হৃদি ।

শূদ্রানাক্ষেবভবতি নান্না বৈদেবতার্জনং ॥” ইতি ॥

এবং অগস্ত্যসংহিতায় যথা—

“শুচি ব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্মিকা দ্বিজসেবকাঃ ।

দ্বিযঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ ।

লোকাশ্চাণ্ডাল পর্যন্তাঃ সৰ্ব্বেপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥” ইতি ॥

সাবিত্রী, প্রণব, যজু ও লক্ষ্মী, স্ত্রী ও শূদ্রের অশ্রোতব্য ও অজ্ঞাতব্য ।

প্রমাণ নৃত্তিংহ তাপনীয় শ্রুতি যথা— •

“সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি ।” ইতি ॥

এবং গোবিন্দভট্টধৃত বচন যথা—

“স্বাহা প্রণব সংস্কৃতং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্ভিজঃ ।

শূদ্রো নিরয়গামীস্যাৎ ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ ॥” ইতি ॥

যজ্ঞারামন, বিশ্ববিজ্ঞান এবং সংসারবন্ধন হইতে ত্রাণ হয় তাহার নাম মন্ত্র ।

প্রমাণ পিঙ্গলামৃত যথা—

“মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার বন্ধনাৎ ।

যতঃ কৰোতি সংসিদ্ধৌ মন্ত্রইত্যভিধীয়তে ॥” ইতি ।

জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলী করণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি এই দশবিধ সংস্কার দ্বারা মন্ত্রগুচ্ছ হয় ।

প্রমাণ শারদা তিলকে যথা—

“মন্ত্রানাং দশকথ্যন্তে সংস্কারাঃ সিদ্ধিদায়িনঃ ।

জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং রোধনং তথা ।

অথাভিষেকো বিমলী করণাপ্যায়নে পুনঃ ।

তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়া ॥” ইতি ॥

মন্ত্রের মাতৃকা যন্ত্র হইতে উদ্ধারের নাম জনন । •

প্রমাণ যথা—

“মন্ত্রাণাং মাভূকা যন্ত্রাছুদ্ধারো জননং স্মৃতং ।” ইতি ॥

প্রণবাস্তুরিত করিয়া মন্ত্র বর্ণ জপের নাম জীবন ।

প্রমাণ যথা—

“প্রণবাস্তুরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ ।

এতজ্জীবন মিত্যাছর্মান্ত্র তন্ত্র বিশারদাঃ । ইতি ॥”

মন্ত্র বর্ণ লিখিয়া বায়ুবীজ পাঠ করত চন্দ্রনাভ দ্বারা তাড়নের নাম তাড়ন ।

প্রমাণ যথা—

“মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দ্রনাস্তসা ।

প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রী তাড়নং তদুদাহৃতং ॥ ইতি ॥”

মন্ত্র বর্ণ সংখ্যক করবীর পুষ্প দ্বারা হননের নাম রোধন ।

প্রমাণ যথা—

“বিলিখ্য মন্ত্রং তং মন্ত্রী প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ ।

তন্মন্ত্রাঙ্কর সংখ্যাতৈ হন্যাদ্ যন্তেন রোধনং ॥” ইতি ॥

মন্ত্রী স্বতন্ত্রোক্ত বিধানে মন্ত্রবর্ণ সংখ্যক অশ্বথ পল্লব জল দ্বারা মন্ত্রের অভিষেক করিবে ।

প্রমাণ যথা—

“স্বতন্ত্রোক্ত বিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রাণসংখ্যয়া ।

অশ্বথ পল্লবৈর্মন্ত্র মভিষিক্বেদ্বিশুদ্ধায়ে ॥ ইতি ॥”

অথবা—

“স্বতন্ত্রোক্ত বিধানেন মূর্দ্ধিতোয়েন দেশিকঃ ।

নমোহন্তং মন্ত্রমুচ্চার্য তদন্তে দেবতাভিধাং ।

দ্বিতীয়ান্তা মহং পশ্চাৎ অভিষিক্ণাম্যনেন তু । ইতি ॥”

তোয়ৈরঞ্জলি বর্দ্ধৈশ্চাপ্যভিষিক্ণেৎ স্বমূর্দ্ধনি ॥ ইতিবা ॥”

মানসে মন্ত্র চিন্তা করিয়া জ্যোতির্শব্দ দ্বারা মন্ত্রে মলত্রয় দহনের নাম বিমলী করণ ।

প্রমাণ যথা—

“সঞ্চিন্ত্য মনসামন্ত্রং জ্যোতির্শব্দেন* নির্দেহেৎ ।

মন্ত্রে মলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণস্তদং ॥” ইতি ॥

সেই মন্ত্র পাঠ করত কুশোদক দ্বারা মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ প্রোক্ষণের নাম আপ্যায়ন ।

প্রমাণ যথা—

“কুশোদকেন মন্ত্রেণ প্রত্যং প্রোক্ষণং মনোঃ ।

তেন মন্ত্রেণ বিধিবৎ এতদাপ্যায়নং স্মৃতং ॥ ইতি ॥”

মন্ত্র ও বারি দ্বারা যন্ত্রে তর্পণের নাম তর্পণ ।

প্রমাণ যথা—

“মন্ত্রেণ বারিণা যন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতং । ইতি ॥”

তার, মায়া ও রমা যোগের নাম দীপন ।

প্রমাণ যথা—

“তারমায়াঃ রমাযোগো মনোদ্দীপন মুচ্যতে ॥” ইতি ॥

জপ্যমান মন্ত্রের অপ্ৰকাশনের নাম গুপ্তি ।

প্রমাণ যথা—

* “তারব্যোমাগ্নিমহুযুগ্ধা জ্যোতির্শব্দ মতঃ ।” “তারং প্রণবঃ, ব্যোম হকারঃ, অগ্নীরেফঃ, মহুরোকারঃ, তদ্যুক্তোহমুস্বারঃ তেন ওন্ হ্রোং ইতি জ্যোতির্শব্দঃ ।” ইতি স্মার্তঃ ॥

+ মলত্রয়ং মায়িকং কাম্বিং মানবরূপং ইতি স্মার্তঃ ।

‡ তার ও মায়াহ্রীং রমাহ্রীং ইতি স্মার্তঃ ।

“জপ্যমানস্য মত গোপনং ত্বপ্রকাশনং ॥” ইতি

কৃষ্ণ মন্ত্ৰের সংস্কারাপেক্ষা নাই ।

প্রমাণ হরিভক্তিবিলাসে যথা—

“বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্ৰাণাং সংস্কারাপেক্ষণং নহি ।
সামান্যোদ্দেশ মাত্রেণ তথাপ্যেতদুদীরিতং ॥” ইতি ॥

এক মন্ত্ৰ সাধনে সমস্ত মন্ত্ৰই সাধিত হয় ।

প্রমাণ পঞ্চরাত্রে যথা—

“মন্ত্ৰং যঃ সাধয়েদেকং জপহোমার্চনাদিভিঃ ।
ক্রিয়াভিভূরিভিস্তস্য সিদ্ধন্ত্যন্যে হ্যপ্যসাধনাদিতি ॥”
“সম্যক্ সিদ্ধৈক মন্ত্ৰস্য নাসিদ্ধমিহকিঞ্চন ॥” ইতিচ ॥

অথ দীক্ষা কাল নির্ণয়

গুরু ও ভৃগুর অন্তগমনে বাল্যে ও বার্কিক্যে সিংহরাশিস্থ বৃহস্পতিতে, গুরু সূর্য্য সংযোগে দশাহে, বক্রী গুরুর অষ্ট বিংশাহে, প্রাগ্রাশ্যনায়তে অতিচারি গুরু বৎসরে, প্রাগ্রাশি গন্ত্ গুরুর অতিচারে ত্রিপক্ষ মধ্যে ভূকম্পাদ্যভূত কার্য্যে সপ্তাহ মধ্যে, মলমাসাদিতে, পৌষাদি চতুর্মাसे একাহ বৃষ্টিতে এক দিনে, ছই দিবস বৃষ্টিতে তিন দিনে, তিন দিবস বৃষ্টিতে সপ্তাহ মধ্যে দীক্ষাদি নিষেধ । এবং ভার্গব ও বৃহস্পতির অন্তগতিতে দ্বাত্রিংশদিবস মধ্যে, মহত্যস্তে দ্ব্যধিক সপ্ততি দিবস মধ্যে, পাদান্তে দ্বাদশ দিবস মধ্যে, গুরুর অন্তে পূর্ব্ব পর পক্ষ মধ্যে, বার্কিক্য বাল্যে পাদান্তে দশাহ মধ্যে এবং বার্কিক্য বাল্যে দিনত্রয় মধ্যেও দীক্ষাদি নিষেধ ।

প্রমাণ আর্ষ ঋত বচন যথা—

“গুরোর্ভৃগৌ নন্তবাল্যেবার্কিকে সিংহগে গুরৌ ।
গুর্বাদিত্যে দশাহেচ বক্রিজীবেষ্টবিংশকে ।

দিনে প্রাগ্রাশনায়াতাত্চিচারি গুরু বৎসরে ।
 প্রাগ্রাশিগন্তু জীবস্যাতিচারেচ ত্রিপক্ষকে ।
 কম্পাদ্যদ্বুত সপ্তাহে নীচস্বৈজ্যে মলিন্মুচে ।
 পৌষাদিক চতুর্ন্যাসে চরণাক্তিত বর্ষণে ।
 একেনাঙ্কা চৈক দিনে দ্বিতীয়েন দিনত্রয়ে ।
 তৃতীয়েন চ সপ্তাহে মঙ্গল্যানি জিজীবিষুঃ ।
 বিদ্যারস্তকর্ণবেধো চূড়োপনয়নোদ্বহান্ ।
 তীর্থ স্নান মনাবৃত্তং তথানাদি সুরেক্ষণং ।
 পরীক্ষারামবৃক্ষাংশচ পুরশ্চরণ দীক্ষণে ।
 ব্রতরস্ত প্রতিষ্ঠেচ গৃহারস্ত প্রবেশনে ।
 প্রতিষ্ঠারস্তগে দেব কৃপাদেঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ।
 দ্বাত্রিংশাদিবস্যাশ্চাস্তে জীবস্য ভার্গবস্যাচ ।
 দ্বাসপ্ততি মর্হত্যস্তে পাদাস্তে দ্বাদশক্রমাৎ ।
 অস্তাৎ প্রাক্ পরয়োঃ পক্ষং গুরোর্ব্বার্কিক্য বালতে ।
 পাদাস্তে তু দশাহানি বুদ্ধে বালে দিনত্রয়ং ।” ইতি ॥

চৈত্রমাসে মন্ত্র গ্রহণে দুঃখ, বৈশাখে রত্ন সঞ্চয়, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে
 বন্ধুনাশ, শ্রাবণে সমৃদ্ধি, ভাদ্রে ক্ষয়, আশ্বিনে প্রজাব মঙ্গল, কার্তিকে জ্ঞান,
 মার্গশীর্ষে সৌখ্য, পৌষে জ্ঞানক্ষয়, মাঘে মেধাবুদ্ধি ও ফাল্গুনে বিবৃদ্ধি হয়।

প্রমাণ অগস্ত্য সংহিতায় যথা—

“যদা দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নবদনোমনুম্ ।
 • স্বয়মেব তথাচৈবমিতি কর্তব্যতা ক্রমঃ ।
 বিশুদ্ধ দেশকালেষু শুদ্ধাত্মা নিয়তো গুরুঃ ।
 মধুমাসে ভবেদুঃখং মাধবে রত্ন সঞ্চয়ঃ ।

মরণং ভবতি জৈর্যে চাষাঢ়ে বন্ধুনাশনং ।

সমৃদ্ধিঃ শ্রাবণে নুনং ভবেদ্রাদ্রপদেক্ষয়ঃ ।

প্রজ্ঞানামাশ্বিনে মাসি সর্বতঃ শুভমেবচ ।

জ্ঞানং স্যাৎ কার্তিকে সৌখ্যং মার্গশীর্ষে ভবত্যপি ।

পৌষে জ্ঞানক্ষয়ো মার্ঘে ভবেন্নোধাবিবর্দ্ধনং ।

ফাল্গুণেহপি বিবৃদ্ধিঃ স্যাৎ মলমাসং বিবর্জ্যয়েৎ ॥ ইতি ।

বৃহস্পতি, রবি, শনি, সোম, বুধ ও শুক্রবারে মন্ত্রগ্রহণ কর্তব্য ।

প্রমাণ অগস্ত্য সংহিতা যথা—

“গুরো রবৌ শনৌ সোমে কর্তব্যং বুধশুক্রয়োঃ ॥ ইতি ॥”

অশ্বিনী, ভরণী, স্বাতী, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে দীক্ষিত হইবে এবং রোহিণী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, ও পুষ্যা নক্ষত্রও প্রশস্ত ।

প্রমাণ অগস্ত্য সংহিতা যথা—

“অশ্বিনী ভরণী স্বাতী বিশাখা হস্তভেযুচ ।

জ্যেষ্ঠোত্তরাঙ্গয়োশ্চৈবং কুর্য্যান্নান্নাভিষেচনং ॥” ইতি ।

নারদ তন্ত্রে—

“রোহিণী শ্রবণাঙ্গাচ ধনিষ্ঠা চোত্তরাঙ্গয়ং ।

পুষ্যাং শতভিষশ্চৈব দীক্ষা নক্ষত্রমুচ্যতে ॥ ইতি ॥”

দ্বিতীয়া, পঞ্চমী ষষ্ঠী, সপ্তমী, দশমী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমাতে মন্ত্র গ্রহণ প্রশস্ত ।

প্রমাণ হরিভক্তি বিলাস ধৃত সার সংগ্রহে যথা—

“দ্বিতীয়া পঞ্চমীচৈব ষষ্ঠীচৈব বিশেষতঃ ।

দ্বাদশ্যামপি কর্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপিচ ।

কচিচ্চ—

পূর্ণিমা পঞ্চমীচৈব দ্বিতীয়া সপ্তমীতথা ।

ত্রয়োদশীচ দশমী প্রশস্তা সৰ্বকামদা ॥” ইতি ॥ •

বার-তিথি-নক্ষত্র-কাল-যোগশুদ্ধিদিবসে, চন্দ্র তারানুকূলে, গুরু শুক্রাদয়ে
শুদ্ধ লগ্নে দীক্ষা প্রশস্ত হয় ।

প্রমাণ যথা—

“পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি দিবসে তথা শুক্রগুরুদয়ে ।

সলগ্নে চন্দ্রতারানুকূলে দীক্ষা প্রশস্যতে ॥” ইতি ।

সূর্যগ্রহণ মন্ত্র গ্রহণে অতীত প্রশস্ত ।

প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত বচন যথা—

“সূর্য্য গ্রহণ কালেন সমানোনাস্তিকশ্চন ।

তত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম্ম তদনন্তফলং লভেৎ ।

ন মাস তিথি বারাদি শোধনং সূর্য্য পৰ্ব্বণি ॥ ইতি ॥”

গুরুর অনুমতিক্রমে দেশ কালাদি বিচাব না করিয়া সকল সময়ে সকল
স্থানেই মন্ত্রগ্রহণ করা যায় ।

প্রমাণ হরিভক্তিবিলাস ও স্মার্ত্তধৃত তত্ত্বসার বচন যথা—

“দুর্লভে সদগুরুগাঞ্চ সৰ্ব্বং সঙ্গ উপস্থিতে ।

তদনুজ্ঞায়দালক্সা স দীক্ষাবসরো মহান্ ।

গ্রামে বা যদিবারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি ।

আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্ যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া

যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ ।

ন তীর্থং ন ব্রতংহোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া ।

দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তেতু সদগুরৌ ॥” ইতি

গুরুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে।

প্রমাণ শ্রুতি যথা—

“যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্মৈতে কথিতার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥” ইতি ॥

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান বলিয়াছেন, আমিই গুরু অতএব সর্ব-
দেবময় সেই গুরুর্তে মর্ত্য বুদ্ধি করিবে না।

প্রমাণ একাদশ স্কন্ধে ভাগবতে যথা—

“আচার্য্যং মাং বিজানীয়াম্ভবমন্যেত কহিচিৎ।

নমস্ত্যবুদ্ধা। সূয়েত সর্বদেবময়োগুরুঃ ॥” ইতি ॥

কিঞ্চ—

“গুরুব্রহ্ম। গুরুবিষয় গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেবপরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা ॥” ইতি।

প্রত্যেকেরই প্রত্যহ উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা উচিত।

প্রমাণ পাণ্ডে যথা—

“মৎ প্রিয়ার্থং শুভার্থং বা রক্ষার্থে চতুরানন।

মৎ পূজাহোমকালেচ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।

মন্ত্রক্ৰো ধারয়েন্নিত্যং উর্দ্ধ পুণ্ড্রং ভয়াপহং ॥” ইতি ॥

উর্দ্ধ পুণ্ড্র না করিলে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায় ও পিতৃ তর্পণাদি
কর্ম ব্যর্থ হয়।

প্রমাণ পাণ্ডে নারদোক্তিতে যথা—

“যজ্ঞোদানং তাপোহোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং।

ব্যর্থং ভবতি তৎসর্বং উর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতং ॥” ইতি ॥

ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে দ্বাদশ তিলক করিবে ।

প্রমাণ পদ্মপুরাণে উক্তর খণ্ডে যথা—

“ললাটে কেশবং ধ্যায়ৈন্নারায়ণ মথোদরে ।
বক্ষঃস্থলে মাধবস্ত গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌচ মধুসূদনং ।
ত্রিবিক্রমং কঙ্করেতু বামনং বামপার্শ্বে ।
শ্রীধরং বামবাহৌতু হৃষীকেশস্ত কঙ্করে ।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যাসেৎ ।
তৎ প্রক্ষালন তোয়ন্ত বাসুদেবাদি মূৰ্দ্ধনি ॥” ইতি ॥

• হেতুবাদ নিষ্ঠ, পাপবুদ্ধি যে সকল ব্যক্তিরা মালা ধারণ না করে তাহারা অনন্ত কাল নরকে বাস করে ।

প্রমাণ গারুড়ে যথা—

“ধারয়ন্তিনয়ে মালাং হৈতুকাঃ পাপ বুদ্ধয়ঃ ।
নরকাম নিবর্তন্তে দক্ষাঃ কোপায়িনা হরেঃ ॥” ইতি ॥

তুলসী মালা অথবা ধাত্রী ফল কৃত মালা অবশ্যই ধারণ করিবে ।

প্রমাণ স্বান্দে যথা—

“ন জহ্যাত্তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ ।
মহাপাতক সংহত্রীং ধর্ম্মকামার্থ দায়িনীং ॥” ইতি ॥

• পঞ্চগব্য ক্ষালিত, মূলমন্ত্র মন্ত্রিত, অষ্টকৃত্ত গায়ত্রী দ্বারা মন্ত্রিত তুলসী মালা বিষ্ণুকে অর্পণ না করিয়া স্বয়ং ধারণ করিবে না ।

প্রমাণ স্বান্দে যথা—

“সম্মিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকার্ঠ সন্তুবাং ।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে সর্বৈ ভাগবতোত্তমঃ ।

হরয়ে নার্পয়েদ্যস্ত তুলসী কার্ঠসম্ভবাং ।
 মালাং ধন্তে স্বয়ং মৃতং সযাতিনরকং ধ্রুবং ।
 কালিতাং পঞ্চগব্যেন মূল মল্লেন মন্ত্রিতাং ।
 গায়ত্র্যা চার্ষ্টকৃত্বো বৈ মন্ত্রিতাং ধূপয়েচ্ছতাং ।
 বিধিবৎ পরয়াভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ ।
 তুলসীকার্ঠ সম্ভূতে মালে কৃষ্ণজন প্রিয়ে ।
 বিভর্ষিত্বামহং কণ্ঠে কুরুমাং কৃষ্ণবল্লভং ।
 যথাত্বং বল্লভাবিষেণ নৃত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়া ।
 তথা মাং কুরুদেবেশি নৃত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়ং ॥” ইতি ॥

অগ্ন্যাগারে, গোষ্ঠে, দেব ব্রাহ্মণ সন্নিকটে জপে ও ভোজন কালে পাছুকা ধারণ করিবে না ।

প্রমাণ আপস্তম্ব যথা—

“অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণ সন্নিধৌ ।
 জপেভোজন কালেচ পাছুকা পরিবর্জয়েদিতি ॥”

অথ দীক্ষা প্রয়োগ ।

“পূর্কদিনে কৃতোপবাসঃ কৃত হবিষ্যাদিকো বা যথাশক্তি সহস্রাদিকাং
 সাবিত্রীং জপ্ত্বা পরদিনে কৃতস্নানাদিঃ পূণ্যাহং স্বস্তিঃ ঋদ্ধিঞ্চ বাচয়িত্বা ওঁ
 তদ্বিষোঁ রিত্যেনৈ বিষ্ণুং সংস্মৃত্য তামপাত্রে কুশত্রয় তিল ফল পুষ্প জলান্যাদায়
 ওঁ তৎ সদদ্যামুকে মাসি অমুক রাশিহে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথাবমুক
 গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্মা পাপক্ষয় দিব্যজ্ঞান লাভকামঃ অমুক দেবতায় অমুক
 মন্ত্রগ্রহণমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য শুক্লং বৃণ্মাং । তত্র ক্রমঃ । উত্তরামুখো
 গুরোঃ লম্বীপে আসন মানীয় ওঁ সাধুভবানান্তাং ইতি বদেৎ । ওঁ সাধবহ মাসে

ইতি প্রতিনাকাং । তদাসনে কুতে গুরুরূপবিশেষঃ । ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তঃ ।
ওঁ অর্চয় ইতি প্রতিবচনং । ততঃ পাদ্যার্থ্যাচমনীয় গন্ধ পুষ্প বস্ত্রালঙ্কারাদিভি-
ওঁ রুমভার্চ্যা দক্ষিণং জামুং স্পৃষ্টা ওঁ অদ্যোত্যাদি মং সঙ্কলিত্যমুক দেবতায়
অমুক মন্ত্র গ্রহণ কর্ম্মণি অমুক গোত্রমমমুক প্রবরং অমুক দেব শর্মাণং গুরুত্বেন
ভবন্তমহুং বৃণে । ওঁ বৃতোহস্মীতি প্রতিবচনং । কৃত্যঞ্জলিঃ ওঁ যথা বিহিতং
বৃতকর্ম্মকুরু । ওঁ যথাজ্ঞানং করবানীতি প্রতিবচনং । ততো গুরুঃ সামান্যার্থ্যং
কৃত্বা তজ্জলেনাস্ত্রায় ফট্ ইতি দ্বাবমভ্যাক্ষ্য ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নম ইতিসংপূজ্য
বামাঙ্গং স্পৃশন্ দক্ষিণাঙ্গং সঙ্কোচয়ন্ দক্ষিণ পাদপুরঃসরং মণ্ডপে প্রবিশ্য ওঁ
বাস্ত পুকষায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ইতি নৈঋত্যাং সংপূজ্য নির্নিমেঘ দৃষ্ট্যাদেব-
মন্ত্ৰেণ দিব্যান্, অস্ত্রায় ফড়িতি জলেনাস্ত্রবীক্ষগান্, ফড়িতি বামপার্শ্বি যাতৈ-
জ্জিভির্ভৌমান্ বিঘ্নান্ নিঃসার্য ফড়িতি সপ্তমস্ত্রিতান্ বিকিরানাদায় ওঁ
অপস্পর্শস্তি ত্যাদিনা চতুর্দিক্ষু বিঘ্ন্যামুংসার্য ওঁ হং আধারশক্তিকমলাসনায়
নম ইত্যাসনং সংপূজ্য ওঁ আসন মন্ত্ৰস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিরিত্যাদিনাপ্রাঙমুখ
উদঙমুখোবাধক পদ্যাসনো মৌনী দক্ষিণভাগে পূজ্যদ্ব্যানি বামভাগে জলং
স্থাপয়িত্বা কৃত্যঞ্জলিপুটোভূত্বা বামদক্ষিণমস্তকেষু যথাক্রমং গুরুত্রয়গণপতি
দেবতা নস্তা ফড়িতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য দেয় মন্ত্ৰেণ বামে ক্ষিপ্ত্বা
উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দিশদিগন্ধনং কৃত্বা রমিতি জলধারয়া বহ্নি-
প্রাকারং বিচিস্ত্য ভূতগুন্ধিং কুর্গ্যাদ্ যথা । সোহহমিতি মন্ত্ৰেণসুস্থম্না বহ্নীনা দীপ-
কলিকাকার জীবাত্মানং হৃদয়াস্তোজাং, পৃথিব্যাষ্টেজোবাষ্মাকাশানি শব্দস্পর্শরূপ
রসগন্ধেষু তন্মাত্ররূপেষু লীনানি তন্মাত্রান্যপি ভৌতিকানি অহঙ্কারে বাক্পাণি
পাদপায়ূপস্থকর্মেন্দ্রিয়াণি ত্বচ্চক্ষুঃ শ্রোত্রজিহ্বা নাসিকা জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি উভয়াত্মক
মনশ্চাহঙ্কারে অহঙ্কারং মহত্তত্ত্বে মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃতৌ কুণ্ডলিনীকুপায়াং তলন্যা-
ধারস্বাধিষ্ঠান মণিপূরকানাহত বিম্বদ্বাজাখ্যানি ষট্ চক্রাণি ভিত্ত্বা কুণ্ডলিনী
সইশিরোবাস্তিত সহস্রদল কমলোদর বর্ত্তি চন্দ্রমণ্ডলাস্তর্গত পরমাঅনিসংযোজ্য
নাভিস্থেন যমিতি বায়ুবীজোথেন বায়ুনা সকলং সংশোষ্য হৃদয়স্থেন রমিতি
বহ্নিবীজোথেন বহ্নিনা পাপপুরুষঃ সংদহ্য দোষান্ দহেৎ । লমিতি পৃথ্বী-
বাজোথেন বায়ুনাভয়প্রোংসার্য বায়ুনা রমিতি বৈরুণবীজোথেন চন্দ্রমণ্ডল
বিগলদমৃতধারয়া সপাদনমস্তং দেবতারূপং দেহং সম্পাদ্য আত্মাদীনি স্ব স্ব স্থানে

সংস্থাপ্য জীবাশ্মানং হৃদয়াস্তোজে হংস ইতি মন্ত্ৰেণ নয়েৎ । ততো ঋষ্যাদি
ন্যাসঃ । ততঃ প্রাণায়ামঃ । ততো মাতৃকান্যাসঃ । ততো হৃদ্যন্যাসঃ ।
ততঃ পীঠন্যাসঃ । ততো মন্ত্ৰ সংস্কারাদীনি । ততঃ অর্ঘ্যস্থাপনং । ততো
যথাবিধি পূজাহোমাদিকং বিধায় মন্ত্ৰং দত্ত্বা যথাবিধি কৰ্ম্ম সমাপয়ে-
দিতি ॥” আৰ্ত্তঃ ।

পূৰ্ব্বদিনে উপবাস অথবা হবিষ্য করিয়া যথাশক্তি সাবিত্রীজপ করিবে পর
দিনে স্নানাদি কৰ্ম্মানন্তর সংকল্প করিয়া পদ্ধত্যনুসারে সংকল্পিত কৰ্ম্ম করিবে ।
প্রমাণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

অর্চনকালে ভগবানের প্রীত্যর্থ গটস্থাপন করিবে ।

প্রমাণ স্থান্দে যথা—

“কুম্ভং স করকং দিব্যং ফলকপূর সংযুতং ।

ন্যমেদর্চন কালেতু কৃষ্ণম্যাতিব বল্লভামিতি ॥”

ভূত শুদ্ধি ব্যতিবেকে জপ ছোমাদি ক্রিয়া নিষ্ফল হয় এই নিমিত্ত ইহা
অবশ্য কর্তব্য ।

প্রমাণ হরিভক্তিবিলাসে যথা—

“শরীরাকার ভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধিনং

অব্যয় ব্রহ্ম সম্পর্কাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ।

ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্তুর্জপ হোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্বা যথা বিধ্যপানুষ্ঠিতাঃ ॥” ইতি ॥

তথাচ সম্বোধন বস্ত্রে—

“নাভিস্থবায়ুনা দেহং সপাপং শোষয়েদ্বুধঃ ।

বহ্নিনাহৃদয়স্থেন দহেত্তচ্চ কলেবরং ।

সহস্রারে মহাপদ্মে ললাটস্থে স্থিতং বুধং ।

সম্পূর্ণ গণ্ডলং শুদ্ধং চিস্তয়েদমৃতাত্মকং ।

তস্মাদগলিত ধারাভিঃ প্লাবয়েন্তু স্মাদ্বুধঃ ।
আভিৰ্বর্ণময়ীভিশ্চ পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ ।
পূৰ্ববস্তাবয়েদিত্যাदि ॥”

দীক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ মন্ত্রদেবতার পূজা করিবে ।

প্রমাণ আগমে যথা—

“লক্ষ্মামন্ত্রস্ত যোনিত্যং নাচ্চৈশ্মন্ত্রদেবতাং ।
সৰ্বকৰ্ম্মাফলং তস্যানিষ্ঠং যচ্ছতি দেবতা ॥” ইতি ॥

ভগবদগীতা পাঠে সমস্ত পাতক নষ্ট হয়, সহস্র মন্বন্তর ব্রহ্মপুরে বাস হয় ।
ঐ গীতা সৰ্বশাস্ত্রময়ী পদ্মনাভের মুখ পদ্ম বিনিঃসৃত । উক্ত গীতা সকলেরই
অভ্যাস করা উচিত ।

প্রমাণ স্বান্দে অবস্তী খণ্ডে ব্যাসোক্তি যথা—

“গীতা স্তুগীতা কৰ্তব্য। কিমনৈঃশাস্ত্রবিস্তরৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ।
সৰ্বশাস্ত্রময়ীগীতা সৰ্বদেবময়ী যতঃ ।
সৰ্বধৰ্ম্মময়ী যস্মান্তস্মাদেতাং সমভ্যাসেৎ ।
শালগ্রাম শিলাগ্রেতু গাতাধ্যায়ং পঠেত্তুযঃ ।
মন্বন্তর সহস্রাণি বসতে ব্রহ্মণঃ পুরে ।
হত্বাহত্বা জগৎসৰ্বং মুষিত্বা সচরাচরং ।
পাটপর্ণলিপ্যতে চৈব গাতাধ্যায়ী কথঞ্চন ।
'তেনেষ্ঠং ক্রতুভিঃ সৰ্বৈর্দত্তং তেন গবাযুতং ॥”
ইতি ॥

বেদাদি শাস্ত্রের পারদর্শী হইয়াও পুরাণ পাঠাভাবে সম্যক্ তত্ত্ব দর্শন
হয় না ।

প্রমাণ পাঠ্যে শিবোমা সছাদে যথা—

“অন্তঃগতোহপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থ বেদ্যপি ।
পুংসোহন্তত পুরাণস্য ন সম্যক্ গতি দর্শনং ।
বেদার্থাদধিকংমন্যে পুরাণার্থঞ্চভামিনি ।
পুরাণ মন্যথাকৃত্বা তীর্থ্যক্ যোনিমবাণুয়াৎ ॥” ইতি ।

কর্মশেষে সমস্ত কর্মই ত্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে ।

প্রমাণ বৃহন্নারদীয়ে যথা—

“বিরাগীচেৎ কর্মফলে নকিঞ্চিদপি কারয়েৎ ।
অর্পয়েৎ স্বকৃতং কর্ম প্রীয়তামিতিমেহরিঃ ।
পরলোক ফলপ্রাপ্তঃ কুর্যাৎ কর্মাগ্যতদ্ভিতঃ ।
হরেন্নিবেদয়েত্তানিতংসর্বংত্বক্ষয়ং ভবেৎ ॥” ইতি ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলেও মানবের ঈশ্বরাদীনত্বের অপগম হয় না, যেক্রপ জলময় তরঙ্গ সমুদ্র ভিন্ন না হইলেও তরঙ্গের পরিচ্ছিন্নতা থাকায় সমুদ্র হইতে ভিন্ন, তক্রপ জীবও ঈশ্বর হইতে পৃথক ।

প্রমাণ শঙ্করাচার্য্য যথা—

“সত্যপিভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনন্ত্বং ।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন সামুদ্রো ন তরঙ্গঃ ॥” ইতি ॥

ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ, আত্মবিদ্যা, ধর্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি এবং অন্যান্য বার্তা এই সমস্তই ত্রৈলোক্য বিষয় । নিত্বৈলোক্য হইবার নিমিত্ত সমস্তই ত্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা উচিত, নতুবা সমস্তই নিফল হয় ।

প্রমাণ ভাগবতে যথা—

“ধর্মার্থ কাম ইতি যোহভিহিত ত্রিবর্গ
ঈশ্বাক্রয়ী নয়দর্মো বিবিধাচ বার্তা ।

মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং

স্বাত্মার্পণং স্বত্বহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥” ইতি ॥

“মর্ত্যো যদাত্যক্ত সমস্ত কৰ্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীৰ্ষিতোমৈ ।

তদায়তত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায়চ কল্পতেবৈ ॥”

ইতিচ ॥

নিষ্টৈশ্চুণ্য হইবার উপদেশ গীতাতে যথা—

“ত্রেণুণ্য বিষয়া বেদা নিষ্টৈশ্চুণ্যো ভবাজ্জুন ॥” ইতি ॥

ভপাদিও ঈশ্বরে অর্পণ করিবে ।

প্রমাণ আগমে যথা—

• “গুহ্যতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং ।

সিদ্ধিৰ্ভবতু মেদেব, ত্বং প্রসাদাৎত্বয়িস্থিতে ॥” ইতি ॥

সিদ্ধির নিমিত্ত সকল ব্যক্তিরই মন্ত্রপুরশ্চরণ করা উচিত কারণ পুরশ্চরণ সম্পন্ন মন্ত্রই ফলদায়ক ।

প্রমাণ আগমে যথা—

“পুরশ্চরণ সম্পন্নো মন্ত্রোহি ফলদায়কঃ ।

অতঃপুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্রবিৎসিদ্ধিকাজ্জয়া ॥”

ইতি ॥

পুরশ্চরণ না করিলে জপহোমাদি নিষ্ফল হয় ।

প্রমাণ আগমে যথা—

• “কিংহোমৈঃ কিং জপৈশ্চৈব কিংমন্ত্রায়াস বিস্তরৈঃ ।

রহস্যানাং হি মন্ত্রাণাং যদি নস্যাৎপুরস্ক্রিয়া ॥” ইতি ॥

বলহীন দেহ যেক্রপ সর্ব কৰ্ম্মে অক্ষম পুরশ্চরণ হীন মন্ত্রও তক্রপ ।

প্রমাণ আগমে যথা—

“পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং বীৰ্য্য মুচ্যতে ।

বীৰ্য্যহীনো যথা দেহী সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ন ক্ষমঃ ।

‘পুরশ্চরণ হীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥” ইতি ॥

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যমার মধ্য পর্বস্ব মালায় পরিবর্তন করিবে, তর্জনী দ্বারা মালা স্পর্শ করিবে না ।

প্রমাণ গৌতমীয়ে যথা—

“তর্জন্যা ন স্পৃশেৎ সূত্রং কম্পায়েম বিধুনয়েৎ ।

অঙ্গুষ্ঠ মধ্যপর্বস্বং পরিবর্তং সমাচরেৎ ।

ন স্পৃশেৎ বামহস্তেন করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ ।

ভুক্তোমুক্তোতথা কুষ্ঠো মধ্যমায়াং জপেৎ সুধীঃ ॥

ইতি ।”

নারায়ণের মূর্তি নিদাম হইয়া প্রতিষ্ঠা করিলে যুক্তি হয় এবং সকামে করিলে বিফলোক প্রাপ্তি হয় ।

প্রমাণ নারসিংহে যথা—

“প্রতিষ্ঠাং নরসিংহস্য যঃ কৰোতি যথাবিধি ।

নিষ্কামো নরশাৰ্দূল দেহ বন্ধাং প্রমুচ্যতে ।

সকামো নরসিংহস্য পুরং প্রাপ্য চ মোদতে ॥” ইতি ॥

হরি এবং তৎশক্তির বিধি পূর্বক যোগ করার নাম প্রতিষ্ঠা ।

প্রমাণ শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রো যথা—

“পরমাত্মা হরির্দেব স্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা ।

শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ।

ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা ।
 অক্ষী মূর্তিঃ স্মৃতঃ কৃষ্ণঃ পিণ্ডিকা কমলালয়া ।
 তয়োৰ্যো বিধিনাযোগঃ সাপ্রতিষ্ঠা প্রকীর্তিতা ॥ ইতি ॥”

ইহার কালাদি জ্যোতিষ তত্ত্বে লিখিত হইবে ।

যে দেবের প্রতিষ্ঠা যে কালে শুভ তাঁহার গৃহারম্ভাদিতেও সেই কাল শুভ ।
 প্রমাণ দেবীপুরাণ যথা—

“যস্য দেবস্য যঃ কালঃ প্রতিষ্ঠাধ্বজরোপণে ।
 গৰ্ভাপূর শিলান্যাসে শুভদস্তস্য পূজিতঃ ॥” ইতি ॥

অথ দায়ভাগ তত্ত্ব ।

পিত্রাদির স্বত্বনাশের পর সম্বন্ধ হেতু পুত্রাদির যে ধনে স্বত্ব হয় তাহার নাম দায় এবং সেই ধন বিভাগের নাম দায়ভাগ ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“বিভাগো হর্থস্য পিত্র্যশ্চ পুত্রৈর্ধনং প্রকল্প্যতে ।
 দায়ভাগ ইতিপ্রোক্তং তদ্বিবাদ পদংবুধৈঃ ॥

এবং স্মৃতি যথা—

“পিত্রাদীনাং স্বত্বনাশে যদ্বনংস্থাৎ সূতাদিকং ।
 পুত্রভ্রাদিক সম্বন্ধাৎ তদায়ঃ পরিকীর্তিতঃ ।” ইতি ॥
 “তদ্বিভাগো দায়ভাগঃ স্বত্বস্য ব্যঞ্জকোহিসঃ ॥” ইতি ॥

অথ পিতৃকৃত বিভাগ

পিতা স্বকীয় ধন পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া, দিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন । স্রোপার্জিতবিস্তার কিয়দংশ পুত্রবর্গকে অংশ করিয়া দিয়া

অধিকাংশ আপনি গ্রহণ করত গৃহস্থাত্মনে থাকিলে তদ্বননাশে পুত্রদিগের নিকট হইতে পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রমাণ হারীত যথা—

“জীবন্মৈববা প্রবিভজ্য বনমাত্রেয়ৈর্দ্ধাত্রেয়ংবা
গচ্ছেৎ স্বল্পেনবা সংবিভজ্য ভূয়িষ্ঠমাদায়বসেৎ
যদ্যুপদশেৎ পুনস্তেভ্যো গৃহীয়াদিতি ॥”

পিতার স্বেপার্জিত ধনে যথেষ্ট পূর্বক বিভাগ করিয়া পুত্রদিগকে দান করিবার অধিকার আছে কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তিতে পুত্রবর্গের পিতার সহিত তুল্য স্বামিত্ব থাকায় ঐরূপ করিতে পারেন না।

প্রমাণ বিষ্ণু যথা—

“পিতাচেৎ পুত্রান্ বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছাস্বয়মুপাতেহর্থৈ
পৈতামহেতু পিতাপুত্রয়োস্তল্যস্বামিত্বমিতি ॥”

এবং কাত্যায়ন যথা—

“জীবদ্বিভাগেতুপিতা নৈকংপুত্রং বিশেষয়েৎ ।
নির্ভাজয়েন্নচৈবৈকমকস্মাৎ কারণং বিনা ॥” ইতি ॥

অন্য কর্তৃক গৃহীত অতএব অপ্রাপ্ত পৈত্রিক স্থাবর সম্পত্তি পিতা যদি উদ্ধার করেন তাহা হইলে সেই ধনে পিতার স্বেপার্জিতের ন্যায় যথেষ্টাচারিত্ব আছে।

প্রমাণ মনু ও বিষ্ণু যথা—

“পৈত্রিকস্ত পিতাবিত্তমনবাণ্ডং যদাপ্নুয়াৎ ।
নতৎ পুত্রৈর্ভজেৎ সাক্ষিমকামঃ স্বয়মর্জিতমিতি ॥”

মণি মুক্তা প্রাণালাদি অস্থাবর সম্পত্তিতে পিতার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“মণিমুক্তা প্রবালানাং সৰ্ব্বসৈব পিতাপ্রভুঃ ।

স্বাবরম্যতুসৰ্ব্বস্য নপিতা নপিতামহঃ ॥” ইতি ॥

অধিকারচ্যুত পৈত্রিক স্বাবর সম্পত্তি যদি এক ভ্রাতা নিজ পরিশ্রমাদিতে উদ্ধার করেন তাহা হইলে তিনি ঐ সম্পত্তির চতুর্থাংশ নিজের রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি ভ্রাতৃগণের সহিত সমানাংশে গ্রহণ করিবেন ।

প্রমাণ শব্দ যথা—

“পূর্বনফাঞ্চ যোভূমিমেক এবোদ্ধরেচ্চুমাং ।

যথাভাগং ভজন্ত্যন্যে দত্ত্বাংশস্তুরীয়কং ॥” ইতি ॥

বিভাগান্তর জাত পুত্র পিতৃধনের অধিকারী, ইতিপূর্বে পিতা ভ্রাতৃগণকে যে ধন দিয়াছেন তাহাতে অনধিকারী ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“পিত্রাসহ বিভক্তাযে সাপত্ন্যা বা সহোদরাঃ ।

জঘন্যাজ্ঞাশ্চযেতেমাং পিতৃভাগ হরাস্ততে ॥

অনীশঃ পূর্বজঃ পৈত্র্যোভ্রাতৃভাগে বিভক্তজঃ ॥” ইতি ॥

পূর্বে যে পিতামহাগত স্বাবর সম্পত্তিতে পিতার অযথাচারিত্ব লিখিত হইয়াছে তাহা পাতিত্যাদিদোষযুক্ত পিতৃগণ জানিতে হইবে ।

প্রমাণ দেবল যথা—

“অস্বাম্যং হিভবেদেষাং নির্দোষে পিতরিস্থিতে ॥”

ইতি ॥

জীলোক জীধন না পাইলে, বিভাগান্তর জাতপুত্র পিতৃভাগ হইতে ভ্রাতৃগণের সমাংশ প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার মাতার জীধন থাকিলে ভ্রাতার অর্দ্ধাংশ পাইবেন ।

প্রমাণ বাজবল্য যথা—

“যদি কুর্যাৎ সমানাংশান্ পত্ন্যঃ কার্য্যাঃসমাংশিকাঃ ।
নদত্তং স্ত্রীধনং যাসাং ভত্রাবা স্বশুরেণবা ॥” ইতি ॥
“দত্তে ত্বর্কং প্রকীৰ্ত্তিতমিতিচ ॥”

অপুত্র বিমাতা যেরূপ ভ্রাতৃ বিভাগে সমাংশাধিকারিণী পিতামহ ধনে
পিতামহীরও তদ্রূপ ।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“অনুতাস্ত পিতুঃপত্ন্যঃ সমানাংশাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
পিতামহাশ্চ সৰ্ব্বাস্তা মাতৃতুল্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥” ইতি ॥

পিতার জীবিতাবস্থায় পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতৃগণ পিতামহ ধন অংশ
করিতে পারেন বটে কিন্তু পিতার পুত্রাস্তরোৎপত্তি সম্ভাবনা সত্ত্বে ঐ ধন
বিভক্ত হইতে পারে না ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“পিত্রোরভাবে ভ্রাতৃণাং বিভাগঃ সম্প্রদর্শিতঃ ।
মাতুর্নিবৃত্তে রজসি জীবতোরপিশস্যতে ॥” ইতি ॥

অথ জনকভাবে ভ্রাতৃকৃত বিভাগ ।

পিতা ও মাতার জীবিতাবস্থায় ভ্রাতৃগণের পৃথগবস্থান অবিধেয় ।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“ভ্রাতৃণাং জীবতোঃপিত্রোঃ সহবাসো বিধীয়তে ।
তদভাবে বিভক্তানাং ধর্ম্মস্তেষাং বিবর্দ্ধতে ॥” ইতি ॥

পিতা পতিত হইলে, তা ধনে বিগতস্পৃহ হইয়া সম্যাসাদি করিলে বিভাগ
করিতে পারে ।

প্রমাণ স্মৃতি যথা—

“বিনষ্টে বাপ্যশরণে পিতর্যুপরতেস্পৃহ ইতি ॥”

পিতার মৃত্যুর পর তৎপ্রতিশ্রুতদানাদি করিবে, যদি ঋণ থাকে তাহা পরিশোধ করিবে অবশিষ্টাংশ ভ্রাতৃগণ বিভাগ করিয়া লইবে ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“যচ্ছিক্তং পিতৃদায়েভ্যো দত্ত্বর্ণং পৈত্রিকং ততঃ ।

ভ্রাতৃভিস্তদ্বিতত্তব্যম্গী ন স্যাৎস্থাপিতা ॥” ইতি ।

পিতার মৃত্যুর পর বিভাগে মাতা পুত্র সমানাংশ পাইবেন কিন্তু স্ত্রীধন থাকিলে অর্দ্ধেক পাইবেন ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“মাতাপি পিতরিপ্রেতে পুত্রতুল্যাংশহারিণী ॥” ইতি ॥

“সমাংশতাচ মাতুরপ্রাপ্ত স্ত্রীধনায়াঃ প্রাপ্তস্ত্রীধনায়াস্ত

ভাগাৰ্দ্ধং প্রাপ্তত্তদর্শনাদিতি স্মার্তঃ ॥”

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমস্ত পৈত্রিক ধন গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে পালন করিলে বিভাগের আবশ্যকতা থাকে না ।

প্রমাণ মনু যথা—

“জ্যেষ্ঠ এবতু গৃহীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ ।

শেষাস্তমুপজীবেয়ুর্ষথৈব পিতরং তথা ॥” ইতি ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অশক্ত হইলে অন্য ভ্রাতৃগণের একজন ঐরূপ করিলে ক্ষতি নাই ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“বিভূয়াদ্বৈচ্ছতঃ সৰ্ব্বান্জ্যেষ্ঠোভ্রাতা যথাপিতা ।

ভ্রাতৃশত্রুঃ কনিষ্ঠোবা শত্রু্যপেক্ষা কুলেস্থিতিঃ ॥”

ইতি ॥

বিভাগ সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের এবং বিদেশস্থ ব্যক্তির অংশ মিত্রাদির নিকট রাখিয়া দিবে ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“অপ্রাপ্তব্যবহারাণাং ধনংব্যয় বিবর্জিতং ।

ন্যাসেয়ুর্বন্ধুমিত্রেষু প্রোষিতানাং তথৈবচ ॥” ইতি ॥

স্বকর্ম্ম দ্বারা সংসার নির্বাহ ক্ষম যে ব্যক্তি পৈত্রিক ধনে নিম্পৃহ তৎপুত্রাদির ছরস্ততা নিরাসের নিমিত্ত ভ্রাতৃবর্গ তৎপুত্র প্রস্থাদি * দিয়া বিভাগ করিবে ।

প্রমাণ মহু যথা—

“ভ্রাতৃণাং যন্তুনেহেত ধনংশত্রুঃ স্বকর্ম্মণা ।

সনির্ভাজ্য স্বকাদংশাং কিঞ্চিদ্রহোপজীবনমিতি ॥”

“যন্তুস্বযোগ্যতয়া পিত্রাদিধনে নিম্পৃহঃ সতৎপুত্র

প্রস্থাদিদ্রহা তৎপুত্রাদেহুঁরস্ততা নিরাসায় বিভজ-

ইতি ॥” স্মার্ত্তঃ ॥

অসংস্কৃত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পৈত্রিক ধন দ্বারা সংস্কার করিয়া অবশিষ্ট ধন অংশ করিয়া লইবে, পৈত্রিক ধন না থাকিলে ব ব অংশ হইতে ঐ কার্য্য করিবে ।

প্রমাণ নারদ যথা-

“যেযাস্তনকৃতাঃ পিত্রাসংস্কারবিধয়ঃক্রমাৎ ।

কর্তব্যভ্রাতৃভিস্তেষাং পৈত্রিকাদেবতদ্ধনাৎ ।

অবিদ্যমাণে পিত্ত্বার্থে স্বাংশাদুহৃত্যাপুনঃ ।

অবশ্যকার্য্যাঃ সংস্কারাঃ ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ ॥” ইতি ॥

কন্যার-বিবাহোচিত দ্রব্য পৈত্রিক ধন হইতে দিবে, অপুত্রক ব্যক্তির স্বধর্ম্মজা কন্যা পুত্রের ন্যায় পিতৃধনাধিকারিণী ।

প্রমাণ দেবল যথা—

“কন্যাভ্যশ্চ পিতৃদ্রব্যং দেয়ং বৈবাহিকংবহু ।

অপুত্রকস্য কন্যা স্বধর্ম্মজা পুত্রবদ্ধরেং ॥” ইতি ॥

অথ বিভাগানধিকারী ।

দোষবর্জিত পুত্রাদিহি বিভাগের অধিকারী পাতিত্যাদি দোষ যুক্ত হইলে অংশ পাইবে না ।

প্রমাণ আপস্তম্ব যথা—

“সর্ব্বৈহিধর্ম্মযুক্তা ভাগিনো দ্রব্যমহন্তি বস্তুধর্ম্মেণ দ্রব্যানি
প্রতিপাদয়তি জ্যেষ্ঠোহপি তমভাপং কুর্ব্বীতেতি ॥”

এবং বৃহস্পতি যথা—

“সবর্ণাজোহপ্যগুণ বান্ ণ নার্ব্বঃস্তাং পৈত্রিকেধনে ।

তৎপিণ্ডাঃ শ্রোত্রিয়াযে তেষাংতদভিধীয়তে ॥”

ইতি ॥

ক্লীব, পতিত, জন্মান্ন, বধির, উন্মত্ত, ধর্ম্মে নিকটসাহ, মুক, ইন্দ্রিয় হীন পৈত্রিক ধনের অধিকারী নহে ।

প্রমাণ মনু যথা—

“অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যস্ক বধিরৌতথা ।

উন্মত্ত জড়মূকাশ্চ যেচকেচিমিরিন্দ্রিয়াঃ ॥”

কুষ্ঠী, পতিত অবস্থায় জাতপুত্রাদি ও কপট ব্রতধারী পৈত্রিক ধনের অংশ পাইবে না ।

প্রমাণ দেবল যথা—

“মূতে পিতরি নক্লীব কুষ্ঠুন্মত্ত জড়াস্ককাঃ ।

পতিতঃ পতিতাপত্য লিঙ্গীদায়াংশ ভাগিনঃ ॥” ইতি ॥

পতিত ভিন্ন পূর্বোক্ত কুষ্ঠী ক্লীবাদি গ্রাশাচ্ছাদন পাইবে, এবং পতিত ব্যক্তির পূর্বজাত পুত্র দোষ রহিত হইলে অংশ পাইবে ।

প্রমাণ দেবল যথা—

“তেযাংপতিত বর্জ্যেভ্যোভক্তবস্ত্রং প্রদীয়তে ।

তৎসূতাঃ পিতৃদায়াংশং লভেরন্ দোষবর্জিতাঃ ॥” ইতি ॥

পিতৃ বিদেহী, ষণ্ড ও উপপাতকযুক্ত ব্যক্তির ও অংশ পাইবে না ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“পিতৃষিট্ পতিতঃষণ্ডো যশ্চস্যাদৌপপাতিকঃ * ।

ঔরসা অপিনৈতেংশং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঃকূতঃ ॥” ইতি

অথ বিভাজ্যবিভাজ্য নির্ণয় ।

পিতৃ দ্রব্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে অশক্তিতে যে ধন উপার্জিত হয় সে ধনের বিভাগ নাই ।

* কল্পতরু কৃত্যদৌপপাতিক ইত্যত্র অপপাত্রিত ইতি পঠিত্বা রাজবধাদি-
দোষেণ বান্ধবৈৰ্যস্য ঘটাপবর্জনং কৃতমিতি বিবৃতং প্রকাশকারেণতুপপাতকীতি
পঠিত্বা উপপাতকৈযুক্ত ইতিব্যাখ্যাতং ॥ স্মার্তঃ ॥

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“অনাশ্রিত্য পিতৃদ্রব্যং স্বশক্ত্যাপ্নোতি যদ্বনং ।

দায়াদেভ্যোন তদদ্যাদ্বিদ্যালকৃৎ যদুবেৎ ॥” ইতি ॥

বিদ্যালকৃৎ ধনের অংশ নাই । প্রমাণ পূর্বেই উক্ত হইল ।

কাত্যায়নোক্ত কয়েকটি বিদ্যালকৃৎ ধনের উল্লেখ করা যাইতেছে ।

তুমি আমার শুভজনক কথা বলিতে পারিলে তোমাকে কিছু দিব এই পণাভুসারে লকৃৎ বিদ্যাধন ইহার বিভাগ নাই ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“উপন্যস্তেভু যল্লকৃৎ বিদ্যাপণ পূর্বকং ।

বিদ্যাধনস্ত তদ্বিদ্যাং বিভাগে ন নিযোজয়েৎ ॥”

ইতি ॥

পণ না করিয়া শিষ্যলকৃৎ, যজমানলকৃৎ, যাগলকৃৎ ধন এবং পণিত সংশয়-
চ্ছেদলকৃৎ, বাদি বিবাদ নিয়মনলকৃৎ, শাস্ত্রে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলকৃৎ, জয়লকৃৎ, শিল্পলকৃৎ
ইত্যাদি প্রকারে লকৃৎ ধনই বিদ্যালকৃৎ ইহার বিভাগ নাই ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“শিষ্যাদাত্ত্বিজ্যতঃ প্রশ্নাৎ সন্ধিগ্ধপ্রশ্ননির্ণয়াৎ ।

স্বজ্ঞান সংসনাদ্বাদাৎ লকৃৎ প্রাধ্যয়নাত্তু যৎ ।

বিদ্যাধনস্ত তৎপ্রাহুর্বিভাগে ন নিযোজয়েৎ ।

শিল্পেষপি হিধর্ম্মোহয়ং মূল্যাদ্যচ্চাধিকং ভবেৎ ।

পরংনিরস্ত যল্লকৃৎ বিদ্যাদ্যুত পূর্বকং ।

বিদ্যাধনস্ত তৎবিদ্যাং ন বিভাজ্যং বৃহস্পতিঃ ॥”

ইতি ॥

বিদ্যা শিক্ষার জন্য অনাত্মাবস্থিত ভ্রাতার কুটুম্বের যিনি পোষণাদি
করিবেন তিনি মূর্থ হইলেও ঐ ভ্রাতার বিদ্যালকৃৎ ধনের বিভাগ পাইবেন ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“কুটুম্বং বিভূয়াদ্ভ্রাতৃহো বিদ্যামধিগচ্ছতঃ ।
ভাগংবিদ্যা ধনান্তস্মাৎ সলভেতাশ্ৰুতোহপিসন্” ॥
ইতি ॥

পিতৃ মাতৃ কুল ব্যতিরিক্তান্য ভক্তোপযোগে উপার্জিত বিদ্যা দ্বারা যে
ধন লব্ধ হয় তাহাও বিদ্যালব্ধ ।

প্রমাণ কল্পতরু, মিতাক্ষরা ও দীপকলিকায় কাত্যায়ন যথা—

“পরভক্তোপযোগেন বিদ্যা প্রাপ্তান্যতস্তয়া ।
তয়ালব্ধং ধনংযত্নু বিদ্যালব্ধং তদুচ্যতে ॥” ইতি ॥

বৈদ্য অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তি মূর্থ ব্যক্তিকে ঐ ধন দিবে না, সমবিদ্য অথবা
অধিক বিদ্যকে দিবে ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্ৰচিৎ ।
সমবিদ্যাধিকানাস্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনং ॥” ইতি ॥

স্বকূলে পিতামহাদির নিকট হইতে লব্ধ বিদ্যা ও শৌর্য্যাদির দ্বারা প্রাপ্ত
ধনের বিভাগ হইবে ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“কূলে বিনীত বিদ্যানাং ভ্রাতৃণাং পিতৃতোহপিবা !
শৌর্য্যপ্রাপ্তস্ত যদ্বিত্তং তদ্বিভাজ্যং বৃহস্পতিঃ ॥”
ইতি ॥

গোচরণ স্থান, পথ, অঙ্গযোজিত বস্ত্র এবং নিজ নিজ প্রয়োজন্য পুস্তকা-
দির বিভাগ নাই ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“গোপ্রচারশ্চ রথ্যাচ বস্ত্রং যচ্চান্নযোজিতং ।

প্রযোজাংনবিভজ্যেত শিল্পার্থকুব্হস্পতিঃ ॥” ইতি ॥

পিতৃ দ্রব্যের অনাশ্রয়ে অর্জিত ধনে পিতা দুইভাগ পাইবেন এবং অর্জক দুই ভাগ পাইবেন ; ইহাতে অপরের অংশ নাই । পিতৃ দ্রব্যের আশ্রয়ার্জিত ধনের অর্দ্ধ পিতার একাংশ অন্য ভ্রাতার একাংশ অর্জকের ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“দ্ব্যংশহরো হর্দ্ধহরোবা পুত্রবিভার্জনাং পিতা”

“পুত্রার্জিত বিভাংপিতুর্দ্ব্যংশিত্বং পিতৃধনানুপঘাত
বিষয়ং ভ্রাতৃধনোপঘাত বিষয়ক অর্জকস্তদুদ্ব্যংশিত্বং
ভ্রাতৃধনোপঘাতেতু তেষামপ্যেকৈকাংশিত্বং
পিতুরর্দ্ধহরত্বস্ত পিতৃদ্রব্যোপঘাতাং গুণবদ্ধাশ্বেতি ॥”
স্মৃতিঃ ॥

পিতা ও মাতাকে যে ধন দান করা যায় তাহার বিভাগ নাই ।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“পিতৃভ্যাকৈব যদত্তং তৎতস্মৈব ধনংভবেৎ ॥” ইতি ॥

পুত্রকন্যাদিগকে যে অলঙ্কারাদি দান করা যায় তাহার বিভাগ নাই ।

প্রমাণ শূলপাণি যথা—

“পুত্রহুহিত্রৌর্দলঙ্কারাদি দত্তং তৎতস্মৈবেতি ॥”

এবং নারদ যথা—

“শৌর্য্য ভার্ঘ্যাধনে * চোভে যচ্চবিদ্যাধনং ভবেৎ ।

* আপ্তক সহভার্য্যেরূতি ভরদ্বাজ বচনাৎ ভার্ঘ্যা প্রাপ্তিকালে লব্ধধনং,
ভার্ঘ্যাধনং ঔদাহিকমিত্যর্থঃ ॥

ত্রীণ্যেতান্যবিভাজ্যানি প্রসাদো যশ্চ পৈত্রিকঃ
ইতি ॥

পিতার জীবদ্দশায় কৃত গৃহোদ্যানাদির বিভাগ নাই যে যাহা করিবে তাহা
তাহারই, উদকপাত্রাদি ব্যবহারিক দ্রব্যোও ঐরূপ।

প্রমাণ শব্দ ও লিখিত যথা—

“নবাস্ত্রবিভাগো নোদকপাত্রালঙ্কারোপযুক্ত
স্ত্রীবাসসামপাংপ্রচার রথ্যানাং বিভাগশ্চেতি
প্রজাপতিরিতি ॥”

সাধারণার্জিত বিষয়ে নিজ নিজ ধনানুসারে বিভাগ হইবে।

প্রমাণ স্মার্ত যথা—

“সাধারণ ধনোপঘাতে যস্যাবতোহংশস্যাল্লস্য
মহতোবা উপঘাতঃ তস্যতদনুসারেণ ভাগকল্পনা
কার্যোতি দায়ভাগঃ ॥”

সাধারণের স্বাবর সম্পত্তি অবিভক্তাবস্থায় দানাদি ক্ষমতাসত্ত্বেও সাধারণের
অনুমতি ব্যতিরেকে দান বন্ধক ও বিক্রয় করিলে অধর্ম হয়।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“স্বাবরস্য সমস্তস্য গোত্র সাধারণস্য চ ।
নৈকঃকুর্য্যাৎ ক্রয়ং দানং পরস্পর মতংবিনা ।
বিভক্তা অবিভক্তা বা সপিণ্ডাঃ স্বাবরে সমাঃ ।
একোহ্যনীশঃ সর্বত্র দানাধমন বিক্রয়ে ॥” ইতি ॥

“অত্র ব্যাসবচনং স্বামিষেন হৃতপুরুষ গোচর বিক্রয়াদিনা কুটুম্ববিরোধ-
দধর্ম ভাগিতাজ্ঞাপনার্থং নিষেধরূপং নতুবিক্রয়াদ্য নিষ্পত্ত্যর্থমিতি দায়ভাগঃ ॥”
স্বাবরের বিক্রয় নাই, জল এবং স্রবর্ণাদি দিয়া জ্ঞাতি ও গ্রাম সামন্তাদির

অনুমতি ক্রমে দানরূপে বিক্রয় করিতে পারে এই ব্যবহার অবিভক্ত স্বাবর বিষয়ে ।

প্রমাণ দেবল যথা—

“স্বাবরে বিক্রয়ো নাস্তি কুর্যাদাধিমনুজ্ঞয়া ॥” ইতি ॥

এবং মিতাক্ষরা যথা—

“স্বজ্ঞাতি গ্রামসামন্ত দায়াদানুমতেন চ ।

হিরণ্যোদকদানেন ষড়্ভির্গচ্ছতিমেদিনী ॥” ইতি ॥

“বিক্রয়েহপিকর্তব্যে সহিরণ্যমুদকং দত্ত্বা দানরূপেণ
স্বাবর বিক্রয় ইতি বিজ্ঞানেশ্বরেণ ব্যাখ্যাতং বস্তুতস্ত
• স্বাবরবিক্রয়নিষেধোহবিভক্তস্বাবরবিষয়ঃ । তত্রাপি
যদি বিক্রয়ং বিনাবস্থিতির্নভবতি তদা বিক্রয়ে কর্তব্যে
দায়াদানাং ছুরন্ততা নিবৃত্ত্যর্থং ক্রেতুরিচ্ছয়া দান-
মপ্যুক্তং ॥” ইতি স্মার্তঃ ॥

আপংকালে, কুটুম্ব পোষণের নিমিত্ত অথবা ধর্ম্মার্থে দায়াদবর্গের অনুমতি ব্যতিরেকেও বিক্রয়াদি সিদ্ধ হয় ।

প্রমাণ মিতাক্ষরা যথা—

“স্বাবরং দ্বিপদকৈব যদ্যপি স্বয়মর্জ্জিতং ।

অসম্ভূয় স্ততান্ সর্বান্ নদানং নচবিক্রয়ঃ ।

একোহপি স্বাবরে কুর্য্যাৎ দানাধমনা বিক্রয়ং ।

• আপংকালে কুটুম্বার্থে ধর্ম্মার্থেচ বিশেষতঃ ॥” ইতি ॥

আপংকালে দাস যদি বন্ধক দিয়া ঋণাদি করে তাহাও সিদ্ধ হইবে ।

প্রমাণ মত্ব যথা—

“কুটুম্বার্থেহধ্যধীনোহপি ব্যবহারং সমাচরেৎ ।

স্বদেশেবা বিদেশেবা তংজ্যায়ান্ন বিচালয়েৎ ।”

“তদ্দেশস্থে দেশান্তরস্থেবা স্বামিনি কুটুম্বব্যবহার
নিমিত্তং দাসোহপি যদৃণাদিকং কুর্যাৎ তৎস্বাম্যনু-
মন্যেতেতি” কুল্লুক ভট্টঃ ॥

এবং বৃহস্পতি যথা—

“পিতৃভ্য ভ্রাতৃপুত্র স্ত্রী দাসশিষ্যানু জীবিভিঃ ।

যদগ্ৰহীতং কুটুম্বার্থে তদগ্ৰহী দাতুমর্হতি ॥” ইতি ॥

অথ রত্ন বিভাগ সন্দেহ নির্ণয় ।

বিভক্ত কিম্বা অভিক্ত এই সন্দেহ বিশিষ্ট বিষয়ের বিভাগকালে গোত্রজ
দিগকে সাক্ষী করিবে, গোত্রজের অভাবে অন্য সাক্ষী করিবে, বিভক্ত বৈপ-
রীত্য স্থলেও ঐ রূপ ।

প্রমাণ শব্দ যথা—

“গোত্রভাগ বিভাগার্থে সন্দেহে সমুপস্থিতে ।

গোত্রজৈশ্চাপরিজ্ঞাতে কুলং সাক্ষিভুমর্হতি ॥” ইতি ॥

বিভাগের সময় যে লেখ্য প্রস্তুত হয় তাহার নাম ভাগ লেখ্য ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“ভ্রাতরঃ সংবিভক্তা যে স্বরুচ্যাতু পরম্পরং ।

বিভাগপত্রং কুর্বন্তি ভাগলেখ্যং তদুচ্যতে ॥” ইতি ॥

এক খানি ক্রমপত্রে অনেক ক্রীত দ্রব্য লিখিত থাকিলে একের উপভোগে
সমস্ত সিদ্ধি ।

প্রমাণ ব্যবহারমাতৃকায় বৃহস্পতি যথা—

“যদ্যেক শাসনে গ্রামক্ষেত্রারামাশ্চ লেখিতাঃ ।
একদেশোপভোগেহপি সর্বৈভুক্তা ভবন্তিতে ॥” ইতি ॥

অন্যান্য লেখ্যস্থ বিষয়েরও ঐরূপ ।
স্বাবরের ভোগে সিদ্ধি, উপেক্ষায় হানি ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“সংবিভাগক্রয়প্রাপ্তং পিত্র্যংলব্ধক রাজতঃ ।
স্বাবরং সিদ্ধিমাণোতি ভুক্ত্যা হানিমুপেক্ষয়া ॥”
ইতি ॥

• বিভক্ত ব্যক্তিদিগের দান গ্রহণ, পৃথ্বাদি পরিগ্রহ, পাকধর্ম্মাদি ও সাক্ষ-
ত্বাদি পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে লেখ্য বাতিরেকেও বিভাগ সিদ্ধ হইবে ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“দানগ্রহণপশ্বন্নগৃহক্ষেত্র পরিগ্রহাঃ ।
বিভক্তানাং পৃথক্জেয়াঃ পাক ধর্ম্মাগমব্যয়াঃ ।
সাক্ষিত্বং প্রতিভাব্যক্ দানং গ্রহণমেবচ ।
বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুর্য্যুর্ন্যবিভক্তাঃপরস্পরং ।
যেষামেতে ক্রিয়া লোকে প্রবর্তন্তে স্বরিক্ততঃ ।
বিভক্তানবগচ্ছেয়ুর্লেখ্যপমপ্যন্তরেণ তান ॥” ইতি ॥

• অথ চিরপ্রোষিতাগত বংশের বিভাগ ।

বহুকাল বিদেশে থাকিয়া যাহার মৃত্যু হয় তাহার জ্ঞাতিবর্গ গোত্রনাম
স্মৃতি পর্য্যন্ত স্বদেশাগত উহার বংশজদিগকে তাহাদিগের পৈতৃক স্বদেশস্থ
ভূসম্পত্তির অংশ প্রদান করিবে ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“গোত্র সাধারণং ত্যক্ত্বা যো হন্য দেশং সমাশ্রিতঃ
তদংশস্যাগতস্যাংশঃ প্রদাতব্যো নসংশয়ঃ ।
তৃতীয়ঃ পঞ্চমশ্চৈব সপ্তমোবাপি যোভবেৎ ।
জন্ম নাম পরিজ্ঞানে লভেতাংশং ক্রমাগতং ॥”
ইতি ॥

গোত্রজেরা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ করিলেও পূর্বোক্ত ব্যক্তির বংশজ-
গণের স্বত্ব যায় না ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“ভুক্তিস্ত্রৈপুরুষী সিদ্ধ্যেদপরেষাং নসংশয়ঃ ।
অনিবৃতে সপিণ্ডে স্কুল্যানাং নসিদ্ধ্যতি ।
অস্বামিনা তু যদুভুক্তং গৃহক্ষেত্রাপণাদিকং ।
স্বহৃদ্বক্ষু স্কুল্যানাং নতদ্ভোগেন হীয়তে ॥” ইতি ॥

এইরূপ বিষয়ে শ্রোত্রিয়, রাজা ও অমাত্যাদিরাও দীর্ঘকাল ভোগ করিলে
পূর্বাধিকারীর স্বত্ব যায় না ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“বিভাজ্য শ্রোত্রিয়ৈভুক্তং রাজ্ঞামাতৈত্যস্তথৈবচ ।
স্বদীর্ঘেণাপি কালেন তেষাং সিদ্ধ্যতি তত্ত্বন ॥” ইতি ॥

অন্য বিষয়ে নির্বিবাদে তিন পুরুষ ভোগ করিলেই স্বত্ব সিদ্ধি হয় ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“অনাগমস্ত যদুভুক্তং পিত্রা পূর্বতরৈস্ত্রিভিঃ ।
নতচ্ছক্যমপাকর্ত্বুং ক্রমাজ্জিপুরুষাগতং ॥” ইতি ॥

অবাধে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত পিতামহভোগ করিবার পর পিতা যদি

বিংশতি বৎসর ভোগ করেন তৎপরে পুত্র বিংশতি বৎসর ভোগ করিলে অর্থাৎ নির্বোধে ষষ্ঠি বৎসর ভোগ হইলে ত্রৈপুরুষ ভোগ সিদ্ধি হয় ।

প্রমাণ ব্যাস যথা—

“বর্ষাণি বিংশতিং ভুক্ত্বা স্বামিনা ব্যাহতা সতী ।

• ভুক্তিঃ সাপৌরুষী ভূমে দ্বিগুণাচ দ্বিপৌরুষী ।

ত্রিপৌরুষীচ ত্রিগুণা নতত্রায়েষ্য আগমঃ ॥” ইতি ॥

অথ বিভাগকালে গুপ্ত পশ্চাদবগত সম্পত্তির বিভাগ ।

• বিভাগ কালে গুপ্ত পশ্চাদবগত সম্পত্তি এবং ছবিভক্ত সম্পত্তি পুনর্কায় যথায়থ বিভাগ করিয়া লইবে ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“প্রচ্ছাদিতকৃত্ত যদ্যেন পুনরাগত্যতং সমং ।

ভজেরন্ ভাতৃভিঃ সার্কিমভাবে ইপি চতং স্ততাঃ ।

অন্যোন্য়াপহৃতং দ্রব্যং ছবিভক্তঞ্চ যদ্ভবেৎ ।

পশ্চাৎপ্রাপ্তং বিভজ্যেত সমভাগেন তদ্ভৃগুঃ ॥”

ইতি ॥

• বিভাগ কালে নিহৃত দ্রব্য পশ্চাৎ অবগত হইলে ইচ্ছাপূর্বক বিভাগ করাইবে । অবিভক্তাবস্থায় একজন অধিক ভোগ করিলে বিভাগ সময়ে তাহা আর প্রাপ্ত হইবে না ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“বন্ধুনাপহৃতং দ্রব্যং বলান্নৈব প্রদাপয়েৎ ।

বন্ধুনাং বিভক্তানাং ভোগং নৈব প্রদাপয়েৎ ॥” ইতি ॥

অথ স্ত্রীধন নির্ণয় ।

স্ত্রীলোক শিল্প দ্বারা যে ধন প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃমাতৃ ভৰ্তৃকুল ব্যতিরিক্ত অন্যকুল হইতে যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহাতে স্বামীর অধিকার আছে ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“প্রাপ্তং শিল্পৈস্ত যদ্বিতং প্রীত্যাচৈব যদন্যতঃ ।

ভৰ্তৃঃ স্বামাং ভবেত্তত্র শেষস্ত স্ত্রীধনং স্মৃতং ॥” ইতি ॥

এতদ্ব্যতিরিক্ত ধন স্ত্রীধন । ঐ বিষয় নিয়ে লিখিত হইতেছে ।

পতির জীবদ্দশায় স্ত্রীলোক অঙ্গে যে সকল অলঙ্কার ধারণ করে তাহা স্ত্রীধন ।

প্রমাণ মনু ও বিষ্ণু যথা—

“পত্যৌজীবতি যঃ কশ্চিদলঙ্কারোদ্ধতো ভবেৎ ।

নতং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তিতে ॥” ইতি ॥

অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃগৃহে, বিবাহিতাবস্থায় পতিগৃহে এবং পিতৃগৃহে যেধন প্রাপ্ত হয় তাহা স্ত্রীধন ঐ স্ত্রীধন অস্থাবর অথবা স্থাবর হইলেও স্ত্রীলোক ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে পারে ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“উঢ়য়া কনয়া বাপি পত্ন্যঃ পিতৃগৃহে স্থবা ।

ভৰ্তৃঃ সকাশাৎ পিত্রৌৰ্বা লব্ধং সৌদায়িকং স্মৃতং ।

সৌদায়িকং ধনং প্রাপ্য স্ত্রীণাং স্মাতন্ত্য মিষ্যতে ॥”

ইতি ॥

ভৰ্তৃদত্ত স্থাবর বিক্রয় করিতে পারে না ।

প্রমাণ নারদ যথা—

“ভত্রী প্রীতেন যদভ্যন্তং স্ত্রিয়ে তস্মিন্মুতে হপিতং ।
সাযথাকাম মম্মীয়াদন্যাং স্বাবরাদৃতে ॥” ইতি ॥

অপকার ক্রিয়াযুক্তা, নির্লজ্জা, অর্থনাশিনী ও ব্যভিচাররতাস্ত্রী স্ত্রীধন
প্রাপ্ত হইবে না ।

প্রমাণ কল্পতরু ও রত্নাকরে কাত্যায়ন যথা—

“অপকার ক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা চার্ঘনাশিনী ।
ব্যভিচার রতা যাচ স্ত্রীধনং নচ সাহতি ॥” ইতি ॥

এতদ্ভিন্ন স্বামী, পুত্র, পিতা অথবা ভ্রাতা কেহই স্ত্রীধন লইতে পারে না ।
প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

• “নভর্তা নৈবচ স্ত্রুতো ন পিতা ভ্রাতরো নচ ।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্যৎ ॥” ইতি ॥

তবে দুর্ভিক্ষে, ভোজন প্রতিরোধ কারী উভমণ্যাদির নিমিত্ত অথবা
ব্যাধিতে স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন ।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্যোচ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে ।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্তা নাকামোদাতুমহতি ॥” ইতি ॥

অথ স্ত্রীধনাধিকারি নির্ণয় ।

মাতার মরণে স্ত্রীধনে পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যার এককালে অধিকার
পূর্ব্বের অভাবে পরের অধিকার, উভয়েরই অভাবে সম্ভাবিতপুত্র ও পুত্রবতী
দুহিতার এক কালে অধিকার ।

প্রমাণ দেবল যথা—

“সামান্য পুত্র কন্যানাং মৃতাত্মাং স্ত্রীধনং স্ত্রিয়াং ॥”
ইতি ॥

“অত্র দ্বন্দ্বনির্দেশাৎ পুত্র কন্যায়োস্তুল্যাধিকারঃ
অন্য তরাভাবেহন্যতরস্য তদ্ধনং । এতয়োর
ভাবে উচ্যাত্মা দুহিতুঃ পুত্রবত্যাঃ সম্ভাবিত পুত্রা-
য়াশ্চ তুল্যাধিকারঃ ॥” ইতি স্মার্ত্তঃ ॥

এবং নারদ যথা—

“পুত্রাভাবেচ দুহিতা তুল্য সম্ভান দর্শনাৎ ॥” ইতি ॥

এতাদৃশ দুহিতার অভাবে পৌত্রাধিকারী, পৌত্রাভাবে দৌহিত্র ঐ স্ত্রীধন
পাইবে ।

প্রমাণ মন্ত্ৰ যথা—

“দৌহিত্রোহপিহুমুত্রৈনং সম্ভারয়তি পৌত্রবৎ ॥”
ইতি ॥

“এতাদৃশ দুহিত্রাভাবে পৌত্রাধিকারঃ তদভাবে
দৌহিত্রাধিকারঃ ॥” ইতি ॥ স্মার্ত্তঃ ॥

দৌহিত্রাভাবে প্রপৌত্র ।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

“তদভাবে প্রপৌত্রস্তদ্ব্যগ্য পিণ্ডদাতৃত্বাৎ ॥” ইতি ॥

প্রপৌত্রাভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যা ।

প্রমাণ স্মার্ত্ত যথা—

“তদভাবে বন্ধ্যাধিবয়োস্মাতৃধনাধিকার স্ত্রয়োর-
পি তৎ প্রজাত্বাদিতি ॥”

ইহাদের অভাবে ভর্তার অধিকার ।* তদভাবে যথাক্রমে মাতা ভ্রাতা, ও পিতার অধিকার ।

প্রমাণ দেবল যথা—

“অপ্রজায়াং হরেদ্বর্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপিবা ॥”

• ইতি ॥

পিতৃ মাতৃ দত্ত জীধনে বিধবা দুহিতা পর্য্যস্তের অভাবে ভ্রাতার অধিকার ।
প্রমাণ বৃদ্ধকাত্যায়ন যথা—

“পিতৃভ্যাকৈবং যদন্তং দুহিতুঃ স্বাবরং ধনং ।

অপ্রজায়া মতীতয়াং ভ্রাতৃগামিতু সর্বদা ॥” ইতি ॥

মাতার পরিণয়কাললক্ষ জীধনে পুত্র সত্ত্বেও অবাকদ্বা, অনুচ্চা ও উচ্চা কন্যার যথাক্রমে অধিকার ।

প্রমাণ বশিষ্ঠ যথা—

“মাতুঃ পারিণায়ং দ্বিয়ৌ বিভজেরন্বিতি ॥”

এবং গোতম যথা—

জীধনং দুহিতৃণামপ্রভানাম* প্রতিষ্ঠিতানাঞ্জেতি † ॥”

ইহাদের অভাবে পুত্রের অধিকার ।

প্রমাণ মনু যথা—

দুহিতৃণাম ভাবেতু শ্লুকুথং পুত্রস্য তদ্ববে দিতি ॥”

পুত্রাদ্যভাবে ব্রাহ্মাদি পঞ্চ বিবাহকালীন জীধনে ভর্তার অধিকার এবং আশ্রুদিত্রয় বিবাহকালীন জীধনে মাতার তদভাবে পিতার অধিকার ।

প্রমাণ মনু যথা—

“ব্রাহ্মদৈবর্ষ গান্ধর্ব প্রাজাপত্যেষু যদ্বনং ।

অতীতায়াম প্রজায়াং ভর্তুরেব তদিষ্যতে ॥” ইতি ॥

* অপ্রভানাং অবাকদ্বানাং । † অপ্রতিষ্ঠিতানাং বাগদন্তানাং ॥

“বভ্রস্যঃস্বাক্ষনং দত্তং বিবাহেষাস্বরাদিষু ।

অতীতায়ামপ্রজায়াং মাতা পিত্রোস্তদিত্যে ॥” ইতি

অবিবাহিতা কন্যার ধনে সহোদরের অধিকার তদভাবে মাতা পিতার
ক্রমে অধিকার ।

প্রমাণ বোধায়ন যথা—

“স্বাক্ষৎঃ মৃত্যয়াঃ কন্যায়া গৃহীয়াঃ সোদরাঃস্বয়ং ।

তদভাবে ভবেন্মাতু স্তদভাবেভবেৎ পিতুঃ ॥” ইতি ॥

ইহাদিগের অভাবে পিণ্ডদানাদি উপকার তারতম্যে ধনাধিকার জানিতে হইবে

অথাপুত্র ধনাধিকারি নির্ণয় ।

প্রপৌত্র পর্য্যন্ত রহিত মৃতব্যক্তির ধনে পত্নী অধিকারিণী, স্বামীর সম্প-
ত্তিতে দান বিক্রয়াদির অধিকার নাই, জীবিতাবস্থায় ভোগ করিতে পারে ।

প্রমাণ কাত্যায়ন যথা—

“ভর্তৃদায়ান্ মৃতপত্যৌ বিন্যসেৎ স্ত্রীযথেক্ততঃ ।

বিদ্যমানেষু সংরক্ষেৎ ক্ষপয়েত্তৎকুলে অন্যথা ।

অপুত্রা শয়নং ভর্তুঃ পালয়ন্তীত্রতেস্থিতা ।

ভুক্তীতামরণাৎক্ষান্তা দায়াদা উর্দ্ধমাগুযুঃ ॥” ইতি ॥

স্ত্রীর অভাবে হুহিতার, তদভাবে দৌহিত্রের, তদভাবে পিতার, তদভাবে
মাতার, তদভাবে ক্রমান্বয়ে সহোদর বৈমাত্রেয়ের, তদভাবে সহোদর বৈমাত্রেয়
পৌত্র পর্য্যস্তের, (সোদর বৈমাত্রেয় সংস্থাপ্যসংস্থাপ্য ক্রমে) তদভাবে সহোদর
ভগিনী পুত্রের, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভগিনী পুত্রের, তদভাবে পিতামহের,
তদভাবে পিতামহীর, তদভাবে পিতার সোদর ভ্রাতার, তদভাবে পিতার
বৈমাত্রেয় ভ্রাতার, তদভাবে পিতার সোদর বৈমাত্রেয় পৌত্র পর্য্যস্তের,
তদভাবে পিতার সোদর বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রের, ইহাদের অভাবে প্রপিতা-

মহা পর্য্যন্ত ঐক্লপ জানিবে । ইত্যাদি ক্রমে আসন্ন পিণ্ডদাতৃত্ব বিবেচনা করিয়া অধিকারী নির্ণয় করিবে ।

প্রমাণ যাক্তবল্ল্য যথা—

“পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরন্তথা ।

তৎস্বতো গোত্রজোবন্ধুঃ শিষ্যঃ সত্ৰক্ষাচারিণঃ ।

এষামভাবে পূর্ব্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ ।

স্বর্ঘ্যাতস্য হ্যপুত্রস্য সর্ব্ববর্ণেষু যং বিধিঃ ॥” ইতি ॥

তথা বিষ্ণুঃ ।

“অপুত্রস্যধনং* পত্ন্যভিগামি তদভাবে দুহিতৃগামি
তদভাবে পিতৃগামি তদভাবে মাতৃগামি তদভাবে
ভ্রাতৃগামি তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামি তদভাবে সকুল্য-
গামি তদভাবে বন্ধুগামি তদভাবে শিষ্যগামি তদভাবে
সহাধ্যায়িগামি তদভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজগামীতি ॥”

“অত্রাপুত্রপদং পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাভাবপরং তেষাং-
পার্কণপিণ্ডদাতৃহাবিরোধাতঃ । অতএব বোধায়ন
বচনে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রানুপক্রম্য সংস্বঙ্গজেষু
তদগামীহার্থে ভবতীত্যুক্তং । তদ্যথা প্রপিতামহঃ
পিতামহঃ পিতাময়ং সৌদর্ঘ্যভ্রাতরঃ সর্বাণ্যায়ঃ পুত্রঃ
পৌত্রঃ প্রপৌত্র এতানবিভক্ত দায়াদান্ সপিণ্ডানা-
চক্ষতে বিভক্ত দায়াদান্ সকুল্যানাচক্ষতে সংস্বঙ্গজেষু
তদগামী হ্যর্থোভবতীতি । অস্যার্থঃ, পিত্রাদি পিণ্ড-
দাত্রেষু সপিণ্ডেনৈব ভোক্তৃত্বাৎ পুত্রাদিভিঃ স্ত্রিভিস্তৎ
পিণ্ডনৈব দানাৎ যশ্চজীবন্ যৎপিণ্ডদাতা সমুতঃসন্
সপিণ্ডেনৈব তৎপিণ্ডভোক্তা এবং* মধ্যস্থিতঃ পুরুষঃ

পূর্ব্বেষাং জীবন্ পিণ্ডদাতা মৃতশ্চ তৎপিণ্ডভোক্তা
 পরেষাং জীবতাং পিণ্ডসম্প্রদান ভূত আসীৎ । মৃতৈ-
 শ্চতৈঃ সহ দৌহিত্রাদিদেয় পিণ্ডভোক্তা অতোযেষাময়ং
 পিণ্ডদাতা যেচতৎ পিণ্ডদাতারস্তে অবিভক্ত পিণ্ডরূপং
 দায়মগ্নস্তীতি অবিভক্তদায়াদাঃ সপিণ্ডাঃ । পঞ্চমস্যভূ
 পূর্ব্বস্য মধ্যমঃ পঞ্চমো ন পিণ্ডদাতা নচতৎ পিণ্ড-
 ভোক্তা এব মধ্যস্তনোহপি পঞ্চমো ন মধ্যমস্য পিণ্ডদাতা
 নাপিতং পিণ্ডভোক্তাতেন বৃদ্ধ প্রপিতামহাৎ প্রভৃতি-
 ত্রয়ঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ প্রতিনপ্তৃতঃ প্রভৃত্যধস্তনাত্রয়ঃ
 পুরুষাঃ এক পিণ্ডভোক্তৃত্বাভাবাৎ বিভক্ত দায়াদাঃ
 সকুল্যা ইত্যাচক্ষতে । ইদং সপিণ্ডত্বং সকুল্যত্বঞ্চ
 দায় গ্রহণার্থমুক্তং অশৌচ ব্যবহারার্থস্ত পিণ্ডলেপ
 ভূজামপীতি বিরতং শুদ্ধিতত্ত্বে ॥” ইতি স্মার্তঃ ॥

স্তিতে
 প্রমা

বিভাগানন্তর স্নেহ প্রযুক্ত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতৃপুত্রের
 কত্রাবস্থানই, সংসর্গ তদযুক্ত সংস্খী ।

প্রমাণ বৃহস্পতি যথা—

“বিভক্তো যঃ পুনঃ পিত্রা ভ্রাত্রা চৈকত্র সংস্থিতঃ ।

পিতৃব্যেণাথবাপ্রীত্যা সতুসংস্কৃত উচ্যতে ॥” ইতি ॥

অসংস্কৃষ্ট সৌদর সত্ত্বেও সংস্কৃষ্ট বৈমাত্রেয় ধনাধিকারী ।

প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য যথা—

“সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টী সৌদরস্যভূ সৌদরঃ ।

দদ্যাচ্চাপ হরেদংশং জাতস্যচ মৃতস্যচ ।

অন্যোদর্যাস্তু সংসৃষ্টী নান্যো দর্যোধনং হরেৎ ।

অসংস্কৃষ্টাপি চাদদ্যাৎ সংস্কৃষ্টোনান্য মাতৃজঃ ॥” ইতি ॥

অশুদ্ধ সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮১	প্রৌষ্ট	প্রৌষ্ঠ	১০৫	সপিণ্ডাণং	সপিণ্ডানাং
৮৪	দ্যুত	দ্যুত	„	গৰ্ভচ্যুত্যা	গৰ্ভচ্যুতা
„	একোদ্দিষ্ট	একোদ্দিষ্ট	১০৬	যথাক্রমং	যাথাক্রমং
৮৫	স্বর্ষাদয়ের	স্বর্ষোদয়ের	„	কন্যা	কন্যা
„	অপারহিক	আপরাহিক	১০৮	কর্মানি	কর্মানি
„	প্রশস্তর	প্রশস্তর	১০৯	গঠৈ	গঠৈ
„	স্মৃত	স্মৃতঃ	„	চূড়া	চূড়া
৮৬	বর্জয়েৎ	বর্জয়েৎ	„	উর্ক	উর্ক
৮৭	কাত্যায়ণ	কাত্যায়ন	১১০	ষণ্মা	ষণ্মা
৮৮	কর্মানি	কর্মানি	১১১	অশৌচাপমে	অশৌচাপগমে
৮৯	কার্য্যানি	কার্য্যানি	১১২	উর্কত	উর্কত
„	মনীষিণ	মনীষিণঃ	১১৪	পক্ষিণাং	পক্ষিনাং
৯০	পাঠান্তরঃ	পাঠান্তরং	১১৫	পিণ্ডা	পিণ্ডাঃ
৯১	নরং	নরঃ	১১৭	রোগগ্রস্ত	রোগগ্রস্ত
„	সম্বৎসরাদ্ব্যৌ	সম্বৎসরাদ্ব্যৌ	„	প্রায়শ্চিত্তং	প্রায়শ্চিত্ত
„	দেবী	দেবি	„	ব্যধি	ব্যধি
৯৭	কাম্বুক	কাম্বুক	„	পরাধ	পরাধ
৯৯	দর্শণে	দর্শনে	১১৮	ত্রিরাত্রং	ত্রিরাত্রং
১০০	নান্দ্রীয়াং	নান্দ্রীয়াং	১২২	নিহত্য	নিহৃত্য
১০৩	শঙ্কর	শঙ্কর	১২৩	নিহত্য	নিহৃত্য
১০৪	ঠৈব	ঠৈব	১২৪	শূদ্রো	শূদ্রো
১০৪	শুক্লি	শুক্লিঃ	„	চতুর্থাদি	চতুর্থ
১০৫	দিবসৈ	দিবসৈঃ	১২৮	ভূতা	ভূতাঃ
„	উর্কস্ত	উর্কস্ত	১২৯	মূহূর্তং	মূহূর্তং

পৃষ্ঠা	অঙ্ক	অঙ্ক
”	গব্যতি	গব্যতি:
১৩০	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ
১৩২	দনগ্রিক	দনগ্রিক:
১৩৪	মাপ্পুয়াং	মাপ্পুয়াং
১৩৮	পতিতা	পতিতা:
”	প্রবরস্ত	প্রবরস্ত
১৪২	শংসয়ং	শংসয়ং
১৪৩	সন্তবকাল	সন্তবকাল:
১৪৪	কাল	কাল:
১৪৭	স্বর্ঘ্যন্দো:	স্বর্ঘ্যেন্দো:
১৫৭	শংসয়	শংসয়:
১৫৮	তাস্তু	তাস্তু
”	শৃঙ্কং	শৃঙ্কং
১৬৫	কপিলাম্বাপি	কপিলাম্বাপি
১৬৬	শেষস্ত	শেষস্ত
১৭১	পঞ্চ্য	পঞ্চ্য
১৭৬	জ্যেষ্ঠাস্ত	জ্যেষ্ঠাস্ত
১৮১	আচাস্ত্য:	আচাস্ত্য:
১৮৪	নাজস্রং	নাজস্রং
১৮৪	মুক্কা	মুক্কা
১৮৭	গ্রামস্য	গ্রামস্য
”	ঋষি	ঋষি:
১৯২	যচ্চান্নাং	যচ্চান্নাং
১৯৩	হইনেই	হইতেই
”	তৃণৈধ	তৃণৈধ:
”	মহীষতে	মহীষতে

পৃষ্ঠ	অঙ্ক	অঙ্ক
১৯৪	পূজয়াং	পূজয়াং
১৯৬	পুষ্পানাং	পুষ্পানাং
১৯৭	শূলপানি	শূলপানি
”	রুদ্রয়া	রুদ্রয়া
১৯৮	তুলস্যামৃত	তুলস্যামৃত
”	বিনাশিনী	বিনাশি
১৯৯	নির্বন্ধ	নিবন্ধ
২০০	পানি	পানি
২০১	ভুক্তাবশিষ্ট	ভুক্তাবশি
২০৪	দক্ষিণপুটং	দক্ষিণনা
২০৬	ঋষি	ঋষি:
২০৮	বাদিনী	বাদিনি
২১০	দুর্গানি	দুর্গানি
২১১	রুদ্রায়	ওঁ রুদ্রা
২১২	ত্রাহি	ত্রাহি
”	প্রাতে:	প্রাত:
২১৩	বর্জপন	বর্জপন
২১৪	আত্মনং	আত্মনং
২১৮	পিতৃণাং	পিতৃণাং
২২১	সংক্রিয়া	সংক্রিয়া
২২২	বর্ণান	বর্ণান
২২৩	ওন্	ওঁ
২৩১	করবানীতি	করবাণী
”	দৃষ্ট্যদের	দৃষ্ট্যদের
”	বিদ্বান্	বিদ্বান্
২৪৮	জীণ্যে	জীণ্যে

